www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

حقيقة الميلاد

হাকিকতে মিলাদ

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

حقيقة الميلاد

হাকিকতে মিলাদ

(মিলাদ শরীফের মূলতত্ত্ব)

পীরে তরিকত রাহনুমায়ে শরিয়ত উস্তাযুল উলামা মুহিউসসুন্নাহ
সুলতানুল মোনাজিরীন হযরতুল আল্লামা
শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী
(মা.জি.আ.)
প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ: সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান, আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।
মোবাইল ০১৭১১-৩২৯৩৩৬

প্রকাশনায়
দাদা: মরহুম মগফুর হাজী নছরত উল্লাহ
পিতা: মরহুম মগফুর হাজী মফিজ আলী
মাতা: মরহুমা হাজী কনিজা বিবি
মুর্দেগানদের রূহের মাগফিরাত কামনায়.
আলহাজ্ব মঈনুদ্দিন
কালীপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

প্রকাশকাল প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ (বর্ধিত আকারে) ১৯৭৯ইং
তৃতীয় সংস্করণ (বর্ধিত আকারে) ১৯৮৯ইং
চতুর্থ সংস্করণ (বর্ধিত আকারে) ১৯৯৮ইং
পঞ্চম সংস্করণ (বর্ধিত আকারে) ২০০৫ইং
ষষ্ঠ সংস্করণ (বর্ধিত আকারে) ২০১০ইং

সর্বসত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

বর্ণবিন্যাস মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ আবু তাহের মিছবাহ
শিক্ষক, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা
০১৭১৫-৫৮২০৪৫

প্রচ্ছদ অবিনাশ আচার্য

পরিবেশনায় মাওলানা ক্বারী শেখ দেওয়ান আহমদ
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক: গাউছিয়া শিল্পী গোষ্ঠী, শ্রীমঙ্গল
০১৭১৫-২৪০০৯১

মুদ্রক মুদ্রণবিদ কম্পিউটার অ্যান্ড অফসেট প্রিন্টার্স
কলেজ রোড, শ্রীমঙ্গল। ০১৭১১-৩১৭১৮০

মূল্য ১৫০ টাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
লেখক এর সাংগঠনিক পরিচিতি ১৩

প্রথম পরিচ্ছেদ
মিলাদশরীফ

মিলাদশরীফ কী ? ১৯
মিলাদশরীফের মূল ভিত্তি ২০
মিলাদশরীফের আলোচনা সুন্নাতে এলাহী ২১
মিলাদশরীফ পাঠ করা সুন্নাতে রাসূল ২২
মিলাদশরীফ পাঠ করা সুন্নাতে আম্বিয়া ২৩
মিলাদশরীফ পাঠ করা সুন্নাতে সাহাবা ২৪
মিলাদশরীফ পাঠ করা সুন্নাতে সালেহীন বা আল্লাহর নেকবান্দাদের তরিকা ২৮
পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জমায় মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান ২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মিলাদশরীফের ফজিলত ও উপকারিতা

মিলাদশরীফ পাঠ করার ফজিলত ৩২
শবে মিলাদ শবে কদর হতে উত্তম ৩৬
মিলাদুন্নবীর খুশিতে প্রখ্যাত কাফের আবু লাহাবও উপকৃত ৪০
একটি সূক্ষ্ম রহস্য ৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মিলাদশরীফের কিয়াম

কিয়াম কী? ৪৪
কিয়াম এর প্রকারভেদ ৪৪
মিলাদশরীফের কিয়াম মুস্তাহাব ৪৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কতিপয় প্রশ্নের জবাব

প্রথম প্রশ্ন কোরআন সুন্নাহর মধ্যে মিলাদ শরীফের মাহফিল আয়োজন করার ব্যাপারে কোন দলিল আছে কী? ৫৪
দ্বিতীয় প্রশ্ন নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম ওফাতশরীফ একই তারিখে হয়েছে। সুতরাং এ তারিখে আনন্দ উৎসব পালন অপেক্ষা দুঃখ দিবস পালন করা উত্তম নয় কী ? ৫৫

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

তৃতীয় প্রশ্ন	হাদিসশরীফে রয়েছে নূরনবীর আগমনে সাহাবায়ে কেরামগণ দাঁড়াতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন নূরনবী তা পছন্দ করতেন না। তাহলে আমরা তার তা'জিমার্থে দাঁড়াব কেন?	৫৬
চতুর্থ প্রশ্ন	হাদিসশরীফে রয়েছে আ'জমীগণ যেভাবে একে অপরের জন্য তা'জিমার্থে দাঁড়িয়ে থাকে তোমরা সেভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না। তাহলে আমরা কী হাদিসশরীফের খেলাফ চলব?	৫৯
পঞ্চম প্রশ্ন	মিলাদশরীফের প্রারম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত কিয়াম করা উচিৎ কিন্তু প্রচলিত মিলাদশরীফে এরূপ করা হয় না কেন?	৬২
ষষ্ঠ প্রশ্ন	মিলাদশরীফে কিয়ারমরত অবস্থায় অনেকে নামাযের ন্যায় দু'হাত বেঁধে দাঁড়াতে দেখা যায়। এভাবে দু'হাত বেঁধে দাঁড়ানো শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কী?	৬২
সপ্তম প্রশ্ন	দরূদশরীফ ও মিলাদশরীফ পাঠ করা একটি মুস্তাহাব আমল। অথচ অন্যান্য আমলের তুলনায় তাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় তার কারণ কী?	৬৩
অষ্টম প্রশ্ন	আমাদের সালাত ও সালাম হুজুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত নিজ কান মোবারক দ্বারা শুনে থাকেন এর কোন প্রমাণ আছে কী?	৬৫
নবম প্রশ্ন	মিলাদশরীফের বিরূপ সমালোচনা করেছেন কারা?	৬৬

সংযোজন

সংযোজন-১ মুফতি বায সাহেবের মিলাদ কিয়াম বিরোধী বক্তব্যের দলিলভিত্তিক প্রতিবাদ	৭০
সংযোজন-২ ইয়া নবী সালাম আলাইকা পুস্তকের জবাব	৮৯
সংযোজন-৩ মুদখাল কিতাবের এবারতের সঠিক ব্যাখ্যা	১০৯
সংযোজন-৪ মোজাদ্দিদে আলফেসানী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক লিখিত মাকতুবাত শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বানোয়াটির আশ্রয়	১১২
সংযোজন-৫ সৈয়দ আহমদ বেরলভি কি মুজাদ্দিদ?	১১৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাসিদাতুল বুরদা	১২৪
মিলাদশরীফ	১৫৯
সিরাজনগর গাউছুল আযম জামে মসজিদের দাতাদের নামের তালিকা	১৭২

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাছুলিহিল কারীম।

আমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার হাবীব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মিলাদশরীফ পড়ে থাকি। আল্লাহ্ আযযা ওয়াযাল্লা শানুহুর মিলাদশরীফ পড়ি না। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালার মিলাদ বা জন্ম নেই, যেহেতু আল্লাহ্ তা'য়ালা সব সময় ছিলেন যার কোন আরম্ভ নেই এবং সব সময় থাকবেন যার কোন শেষও নেই। যিনি নিরাকার, বেমিছাল, অনাদি, অনন্ত স্রষ্ঠা, সৃষ্টির সঙ্গে যার কোন তুলনা চলে না।

আল্লাহ্ তা'য়ালার জাত মোবারক দিক, অবয়ব আকার আকৃতি, স্থান, কাল থেকে পুত:পবিত্র। আল্লাহ্ তা'য়ালার নবী নূরে মুজাসসাম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মীলাদ শরীফ পড়া একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাবারাকা ও তা'য়ালা খালিক বা স্রষ্ঠা এবং আল্লাহর হাবীব তাঁরই মাখলুক বা অনুপম সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে মিলাদশরীফ খালিক ও মাখলুকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

আল্লাহ্ তা'য়ালার ইলম বা জ্ঞান, কুদরত বা ক্ষমতা অসীম, আল্লাহ্ তা'য়ালার জাত ও ছিফাত বেমিছাল, যা মানুষের জ্ঞান ও উপলদ্ধির সম্পূর্ণ বাহিরে।

যেমন কবির ভাষায়–

কল্পনাতে যাহা আসে তাহা যে নশ্বর
কল্পনাতে নাহি আসেন তিনিই খোদা নিরন্তর।

সেই অসীম ইলিম ও ক্ষমতাসম্পন্ন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা তাঁর কুদরতে কামিলা দ্বারা তার হাবীবের মহান নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই নূর মোবারক হযরত আদম আলাইহিস সালামের পেশানীর উপর স্থাপন করলেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে পর্যায়ক্রমে পবিত্র পৃষ্ঠদেশ ও পবিত্র রেহেম হয়ে হজরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমেনা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে বারই রবিউল আউয়াল তারিখে এই ধরাধামে পবিত্র বেলাদত বা শুভাগমন করেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালার প্রিয় হাবীব নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি অনুপম মু'জিজা হল উম্মী। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি কুলে কাহারো নিকট জ্ঞান অর্জন না করেই স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সৃষ্টির মধ্যে অতুলনীয় জ্ঞান অর্জন করেন।

আল্লাহ্ তা'বারাকা ওয়া তা'য়ালা তাঁর অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতা থেকে যা কিছু জ্ঞান, ক্ষমতা ও মর্যাদা দান করেছেন তা সৃষ্টির মধ্যে তুলনাহীন।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তদীয় 'মাদারিজুননবুওত' ১/২১১ পৃষ্ঠায় বলেন–

در یافت باید نمود کہ بی کسب وتعلم درجہ مرتبہ ازعلم ومعرفت رسیدکہ علوم اولین وآخرین بدان نتواند رسید الخ،

অর্থাৎ 'জ্ঞাত হওয়া অতিব প্রয়োজন যে, বিনা শিক্ষায় ও বিনা বিদ্যার্জনে তিনি জ্ঞান ও মারিফাতের যত উচ্চস্তরে আরোহন করেছিলেন সকল আওয়াল ও আখেরের সকলের বিদ্যা ঐ পর্যন্ত পৌছা সম্ভব পর নয়।'

হযরত শেখ সা'দী রাদিয়াল্লাহু আনহু কি সুন্দর বলেছেন–

یتیمے کہ ناکردہ قرآن درست
کتب خانہ چند ملت بشت

'যে ইয়াতীম কোরআনকে শুদ্ধ করেন নাই (অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের কারো কাছে কুরআন শিক্ষা করেননি,) তিনি (আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান বলে) বহু ধর্মের কুতুবখানাকে বিধৌত করে দিয়েছেন।'

মুল্লা জামী (আলাইহির রহমত)ও কি সুন্দর বলেছেন–

امی ودقیقہ داں عالم ۔ بے سایہ وسائباں عالم

"উম্মী (যিনি সৃষ্টিজগতের কারো কাছে অধ্যায়ন করেননি) অথচ জগতের সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। ছায়াহীন অথচ সমগ্র জগতের ছায়াদানকারী।'

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (আলাইহির রহমত) তদীয় মাদারিজুননবুওত ১/২১১ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করেন–

"واگر دراخلاق وصفات وکمالات واوضاع وآداب وی نگر نداول دلیل یابند کہ ہیچ بشری چون وی مخلوق نشدہ کہ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

دعوی کرد نبوت ورسالت را ونمود معجزات را پس در کہا شک وشبہہ ماند،

অর্থাৎ 'যদি তোমরা তাঁর চরিত্র ও গুণাবলী কামালাত ও আচরণ ভদ্রতা ও সৌজন্যের প্রতি লক্ষ্যকর, তো তোমরা সর্বপ্রথম এই প্রমাণ প্রাপ্ত হবে যে, মানবের মধ্য হতে কোন মানব, যারা নবুওয়াত ও রিসালাতের দাবি করেছেন এবং লোকদিগকে মু'জিজাত প্রদর্শনের মাধ্যমে আকৃষ্ট করেছেন, তাঁর (আল্লাহর হাবীবের) অনুরূপ কেহই সৃষ্টি হননি। তাহলে এখন এমন কোন বস্তু রয়েছে, যার মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধা বিদ্যমান থাকতে পারে?'

এ প্রসঙ্গে শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভী (আলাইহির রহমত) কি সুন্দর নবীর মর্যাদা বর্ণনা করে বলেছেন–

يا صاحب الجمال ويا سيد البشر– من وجهك المنير لقد نور القمر
لايمكن الثناء كما كان حقه– بعد ازخدا بزرگ توئ قصة مختصر

অনুবাদ: 'হে সৌন্দর্যের আধার! হে মানব জাতির সর্দার, আপনার নূরানী চেহারা মোবারকের আলোতে চন্দ্র আলোকিত। তার (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) যথাযত প্রশংসা করার সাধ্য কারো নেই যতটুকু তাঁর শানে। তবে সংক্ষিপ্তভাবে এতটুকু বলতে পারি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ মহান আল্লাহ তা'য়ালার পরেই আপনার শান বা মর্যাদা।'

ভাবার্থ 'আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহপাক যে শান-মান মর্যাদা ইলিম ক্ষমতা দান করেছেন, তা যদি দুনিয়ার সকল মানুষ জ্বীন ফেরেশতা সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করতে থাকে তথাপিও তাদের পক্ষে নবীর শান-মান মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব হবে না। রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'য়ালার অনুপম অতুলনীয় সৃষ্টি। মনে হয় যেন তাঁর মর্যাদা ইলিম ও ক্ষমতা সৃষ্টিজগতের নিকট অসীম যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর মর্যাদা সসীম। একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার ইলিম শান-মান মর্যাদা ও ক্ষমতা অসীম যার কোন তুলনা নেই। তাই বলতে হবে আল্লাহ্ তা'য়ালার পরেই নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার স্থান।'

অনুরূপ আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (আলাইহি রহমত) তদীয় শরহে শিফা নামক গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডের ৫১৪ প্রষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

والحاصل انه كما قال صاحب البردة ذائقا من هذا البردة
كفاك بالعلم فى الامى معجزة–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভাবার্থ- 'সার কথা হল এ প্রসঙ্গে (উম্মী প্রসঙ্গে) ছাহেবে বুরদা তাঁর স্বীয় কবিতায় উল্লেখ করেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জ্ঞান পরিপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া আপনার জন্য মো'জেজা।' অর্থাৎ আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিজগতের কারো কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করেই খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন, তাই উম্মী হওয়া নবীর জন্য মো'জেজা।

আল্লামা কাছতালানী (আলাইহির রহমত) তদীয় 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবের ১/৮ম পৃষ্ঠায় লিখেন–

فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاصل فى التكوين والكائنات تبع له وقيل لذالك سمى اميا لان مكة ام القرى ودرته ام الخليقة الخ–

অর্থাৎ রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সৃষ্টিকূলের মূল বা আদি, আর সৃষ্টিজগত তার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মী এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, মক্কাশরীফকে উম্মূল কুরা বা আদি বসতি বলা হয়ে থাকে, এবং নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুররাহ বা নূর মোবারক সমস্ত সৃষ্টিকুলের মূল। এজন্য যে, রাসূলেপাকের নূর মোবারক থেকে কুলকায়েনাত সৃষ্টি করা হয়েছে। মোদ্দাকথা হচ্ছে নবীয়ে উম্মী-হচ্ছেন, নবী সৃষ্টিকুলের মূল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাতিতে মানব কিন্তু তাঁকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ বা অন্য দশজনের মতো একজন মানুষ বলা মারাত্মক বেয়াদবি ও কুফুরী। কেননা সূরা ইয়াসিনের ১৫নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশ্ব-বাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন 'কাফেরগণ নবীগণকে বলতো তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ।'

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা সাহাবায়ে কেরাম, তা'বেঈন, তবয়ে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, আইম্মায়ে তরিকত, সমস্ত মুহাদ্দিছীন, মুফাচ্ছিরীন ও আউলিয়ায়ে কেরামগণ সকলের মতে আল্লাহর হাবীব হলেন অতিমানব বা মহামানব, তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি একদিকে বশর (মানব) অপর দিকে তিনি হচ্ছেন নূর। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন নূরানী বশর বা নূরের মানুষ। তিনি বেমিছাল ও বে-নজির নূরের মানুষ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহর হাবীবের তুলনা দেওয়া চলে না। যারা নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন সৃষ্টির তুলনা দিয়ে থাকে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদা ও শানে চরম বেয়াদবি করার দরুণ কুফুরিরীতে পতিত হবে। (শিফা শরীফ)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উস্তাদ একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। সুতরা যারা আল্লাহর হাবীবের উস্তাদের সমকক্ষ বলে দাবি করে, তারা প্রথমে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে চরম বেয়াদবি করলো এবং আল্লাহর হাবীবের সুমহান মর্যাদার হানী হওয়ার কারণে সে কুফুরিতে পতিত হবে। (আকাইদ গ্রন্থ)

আল্লাহ তায়ালা নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মা কানা ওমা ইয়াকুনু' তথা যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে এর সমূহ জ্ঞান দান করেছেন। আউয়ালিন ও আখেরীন, সপ্ত আকাশ ও সপ্ত জমিন, তার উপর তার নিচ এবং ছোট বড় অণুপরমাণু সব কিছুর ইলিম আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দান করেছেন। সুতরাং তার ইলিমের সাথে সৃষ্টির অন্য কারো ইলিমের তুলনা করা কুফুরি। (ছুছামুল হারামাইন)

নিশ্চয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বশরীরে ও স্বপ্রাণে জীবিত রয়েছেন। সমস্ত নবীগণও স্বশরীরে জীবিত রয়েছেন। নবীগণের ওফাতশরীফের পর (দেহ মোবারক হতে রূহ মোবারক পৃথক হওয়ার পর) তাঁদের রূহ মোবারককে পুনরায় (অল্পক্ষণের মধ্যে) তাঁদের দেহ মোবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্বের ন্যায় সমস্ত নবীগণ স্বশরীরে জিন্দা এখনও আছেন। সকল নবীগণকে তাঁদের রওজা শরীফ হতে স্বশরীরে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আসমান ও জমিনের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে 'তছররফ' বা বিপদগ্রস্ত উম্মতের বিপদকে ক্ষমতা প্রয়োগ করে উদ্ধার করে দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু আমাদের চোখে পর্দা দেওয়া হয়েছে, এ কারণে আমরা আল্লাহর হাবীবকে দেখতে পারি না। যার চোখ থেকে আল্লাহ তায়ালা পর্দা উঠিয়ে নেবেন সে আল্লাহর হাবীবকে দেখতে সক্ষম হবেন। এতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (আলহাবী লিল ফাতাওয়া, তাফসিরে রুহুল মায়ানী)

সমস্ত নবীগণ আলাইহিমুস সালাম হজ্ব সম্পাদন করে থাকেন। এজন্য হজ্ব চলাকালীন অবস্থায় তাওয়াফ, সায়ী, মিনায় অবস্থান, আরফার ময়দানে উকুফ, মুযদালিফায় রাত্রিযাপন, কংকর নিক্ষেপ সময়কালীন বন্দেগীর মূল্য সব চাইতে বেশি। শেষ পর্যায়ে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মকবুল

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

জিয়ারত ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার মাধ্যম এবং আল্লাহর হাবীবের দরবারে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার শাহানশাহী দরবারে তওবা মাহবুবে খোদার সুপারিশে কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। (শিফাশরীফ, ফুয়ুজুল হারামাইন-শাহ ওলী উল্লাহ, কালামে পাকের আয়াতশরীফ)

আমরা যে- হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মিলাদশরীফ পাঠ করে থাকি, সেই নবীর সুমহান গুণ হলো 'খাতামান্নাবিয়ীন' অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। তার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। এর উপর সাহাবায়ে কেরামসহ সকল মুসলমানের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহর হাবীবকে শেষ নবী অস্বীকার করলে কাফের হবে। (শিফাশরীফ, আল আশবা ওয়ান নাজায়ের)।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে অবস্থানরত বিপদগ্রস্থ উম্মতের ফরিয়াদ খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে শ্রবণ করেন এবং সাহায্য করে থাকেন। বিপদগ্রস্তের বিপদমুক্তি ও অসুস্থকে সুস্থতা দান করেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন, আউলিয়ায়ে কেরামগণ এ আকিদাপোষণ করে আসছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা কাজী আয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'শিফাশরীফ' নামক কিতাবের ২য় খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠায় 'ইবনুচ্ছুন্নী' থেকে একখানা সহীহ হাদীস উল্লেখ করেন-

روى ان عبد الله بن عمر خدرت رجله فقيل له اذكر احب الناس اليك يزل عنك فصاح يا محمداه فانتشرت-

ভাবার্থ: 'বর্ণিত আছে নিশ্চয় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নিজের পা পীড়াগ্রস্থ হয়েছিল, অতঃপর কোন এক সাহাবী তার নিকট এসে বললেন, যিনি আপনার কাছে সব চাইতে বেশি প্রিয়, তাঁকে স্মরণ কর। এতে আপনার পায়ের ব্যথী দূর হয়ে যাবে। এ অমূল্য বাণী শ্রবণ করে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন يا محمداه (ইয়া মুহাম্মাদাহ) হে আল্লাহর রাসূল খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনি আমার পায়ের ব্যথীকে সুস্থ করে দিন) এতে তাঁর পা সুস্থ হয়ে গেল।

অনুরূপ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (আলাইহির রহমত) শরহে শিফা (৩/৩৫৫ পৃষ্ঠা) এবং আল্লামা আহমদ শিহাবউদ্দিন খুফ্ফাজী মিশরী (আলাইহির রহমত) তদীয় নাছিমুর রিয়াজ (৩/২৫৫ পৃষ্ঠায়) উপরোক্ত

হাদীসখানা সুত্রসহ বর্ণনা করে উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন. يا محمداه (ইয়া মুহাম্মাদাহ) (অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল আপনি খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমার পায়ের ব্যধীকে শিফা করে দিন) আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে তাঁর পা সুস্থ হয়ে গেল। (সুবহানাল্লাহ)

এভাবে ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তদীয় 'আল আদাবুল মুফরাদ' নামক কিতাবের ২৩৫ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন, তবে হাদীসখানায় يا محمداه (ইয়া মুহাম্মাদাহ) এর স্থলে يا محمد (ইয়া মুহাম্মাদ্) উল্লেখ রয়েছে।

অপরদিকে আবুল ফেদা হাফেজ ইবনে কাছির দামেশকী (আলাইহির রহমত) তদীয় 'আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া' নামক কিতাবের ৩য় খণ্ড ষষ্ঠ জুজ ৩২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

وقال: انا بن الوالد العود انا بن عامر وزيد ثم نادى بشعار المسلمين فكان شعارهم يومئذ يا محمداه-

অর্থাৎ ১১ হিজরিতে ইয়ামামার প্রান্তরে মিথ্যা নবুয়তীর দাবিদার কাফির মুসায়লামা কাজ্জাব ও তার সঙ্গী-সাথীদের বিরোদ্ধে সকল সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে জিহাদে অবতীর্ণ হন।

এ যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সাহাবায়ে কেরামদের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার কালে এ যুদ্ধের সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ হুংকার দিয়ে বললেন আমি খালিদের পুত্র ওয়ালিদ। আমরা জায়েদ আমরের বংশধর। (মুসলমান জাতি কাফেরের মোকাবেলায় যুদ্ধে পরাজয় করণ করতে পারে না) যুদ্ধ চলাকালে সকল সাহাবায়ে কেরাম মুসলমানদের শেয়ার বা প্রতিক চিহ্ন এর শ্লোগান দিতে লাগলেন, এই সময় মুসলমানদের প্রতিক চিহ্নের শ্লোগান ছিল يا محمداه (ইয়া মুহাম্মাদাহ) হে আল্লাহর রাসূল খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

এ যুদ্ধে সাতশত হাফিজ ক্বারীসহ বারোশত সাহাবায়ে কেরাম শাহাদত বরণ করেন। এবং মুসায়লামা কাজ্জাবের চল্লিশ হাজার সৈন্যদের মধ্যে মুসায়লামা কাজ্জাব সহ ২৮০০০ (আটাইশ হাজার) লোক নিহত হয় এবং বাকি লোকেরা কোন উপায়ন্তর না দেখে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

সাহাবায়ে কেরামগণ এ যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য আল্লাহর হাবীবের দরবারে সাহায্য প্রার্থী হয়ে يا محمداه (ইয়া মুহাম্মাদাহ) শ্লোগান দেওয়ার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জয়যুক্ত করে দিলেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় 'শারহুছ ছুদুর' নামক কিতাবের ২০৭-২০৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: হাদীস বিশারদ ইবনে জাওযী (আলাইহির রহমত) (كتاب عيون الحكاية) কিতাবু উয়ুনিল হেকায়াত' নামক কিতাবে সনদসহ আবু আলী দ্বারীর থেকে বর্ণনা করেন–

'শ্যাম দেশীয় তিনভাই খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করতে ছিলেন। তাঁরা সবাই অশ্বারোহী বীরযুদ্ধা। এ পর্যায়ে রোম সম্রাট তাদেরকে বন্দী করে বলল, তোমরা যদি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করো তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার রাজত্বের অংশীদার বানাবো এবং আমার কন্যাকে তোমাদের কাছে বিবাহ দেব। এতদশ্রবণে তাঁরা সম্রাটের এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং রোম সম্রাটের নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়ে বলে উঠল يا محمداه (ইয়া মুহাম্মাদাহ) হে আল্লাহর রাসূল খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমাদেরকে রোম সম্রাটের নির্যাতন থেকে রক্ষা করুন।

সুতরাং দোজাহানের কাণ্ডারী শাফিউল মুজনিবীন নূর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা কুল কায়েনাত বা সৃষ্টিজগতের মধ্যে অতুলনীয় মর্যদা দান করেছেন, সেই মহামানব নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মিলাদশরীফ পাঠ করার মাধ্যমে প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ ও সালামের নজরানা পেশ করে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা ও রেজামন্দি অর্জন করুন।

শেখ মুহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী।
২৬/০৭/২০১০ইং

হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী সাহেবের সাংগঠনিক ও কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

'হাকিকতে মিলাদ' এর লেখক হযরতুল আল্লামা ছাহেব কিবলা সিরাজনগরীর বাল্যকাল থেকেই সাংগঠনিক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১৯৬৪ইং সনে শায়েস্তাগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসার যখন আলেম ক্লাশের ছাত্র, তখন 'তালাবায়ে আরাবীয়া' নামে পূর্ব পাকিস্তানে একটি ছাত্রসংগঠন ছিল। এই সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মাদ্রাসাশিক্ষাকে যুগোপযোগী করা। এ সময় মাদ্রাসা ছাত্রদের একটা বিশেষ দাবি ছিল ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। এ দাবী আদায়ের নিমিত্তে হুজুর কেবলা উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ১৯৬৭ইং সনে শর্ষিণা আলীয়া মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে 'আহলে ছুন্নত অল জামাত' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব শর্ষিণা আলীয়া মাদ্রাসার কামিল ক্লাশের ছাত্র। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য হিসেবে সুন্নীয়তের খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন। দু'বৎসর পর শর্ষিণার সেই সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়।

অতঃপর ১৯৭৩ইং সনে শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আবিদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আলমাদানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে এবং নারায়ণগঞ্জ টানবাজার পার্ক নোয়াখালী বস্ত্রালয়ের মালিক মাস্টার মুছা কলিমুল্লাহ্ রাহিমাহুল্লাহ এর পূর্ণ সহযোগিতায় 'আহলে ছুন্নাত ওয়াল জমায়াত বাংলাদেশ' নামে একটি সংগঠন গঠন করা হয়। এটিই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সুন্নী সংগঠন।
আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব উক্ত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ইং সনে উক্ত সংস্থার সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে বৃহত্তর সিলেটসহ সারা বাংলাদেশে যিনি সুন্নিয়ত প্রচারে হুজুর কিবলা আল্লামা সিরাজনগরীকে দিক-নির্দর্শনা দিয়েছিলেন তিনি হলেন শায়খুল হাদীস বাহরুল উলুম আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহু তুড়খলী এবং হুজুর কেবলাকে যে ব্যক্তিত্ব

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

একাধারে সুন্নীয়ত প্রচারে সহযোগিতা করেছিলেন তিনি হলেন মৌলভীবাজার নিবাসী মাওলানা ওমর আলী সাহেব রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ। পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল আল্লামা এম এ জলিল রাহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশ' আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব কিবলা এ সংগঠনের প্রধান পৃষ্টপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আল্লামা এম এ জলিল সাহেবের ইন্তেকালের পরে উক্ত সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর নিমিত্তে ১৪ই অক্টোবর ২০০৯ইং সনে ঢাকাস্থ কাকরাইল 'ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট' এ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল আহ্বান করা হয়। উক্ত কাউন্সিলে আল্লামা সৈয়দ মসিহুদ্দৌলা সাহেবকে মহাসচিব ও মাওলানা মুহাম্মদ মাসউদ হোসাইন আলকাদেরীকে নির্বাহী মহাসচিব নির্বাচিত করা হয় এবং আল্লামা সিরাজনগরী হুজুর অত্র সংগঠনের নির্বাহী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। সুন্নি মতাদর্শে মুসলিমছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ১৯৭৭ইং সনে আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব 'বাংলাদেশ সুন্নী ছাত্র পরিষদ' গঠন করেন। আমাদের জানা মতে বাংলাদেশে ইহাই ছিল প্রথম সুন্নী ছাত্র সংগঠন। বিপুল সংখ্যক ছাত্রজনতা এর পতাকাতলে জমায়েত হয়েছিল।

একই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ১৯৮০ইং সনে ২১ জানুয়ারি জন্ম লাভ করে আরেকটি ছাত্র সংগঠন যার নাম 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা'। আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব ১৯৭৬ ইং সন থেকে সিরাজনগর মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে ছুন্নী উলামা ট্রেনিংক্লাশ এর মাধ্যমে ছুন্নী আক্বিদা ও নাহু-সরফ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পবিত্র রমজানুল মোবারকে চালু করেন। সেই প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে ১৯৮২ইং সনে ছাত্রসেনার প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবসহ ছাত্রসেনার কয়েকজন নেতৃবৃন্দ সিরাজনগরী সাহেবের নিকট আসেন এবং ছাত্রসেনাকে সুন্নীয়ত প্রচারে সাহায্যের অনুরোধ জানান। যেহেতু উভয় সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, সে কারণে ছাত্রসেনার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাদের সাথে বহু আলাপ-আলোচনার পর সিরাজনগরী সাহেব 'ছাত্র পরিষদের' সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা দিয়ে ছাত্র পরিষদের সকল নেতা কর্মীগণকে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শে কায়েম থাকার শর্তে, ছাত্রসেনায় যোগদান করার পরামর্শ দেন। হুজুর কেবলার এই পরামর্শের উপর ভিত্তি করে সুন্নী ছাত্র পরিষদের সকল কর্মীবৃন্দ ছাত্রসেনায় যোগ দিয়ে সুন্নীয়তের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন এবং হুজুর কেবলা ছাত্রসেনাকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে থাকেন।

১৯৮৩ইং সনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পূর্ণ আকিদায় বিশ্বাসী সকল উলামায়ে কেরাম ও সচেতন সুন্নী কর্মীগণকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন 'আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত উলামা সংসদ বাংলাদেশ'। সর্বসম্মতিক্রমে আল্লামা সিরাজনগরী হুজুর কেবলা সংগঠনের সভাপতি মনোনীত হন।

১৯৮৮ইং সনে আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাত সুন্নী মিশন ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ডের উদ্যোগে আলহাজ্ব মোহাম্মদ নজিরুদ্দিন সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ ফজলুল করিম সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ আজিমুদ্দিন সাহেব ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরের সুধীবর্গের দ্বারা পরিচালিত বার্মিংহাম সেন্ট্রাল মসজিদের আন্তর্জাতিক ঈদে মিলাদুন্নবী কনফারেন্সে আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

কনফারেন্স সমাপ্তির পর প্রায় তিনমাস যুক্তরাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে সুন্নিয়ত প্রচারের কাজে অতিবাহিত করেন। বহু ত্যাগ-তিতীক্ষা, পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সেখানে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত উলামা সংসদ ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ড' শাখা গঠন করেন। পরবর্তীতে একাধিকবার উক্ত সংগঠনের আমন্ত্রণে তিনি যুক্তরাজ্যে সাংগঠনিক সফর করে থাকেন।

সমাজে সুন্নি মতাদর্শেবিশ্বাসী শরিয়ত ও ত্বরিকতের আমলকারী তথা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক চর্চায় নিবেদিতপ্রাণ একদল মুখলিছ লোকের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় তা পূরণের নিমিত্তে তিনি ১৪১৪ হিজরি ১ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০ আগস্ট ১৯৯৩ইং সনে সিরাজনগর দরবারশরীফকে কেন্দ্র করে বয়াতে রাসূলগ্রহণকারী তরিকতপন্থী ও ভক্তবৃন্দ লোকের সমন্বয়ে 'আঞ্জুমানে ছালেকীন বাংলাদেশ' নামে একটি তরিকত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রসমাজের যারা বায়াতে রাসূল গ্রহণ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

করেছে তাদেরকে নিয়ে একই উদ্দেশ্যে 'তালাবায়ে ছালেকীন' নামে আঞ্জুমানে ছালেকীনের একটি অঙ্গ সংগঠনও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৯৯ইং সনের ২ অক্টোবর যুক্তরাজ্যে বয়াতে রাসূলগ্রহণকারী, তরিকতপন্থী ও সুন্নি আকিদায় বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দদেরকে নিয়ে 'আঞ্জুমানে ছালেকীন ইউকে' কমিটি গঠন করেন এবং পরে সুন্নী মতাদর্শে বিশ্বাসী নবীপ্রেমিক ব্যক্তিদেরকে এ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করে বিপুল পরিমাণে সুন্নিয়ত প্রচার করতে থাকেন। অতঃপর সেখানকার ছাত্র যুব সমাজকে ইসলামের সঠিক রূপরেখা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শভিত্তিক সমাজ কায়েম করার লক্ষ্যে হুজুর কেবলার সুযোগ্য বড় ছাহেবজাদা মাওলানা মুফতি শেখ শিব্বির আহমদকে প্রেট্রন করে 'ইয়ং সুন্নি মিশন ইউকে' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব কিবলার সেজু ছাহেবজাদা মাওলানা শেখ দেওয়ান আহমদকে পরিচালক ও তার বড় জামাতা মাওলানা মুফতি এম.এ. হক নেজামীকে তত্ত্বাবধায়ক করে ১৯৯৯ইং সনে গঠন করেন 'গাউছিয়া শিল্পীগোষ্ঠী। যার ফলশ্রুতিতে আজ প্রতিটি মু'মিনের অন্তরাত্মার খোরাক, মন মাতানো, সাড়াজাগানো সুরের লহরিতে ইসলামী সংগীতের ক্যাসেট বের করা হয়েছে। যার বিস্তৃতি আজ বিশ্বের ৭/৮টি দেশে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্যাসেট কোম্পানি সাউন্ডেক ও সংগীতার প্রযোজনায় এর প্রচার ও প্রসার হচ্ছে। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে বাতিলের কণ্ঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এক সরব বিপ্লব।

১৯৮৫ইং সনে বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষাদানের নিমিত্তে তিনি 'গাউছিয়া দারুল ক্বিরাত সিরাজনগর' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০২ইং সনের ৭ ডিসেম্বর মোতাবেক ১০ রামাদ্বানুল মোবারক 'গাউছিয়া করিমিয়া ক্বারী সোসাইটি' গঠন করা হয় এবং হুজুর কিবলার মেঝ ছাহেবজাদা মাওলানা শেখ জাবির আহমদকে সভাপতি ও মাওলানা আবু তাহের মিছবাহকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

বিগত ২৫/০৭/০২ইং তারিখে সর্বস্তরের মুসলমানদের নিকট আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ও আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচারের নিমিত্তে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মৌলভীবাজার জেলা আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয় এবং হুজুর কিবলার উপর সর্বসম্মতিক্রমে ঐ কমিটির প্রেট্রনের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি সাংগঠনিক প্রতিভার ফলে সুন্নি মতাদর্শভিত্তিক একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট' এর প্রেসিডিয়াম সদস্য নির্বাচিত হন।

তাঁর দক্ষ নেতৃত্বের কারণে বিগত ২৬ মে ২০০৮ইং তারিখ হতে সর্বসম্মতিক্রমে 'বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট' এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তাঁর দায়িত্বকালীন সময়ে সংগঠনটি গতিশীল নেতৃত্বের ফলে গত ২৫ জুলাই ২০০৮ইং তারিখে সংগঠনের বহু প্রতীক্ষিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত মুলতবি সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় সংগঠনের গঠনতন্ত্রকে যুগোপযোগী করার নিমিত্তে বিভিন্ন ধারা ও উপধারার সংশোধন ও সংযোজনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর ২৬ জুলাই তাঁরই সভাপতিত্বে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের নূতন চেয়ারম্যান আল্লামা এম এ মন্নান ও মহাসচিব মাওলানা এম এ মতিন সাহেবদ্বয়কে নির্বাচিত করা হয়। অদ্যাবধি তিনি উক্ত সংগঠনের সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালন করে যাচ্ছেন।

আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব ১৯৬৯ইং সনে মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতা হিসেবে কর্মজীবনের সূত্রপাত করেন। এ সময় তিনি মৌলভীবাজার দেওয়ানী জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্বও পালন করেন। ০১/০৩/৭৬ইং সনে তিনি নিজ বাড়ির সন্নিকটে প্রতিষ্ঠা করেন সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই তিনি এ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্বপালন করে আসছেন। তার নিরলস প্রচেষ্টায় এ মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে বিরাট এক কর্মসূচি নিয়ে গড়ে উঠেছে গাউছিয়া খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স সিরাজনগর, গাউছিয়া দেওয়ানীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা, গাউছুল আজম জামে মসজিদ এবং প্রতি রামাদ্বানশরীফে সারা মাসব্যাপী সুন্নি উলামা ট্রেনিংক্লাশ, নাহু সরফ প্রশিক্ষণ কোর্স, ইমাম ও মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ ট্রেনিংক্লাশ। কোরআনশরীফ আল্লাহর বাণী। পবিত্র কোরআনকে বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করার জন্য

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

নির্দেশ রয়েছে আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে। তাই কোরআন মজিদ বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা ফরয। এর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব কিবলা সিরাজনগর দরবারশরীফকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'গাউছিয়া দারুল ক্বিরাত সিরাজনগর'। এবং গাউছিয়া দারুল ক্বিরাত নামে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতি রামাদ্বানুল মোবারকে চালু করা হয় এর অগণিত শাখা। অত্র গাউছিয়া দারুল ক্বিরাত সিরাজনগর- এর মাধ্যমে তিনি সমাজে অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছেন। এছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি নিজ উদ্যোগে রাস্তা কালভার্ট, ব্রিজ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠায় আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেবের অবদান অবিস্মরণীয় গৌরবময়। বাতেল মতবাদীদের সাথে শুরু হয় তার বিতর্ক বাহাস ও মোনাজারা। প্রতিটি বাহাস-মোনাজারায় তিনি তাঁর দাবির স্বপক্ষে রায় ও জনমত লাভ করতে সক্ষম হন। বাতেল মতালম্বীদের নিকট তিনি হয়ে উঠেন অপ্রতিদ্বন্দ্বি। তারা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয় সত্যের কাছে মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এ পর্যায়ে কর্মধার বাহাস, সিন্দুরখাঁন বাজারের বাহাস, ভৈরববাজারের বাহাস, ইমামবাড়ির বাহাস, রাজনগরের বাহাস ও সাতাইহালের বাহাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব বহুবার পবিত্র হজ্ব-উমরা ও জিয়ারতে মদিনা মোনাওয়ারা সম্পন্ন করেছেন। তাছাড়া তিনি আজমিরশরীফ, সিরহিন্দশরীফ, দিল্লির নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরবারশরীফ, বেরেলীশরীফসহ বিভিন্ন মাজার জিয়ারত করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রচার-প্রসার ও বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে গিয়ে তিনি বীর মুজাহিদের ন্যায় কলম ধরেছেন। কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস তথা সলফে সালেহীনদের মতাদর্শ বিশ্লেষণ করে ইসলামের সঠিক পথ নির্ণয় করতে লিখেছেন বহু পুস্তক। যে সব পুস্তকের রদ বা পাল্টা জবাব দেওয়ার সাহস অদ্যাবধি বাতিলপন্থীদের কারো হয়নি। 'হাকিকতে মিলাদ' তাঁরই একটি অনবদ্য রচনা। আমি মহান আল্লাহর নিকট এ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

মাওলানা মোহাম্মদ আবু তাহের মিছবাহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিলাদ শরীফ

মিলাদ (مِيْلَادٌ) মাওলেদ (مَوْلِدٌ) ও মাওলুদ (مَوْلُوْدٌ) এ তিনটি শব্দের আভিধানিক অর্থ হল– জন্মদিন, জন্মকাল ও জন্মস্থান প্রভৃতি।

সুপ্রসিদ্ধ আল্‌মনজিদ নামক আরবি অভিধানের ৯১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে– اَلْمِيْلَادُ وَقْتَ الْوِلَادَةِ মিলাদ অর্থ জন্মসময়।

اَلْمَوْلِد–مَوْضَعُ الْوِلَادَةِ اَوْ وَقْتُهَا মাওলেদ অর্থ জন্মস্থান অথবা জন্মসময়। اَلْمَوْلُوْدُ– اَلْوَلَدُ الصَّغِيْرُ মাওলুদ অর্থ ছোট শিশু।

অনুরূপ মিসবাহুল লুগাতের ৯৬৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে– اَلْمِيْلَادُ–پیدائش اَلْمَوْلِدُ– پیدا ئش کی جگہ یا کا وقت মিলাদ অর্থ জন্মসময়। المولود–چھوٹا بچہ وقت মাওলেদ অর্থ জন্মস্থান অথবা জন্মসময়। মাওলুদ অর্থ ছোট শিশু।

এভাবে ফরহাঙ্গে রাব্বানীর ৬১১ ও ৬১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে– مِيْلَادٌ (মিলাদ) অর্থ জন্ম, জন্মদিন। مَوْلُوْد (মাওলুদ) অর্থ শিশু, নবজাতক।

ميلاد شريف (মিলাদ শরীফ) অর্থ হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন। তাছাড়া আল্ মিসবাহুল মুনীর, ফিরুজুল লুগাত, গিয়াসুল লুগাত, লুগাতে সুরাহ, প্রভৃতি আরবি অভিধানে 'মিলাদ' শব্দের উপরোক্ত অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোটকথা 'মিলাদ' শব্দটি জন্মকাল বা জন্মদিন ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং মিলাদুন্নবী, মাওলেদুন্নবী ও মাওলুদুন্নবী শব্দগুলির অর্থ হল– নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন বা জন্মকাল।

ইসলামের পরিভাষায় একমাত্র আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম সংক্রান্ত কাহিনী ও তদসম্বলিত ঘটনাবলী আলোচনা করা এবং এ অনুষ্ঠানকেই মিলাদুন্নবী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলা হয় 'মিলাদ শরীফ'।

মিলাদ শরীফের মূল ভিত্তি

মিলাদ শরীফের মূল ভিত্তি হলো পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ। কালামে পাকের মধ্যে এ প্রসঙ্গে বহু আয়াতে কারিমা রয়েছে, যেখানে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে আগমনের বার্তা অর্থাৎ মিলাদ শরীফের আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা ফরমান–

قَدْ جَا ئَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে (মহা সম্মানিত) নূর এসেছেন। এখানে 'নূর' দ্বারা নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। (তাফসিরে জালালাইন)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নবীজীর জন্মবৃত্তান্ত ও তদসম্বলিত ঘটনাবলী আলোচনা করাকেই মিলাদ শরীফের মাহফিল বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

এভাবে হাদিস শরীফেও রয়েছে নূরনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাঁর মিলাদ শরীফের আলোচনা করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামও মিলাদ শরীফ পাঠ করেছেন। যথাস্থানে তা সবিস্তার আলোচনা করা হবে।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যদিও পবিত্র মিলাদ মাহফিলের রৌনক বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য শরিয়তসম্মত সাজসজ্জা, মাইক ব্যবহার এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়ায নসিহত করা হয়ে থাকে, তবুও মিলাদ শরীফের মূল ভিত্তি যে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ তা সুস্পষ্ট।

মিলাদ শরীফের আলোচনা সুন্নাতে এলাহী

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালামে পাকে এরশাদ করেছেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ –(سورة توبة–ايات١٢٨)

অর্থাৎ 'নিশ্চয় (হে মুমিনগণ) তোমাদের মধ্যে হতে অথবা তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট জামায়াত হতে সম্মানিত রাসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও অনুগ্রহ পরায়ণ।'

উল্লেখিত আয়াতে কারিমায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের বর্ণনা করা হয়েছে কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে তাশরীফ আনয়নের আলোচনা করার নামই হলো মিলাদ শরীফ।

মোটকথা হল এই যে, উক্ত আয়াতে বর্ণিত لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ হে ঈমানদারগণ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট সম্মানিত রাসূল এসেছেন। এখানে আল্লাহর হাবিবের বেলাদত তথা জন্ম আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আয়াতে বর্ণিত مِنْ اَنْفُسِكُمْ 'তিনি তোমাদের মধ্য হতে অথবা তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট জামায়াত হতে এখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসবনামা (বংশ পরিচিতি) বর্ণনা করা হয়েছে।

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ 'তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও অনুগ্রহ পরায়ণ।'

এখানে আল্লাহর হাবিবের না'য়াত শরীফ বা প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রকারান্তরে প্রচলিত মিলাদ শরীফে এ তিনটি বিষয়ই আলোচনা করা হয়। সুতরাং মিলাদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাতে এলাহী।

মিলাদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাতে রাসূল

নবী করিম রাউফুর রাহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্মবৃত্তান্ত বা মিলাদ শরীফ নিজেই পাঠ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মিশকাত শরীফের ৫১৩ পৃষ্ঠায় একখানা হাদিস শরীফ হযরত এরবাদ বিন সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহর হাবিব এরশাদ করেন–

سَاُخْبِرُكُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِىْ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَبِشَارَةُ عِيْسٰى وَ رُؤْيَا اُمِّى الَّتِىْ رَاَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِىْ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ اَضَاءَلَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ (مشكوة ٥١٣)

'ইমাম আহমদ ও ইমাম বায়হাকী উল্লেখ করেছেন নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি অচিরেই তোমাদেরকে আমার প্রথম অবস্থার সংবাদ প্রদান করব। (আমি) হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামার দোয়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালামার সুসংবাদ এবং আমার আম্মার চাক্ষুস দর্শন তিনি যখন আমাকে প্রসবকালীন (জন্মের) সময়ে যা দেখেছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁর জন্য একটি জ্যোতি প্রকাশিত হয়েছিল যার দ্বারা শাম দেশের অট্টালিকাগুলো আলোকিত হয়েছিল।' (মিশকাত ৫১৩)

সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম কাসতালানী (রাঃ) 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবের ১ম জিল্দের ২৪ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একখানা হাদিস উল্লেখ করেছেন–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ كَرَامَتِىْ عَلٰى رَبِّىْ اَنِّىْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرَ اَحَدٌ سَوْاَتِىْ.

অর্থাৎ 'আল্লাহর হাবিব এরশাদ করেন, আল্লাহপাকের পক্ষ হতে আমার একটি বিশেষ মর্যাদা হল এই আমি খত্না অবস্থায় জন্ম নিয়েছি এবং আমার লজ্জাস্থান কেহই দেখেনি।'

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্ম বৃত্তান্ত ও তদসম্বলিত ঘটনাবলী অর্থাৎ মিলাদ শরীফের আলোচনা নিজেই করেছেন। সুতরাং মিলাদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাতে রাসূল প্রমাণিত হল।

মিলাদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাতে আম্বিয়া

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) তাঁর লিখিত 'মাদারিজুন নবুয়ত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, সমস্ত নবীগণ তাদের উম্মতগণের নিকট রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে তাশরীফ আনয়নের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর উম্মতদেরকে আল্লাহর হাবিবের দুনিয়াতে আগমন বার্তা এভাবে দিয়েছেন কালামে পাকের ভাষায়–

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ (سورة الصف ايات ٦)

অর্থাৎ 'মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হে আমার প্রিয় হাবিব আপনি স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা যখন মরিয়ম তনয় ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের নিকট রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছি, আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যতার সাক্ষী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিচ্ছি এবং এমন এক রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি আমার পরেই আগমন করবেন এবং তাঁর নাম হল আহমদ।' (সূরা সাফ- আয়াত ৬)

কালামে পাকের ভাষায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপরোক্ত বর্ণনাই হল মিলাদ শরীফ। পার্থক্য হলো এই, নবীগণ নিজ নিজ উম্মতের মাহফিলে বলেছেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তাশরীফ আনয়ন করবেন, এবং আমরা উম্মতে মোহাম্মদী আয়োজিত মিলাদ শরীফের মাহফিলে বলে থাকি আল্লাহর হাবিব তাশরীফ এনেছেন।

শুধুমাত্র অতীত ও ভবিষ্যতের পার্থক্য উভয় কথার একই মর্ম। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, মিলাদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাতে আম্বিয়া বা নবীগণের সুন্নাত।

মিলাদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাতে সাহাবা

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিজনিজ গৃহে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছেন এবং নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের মধ্যে কিভাবে লিপিবদ্ধ ছিল তাও বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকখানা হাদিস শরীফ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(ক) মিশকাত শরীফ ফাজাইলে সায়্যিদিল মুরসালিন ৫১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে–

عَنْ كَعْبٍ يَحْكِى عَنِ التَّوْرٰةِ قَالَ نَجِدُ مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
عَبْدِىَ الْمُخْتَارُ لَافَظٌّ وَلَاغَلِيْظٌ وَلَاسَخَّابٌ فِى الْاَسْوَاقِ وَلَايَجْزِى
بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَهِجْرَتُهُ بِطَيْبَةٍ وَمُلْكُهُ
بِالشَّامِ وَاُمَّتُهُ الْحَمَّادُوْنَ يَحْمَدُوْنَ اللهَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ–

(مشكوة–٥١٤)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ 'হযরত কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র গুণাবলী তাওরাত কিতাবে এভাবে পেয়েছি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আমার মনোনীত বান্দা বা উপাসক, তিনি সচ্চরিত্রের অধিকারী, সঠিক পথের দিশারী, এমনকি তাঁর সঙ্গে কেউ অন্যায় আচরণ করলে তিনি প্রতিদান না নিয়ে নিজগুণে মাফ করে দিবেন। তাঁর জন্মস্থান বা মিলাদ শরীফ মক্কা শরীফে, তাঁর হিজরত মদীনা তাইয়্যিবাতে, তাঁর আধিপত্য শামদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, তাঁর উম্মতগণ আল্লাহপাকের অসংখ্য প্রশংসা করবে, সুখে দুঃখে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসায় লিপ্ত থাকবে।'

(খ) হাফেজ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া (রাঃ) (ওফাত শরীফ ৬৩৩ হিজরি) এর লিখিত 'আততানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাজির' নামক কিতাবে দুখানা হাদিস নকল করেছেন–

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ
فِى بَيْتِهٖ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ
شَفَاعَتِىْ٠

অর্থাৎ 'একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নূরনবীর জন্ম বিবরণী তাঁর ঘরে বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় উপস্থিত হয়ে বললেন (সমবেত হয়ে যারা আমার জন্মকালীন কাহিনী আলোচনা করছ) তোমাদের জন্য (কিয়ামতে) আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।'

(গ) অনুরূপ এই কিতাবে আরো একখানা হাদিস বর্ণিত আছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) اَنَّهُ مَرَّ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرٍ اْلاَنْصَارِىْ وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللهُ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبْنَائِهٖ وَعَشِيْرَتِهٖ وَيَقُوْلُ هٰذَا الْيَوْمُ فَقَالَ
عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَنَّ اللهَ فَتَحَ لَكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالْمَلَائِكَةُ
يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكَ وَمَنْ فَعَلَ فَعْلَكَ نَجَا نَجَاتَكَ اِنْتَهٰى – (مجموعه
فتاوى • عزيزيه شريف)

অর্থাৎ একদা হযরত আবু দারদা (রাঃ) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আমির আনসারী (রাঃ) এর ঘরে তাশরীফ নিয়েছিলেন। এ সময় হযরত আমির আনসারী (রাঃ) তাঁর সন্তান সন্ততি ও আত্মীয়স্বজনকে একত্রিত করে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিতে ছিলেন এবং বলতে লাগলেন এই দিনটি! এই দিনটি! অর্থাৎ তিনি আল্লাহর হাবিবের জন্মদিনটি নিয়ে গর্ব করছিলেন।

অতঃপর নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– হে আমির আনসারী (রাঃ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমার জন্য রহমতের দরজাগুলি খুলে দিয়েছেন। সকল ফেরেশতারা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। যারা তোমার মতো (মিলাদ মাহফিল) করবে তারা নাজাত পাবে।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল, মিলাদ শরীফ পাঠ করলে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়। আল্লাহর হাবিবের শাফায়াত নসিব হয়, ফেরেশতাগণের দোয়া লাভের এক চমৎকার পথ এবং সাহাবাগণের সুন্নাত, যা হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হল।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত কিতাব 'আত্তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরীন নাজির' যার মুসান্নিফ বা গ্রন্থাগার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া (রাঃ) সম্পর্কে আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রাঃ) আলহাবী লিল ফতওয়া নামক কিতাবের ১ম জিলদের ১৯০ পৃষ্ঠায় বলেন–

وَقَالَ اِبْنُ خَلْكَانَ فِىْ تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ اَبِى الْخَطَّابِ بْنِ دَحْيَةَ•

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كَانَ مِنْ اَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَمَشَاهِيْرِ الْفُضَلَاءِ قَدِمَ مِنَ الْمَغْرِبِ
فَدَخَلَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَاجْتَازَ بِاَرْبَلَ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَسِتِّمِائَةٍ فَوَجَدَ
مَلِكَهَا الْمُعَظَّمَ مُظَفَّرَالدِّيْنِ بْنِ زَيْنِ الدِّيْنِ يَعْتَنِىْ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِىِّ
فَعَمِلَ لَهٗ كِتَابَ التَّنْوِيْرِ فِىْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ وَقَرَاءَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهٖ
فَاَجَازَهٗ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْنَاهُ عَلَى السُّلْطَانِ فِىْ سِتَّةِ
مَجَالِسَ فِىْ سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ • انتهى

অর্থাৎ 'হাফিজ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া (রাঃ) এর প্রশংসায় ইবনে খালকান বলেন, ইবনে দাহইয়া (রাঃ) ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত উলামা ও সুপ্রসিদ্ধ ফোজালাগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি মরক্কো হতে আগমন করে পর্যটনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইরাকে প্রবেশ করেন এবং ৬০৪ হিজরি সালে (কুর্দিস্থানের) আরবল শহরে আগমন করেন। তিনি সেখানেই সম্মানিত শাসক ও বাদশাহ মুজাফফর উদ্দিন ইবনে জইনুদ্দিনকে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান পালন করতে দেখতে পান। তিনি বাদশাকে উপহার দেয়ার উদ্দেশ্যে 'আততানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাজির' নামক একখানা গ্রন্থ মিলাদ শরীফের উপর রচনা করে উপহার প্রদান করেন। তিনি গ্রন্থখানা নিজে পাঠ করে বাদশাকে শোনান। বাদশা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন। ইবনে খালকান বলেন, আমি ৬২৫ হিজরিতে এই গ্রন্থখানা ছয়টি মিলাদ মাহফিলে বাদশাহের উপস্থিতিতে পাঠ করতে নিজে শুনেছি।'

ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতি (রাঃ) এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হল ইবনে দাহইয়া (রাঃ) এর লিখিত 'আততানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাজির' কিতাবখানা গ্রহণযোগ্য এবং মিলাদ শরীফ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য দলিল।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মিলাদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাতে সালেহীন বা আল্লাহর নেক বান্দাদের তরিকা

'আদদুররূল মুনাজ্জাম' ও 'আনোয়ারে ছাতেয়া' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, (হিজরি ত্রয়োদশ শতকের মুজাদ্দিদ) আল্লামা শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) আলী মুহাম্মদ খান সাহেবের প্রেরিত এক পত্রে লিখেছেন– এখন মিলাদ শরীফের মজলিসের বিবরণ বাকী রইল, তার অবস্থা এই যে, রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে যখন আমাদের খান্দানের পুরাতন নিয়মানুসারে লোকেরা সমবেত হন এবং দরূদ শরীফ পাঠে লিপ্ত হন এবং ফকির (আমি নিজেই) তথায় উপস্থিত হই। তখন নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদিস ও ফজিলত বয়ান করা হয় তারপর মোবারক পয়দায়েশের বিবরণ, দুগ্ধপানের কতিপয় অবস্থা, দেহ মোবারকের আকার-প্রকার, উক্ত পয়দাশের সময়ে প্রকাশিত কতিপয় হাদিস উল্লেখ করা হয়। অতঃপর খাদ্য কিংবা মিষ্টান্নের সওয়াব রেছানী করে (ফাতেহা দিয়ে) সভায় উপস্থিত লোকদিগকে বন্টন করা হয়। (হাকিকতে দ্বীন)

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ অলী উল্লাহ (রাঃ) এর রচিত 'আদদুররুস সামিন ফি মুবাশশিরাতি নাবিয়্যিল আমীন' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

اَخْبَرَنِىْ سَيِّدِىْ وَالِدِىْ قَالَ كُنْتُ اَصْنَعُ فِىْ اَيَّامِ الْمَوْلُوْدِ طَعَامًا
صِلَةً لِّلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُفْتَحْ فِى سَنَةٍ مِّنَ السِّنِيْنَ
شَئٌ اَصْنَعُ بِهٖ طَعَامًا فَلَمْ اَجِدْ اَرَ اَحِمِيْصًا مَشْوِيًّا فَقَسَّمْتُهُ بَيْنَ
النَّاسِ فَرَاَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ هٰذِهِ الْحِمِّصِ
مُتَبَهِجًا بِشَاشًا (در ثمين فى مبشرات النبى الامين)

অর্থাৎ '(শাহ অলী উল্লাহ (রাঃ) বলেন) আমার সম্মানিত পিতা (শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী) বর্ণনা করেছেন, আমি প্রতি বছর রবিউল আউয়াল তারিখের ১২ তারিখে মিলাদ শরীফের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য রান্না করে

www.AmarIslam.com

লোকজনের মধ্যে বিতরণ করতাম। কোন একবৎসর অভাব অনটনের দরুণ শুধুমাত্র পাকানো ছানার উপরে ফাতেহা দিয়ে মিলাদ শরীফে লোকজনের মধ্যে বন্টন করে দিলাম। রাত্রে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত আমার নসিব হল। আমি দেখতে পেলাম আমার পাকানো ছানা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রয়েছে এবং এতে আল্লাহর হাবিব অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।'

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, পাক–ভারত-বাংলা উপমহাদেশে যে সকল আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ ইলমে হাদিসের খেদমত করে ইসলামকে প্রসার করলেন। সত্যিকার ইলমে দ্বীন যাদের দ্বারা অক্ষুণ্ন অবস্থায় কায়েম রইল তারা হলেন হযরত শেখ আব্দুল হক, শাহ আব্দুর রহিম, শাহ অলি উল্লাহ, শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহ। তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারে প্রতি বছর মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হত।

সুতরাং মিলাদুন্নবী পালন করা আউলিয়ায়ে কেরামের তরিকা স্পষ্ট প্রমাণিত।

পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জমায় মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান

আউলিয়াকুল শিরমণি শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) এর রচিত 'ফুইউজুল হারামাইন' কিতাবের ৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

وَكُنْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ بِمَكَّةَ الْمُعَظَّمَةِ فِى مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِى يَوْمِ وِلَادَتِهٖ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَذْكُرُوْنَ اِرْهَاصَاتِهِ الَّتِىْ ظَهَرَتْ فِى وِلَادَتِهٖ وَمَشَاهِدِهٖ قَبْلَ
بِعْثَتِهٖ فَرَأَيْتُ اَنْوَارًا سَطَعَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَا اَقُوْلُ اِنِّىْ اَدْرَكْتُهَا
بِبَصَرِ الْجَسَدِ وَلَا اَقُوْلُ اَدْرَكْتُهَا بِبَصَرِ الرُّوْحِ فَقَطْ وَاللهُ اَعْلَمُ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

كَيفَ كَانَ الأَمْرُ بَيْنَ هٰذَا وَ ذٰلِكَ فَتَأَمَّلْتُ تِلْكَ الأَنْوَارَ فَوَجَدْتُهَا مِنْ قِبَلِ المَلاَئِكَةِ المُوَكَّلِيْنَ بِأَمْثَالِ هٰذِهِ المَشَاهِدِ وَبِأَمْثَالِ هٰذِهِ المَجَالِسِ وَرَأَيْتُ يُخَالِطُهُ أَنْوَارُ المَلاَئِكَةِ أَنْوَارَ الرَّحْمَةِ.

(فيض الحرمين ٨٠)

অর্থাৎ আমি ইতোপূর্বে হযরতের পয়দাশের দিবসে মক্কা শরীফে উপস্থিত ছিলাম এবং লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করছিলেন, তাঁর পয়দায়েশের সময় যে অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল ও তাঁর নবুয়ত লাভের আগে যে সমস্ত ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল, সেসব উল্লেখ করছিলেন, এমতাবস্থায় আমি কতগুলো নূর হঠাৎ প্রকাশিত হতে দেখলাম, আমি বলতে পারিনি যে, এ নূরগুলো চর্মচক্ষে দেখেছিলাম এবং ইহাও বলতে পারি না যে, এগুলো কেবলমাত্র অন্তরচক্ষুতে দেখেছিলাম।

এ দুটোর মধ্যে প্রকৃত ব্যাপার কী ছিল, তা আল্লাহপাকই সমধিক অবগত আছেন। তারপর আমি এই নূরগুলি সম্পর্কে চিন্তা করে বুঝলাম যে, ফেরেশতাগণ এ প্রকারের ঘটনাবলী ও মজলিশসমূহের জন্য নিয়োজিত হয়েছেন, এগুলো তাঁদের নূর, আরো দেখতে পেলাম যে, ফেরেশতাগণের নূরগুলোর সাথে আল্লাহর রহমতের নূরগুলো মিলিত হচ্ছে।

উপরোক্ত ঘটনার আলোকে আমাদের সামনে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হল–

(ক) মক্কা শরীফে প্রতি বছর মুসলমানগণ মিলাদুন্নবী মাহফিল আয়োজন করে থাকেন।

(খ) শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) মক্কা শরীফে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে যোগদান করেছিলেন।

(গ) শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) মিলাদুন্নবী মাহফিলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। এ কারণেই তিনি মক্কা শরীফে আয়োজিত মিলাদুন্নবীর মাহফিলকে ত্যাগ করেননি।

(ঘ) মিলাদুন্নবীর মাহফিলেল আল্লাহ তা'য়ালার ফেরেশতাগণ এবং আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের নূর নাজিল হয়ে থাকে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিলাদ শরীফের ফজিলত ও উপকারিতা

মিলাদ শরীফ পাঠ করার ফজিলত

আল্লামা শিহাব উদ্দিন আহমদ ইবনে হজর মক্কী হায়তামী শাফেয়ী (রাঃ) 'আন নি'য়মাতুল কুবরা আলাল আলামে' নামক কিতাবে মিলাদ শরীফ পাঠ করার ফজিলত ও উপকারিতা সম্পর্কে কয়েকখানা হাদিস শরীফ ও ইমামদের কউল বর্ণনা করেছেন–

قَالَ اَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِىْ فِى الْجَنَّةِ.

'হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেন– যে ব্যক্তি নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফে এক দিরহাম খরচ করবে সে বেহেশতে আমার সঙ্গে দোস্ত হিসেবে থাকবে।'

قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدُ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَا الْاِسْلَامْ.

'হযরত ওমর (রাঃ) বলেন– যে ব্যক্তি নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের সম্মান করলো, নিশ্চয়ই সে ইসলামকে জিন্দা করল।'

قَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَ حُنَيْنٍ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'হযরত উসমান গণি (রাঃ) বলেন যে ব্যক্তি নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফ পাঠে এক দিরহাম খরচ করল, সে যেন বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে শরিক হল।'

قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ لَايَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا بِالْاِيْمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

'শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) বলেন- যে ব্যক্তি নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের সম্মান করল, তার মৃত্যু ঈমানের সাথে হবে। অর্থাৎ সে ঈমানদার হিসেবে মারা যাবে এবং বেহিসেবে বেহেশতে যাবে।'

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেন– যে ব্যক্তি নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের জন্য বন্ধুবান্ধবকে একত্রিত করবে এবং তাদের জন্য খাদ্য পানীয় তৈরি করে রাখবে ও ভাল ভাল কাজ করবে। আল্লাহতা'য়ালা কিয়ামতের দিনে নবীগণ, শহীদগণ ও সালেহগণের সঙ্গে তাঁর হাশর করবেন এবং সে জান্নাতে নাঈমে থাকবে।

আল্লামা সিররে সকতি (রাঃ) বলেন– যে ব্যক্তি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফ পাঠ করার নিমিত্তে কোন এক জায়গা ঠিক করে নেবে। নিশ্চয় তাকে বেহেশতের বাগান দান করা হবে। কেননা মিলাদ শরীফের জায়গা শুধুমাত্র রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতেই নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে এবং নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন– যে আমাকে মহব্বত করবে সে আমার সঙ্গে বেহেশতে থাকবে।

আল্লামা শেখ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ উলাইশ মালিকী (রাঃ) এর লিখিত মৌলুদে বরজঞ্জীর শরাহ 'আলকউলুল মুঞ্জী' নামক কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে– সরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মিলাদ শরীফের সম্মান করবে কিয়ামতের দিনে আমি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তার শাফায়াতকারী হব এবং কোন ব্যক্তি আমার মিলাদ শরীফে এক দিরহাম খরচ করলে আল্লাহর রাস্তায় পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ খরচ করার সমান সওয়াব পাবে।

উস্তাযুল উলামা আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) 'মাসাবাতা মিনাসসুন্নাহ' ৭৯ পৃষ্ঠায়, আল্লামা আব্দুল বাকি (রাঃ) জারকানী শরীফের ১ম জিলদের ১৩৯ পৃষ্ঠায়, বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম কাছতালানী (রাঃ) 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবের ১ম জিলদের ২৭ পৃষ্ঠায়, আল্লামা আলী বিন বুরহান উদ্দিন হলবী (রাঃ) তদীয় সিররে হলবিয়া নামক কিতাবের ১ম জিলদের ৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

لَازَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَحْتَفِلُوْنَ بِشَهْرِ مَوْلُوْدِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَعْمَلُوْنَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِىْ لَيَالِيْهِ بِاَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرَ وَيَزِيْدُوْنَ فِى الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرَاءَةِ بِمَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهٖ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ ۰

وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِّهٖ اَنَّهٗ اَمَانٌ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللهُ اَمْرًا اِتَّخَذَ لَيَالِىْ شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكُ اَعْيَادًا لِيَكُوْنَ اَشَدَّ عِلَّةً عَلٰى مَنْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَعِنَادٌ–

অর্থাৎ 'মুসলমানগণ সর্বদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মমাসে মাহফিল করে থাকেন। সে উপলক্ষ্যে আনন্দ ভোজাদি প্রস্তুত করে থাকেন এবং ঐ রাতসমূহে বিভিন্ন প্রকারের দান খয়রাত ও আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন, অধিক পরিমাণে নেক কাজ করে থাকেন এবং মিলাদ শরীফ পাঠ করার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যার বরকতে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মিলাদ শরীফ পাঠের পরীক্ষিত বিশেষত্ব এই যে, এর বদৌলতে এক বছর পর্যন্ত নিরাপদ ও শান্তিতে থাকবে। নেক মকসুদ ও প্রয়োজনাদি শীঘ্রই পূরণ হবে। আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির উপর অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করবেন, যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মমাসের রাত্রিকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করেছে, যাতে এ ঈদ শক্ত মসিবত হয়ে দাঁড়ায় ঐ ব্যক্তির জন্য যার কলবে ব্যাধি রয়েছে।'

আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (রাঃ) তদীয় রচিত 'মাওরিদুররাবী' নামক কিতাবে লিখেছেন–

لَازَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَحْتَفِلُوْنَ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ جَدِيْدَةٍ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهٖ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ ۰

(انوار ساطعه)

অর্থাৎ 'মুসলমানগণ প্রতি নব বৎসরে মাহফিল করে থাকেন, এবং মিলাদ শরীফ পাঠ করার ব্যাপারে অতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মিলাদ শরীফ পাঠের বরকতে তাদের উপর অনেক প্রকারের কল্যাণ সাধিত হয়।

তিনি (মুল্লা আলী ক্বারী) এ কিতাবে এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে বলেন নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়দাশের কারণে মাসসমূহের মধ্যে রবিউল আউয়াল মাসের ফজিলত ও মরতবা খুবই বেশি। সরকারে কায়েনাত হন রবি অর্থাৎ বসন্তকালসদৃশ। তিনি বসন্তকালীন মাসসমূহের প্রথম বসন্ত মাসে মাওসুমে রবি অর্থাৎ বসন্তকালে ভুমিষ্ট হয়েছেন। তিনি সমুজ্জ্বল জ্যোতি অপেক্ষা সমধিক আলোর চেয়ে ও সর্বাধিক জ্যোতির্ময়।'

সহীহ মুসলিম শরীফের ১ম জিলদের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হযরত আবু কাতাদা আনসারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ اَوْ اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهِ–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবারে রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বললেন, সোমবারে তো আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং সোমবারই আমার প্রতি সর্বপ্রথম ওহী নাজিল করা হয়েছে।'

এই হাদিস শরীফের আলোকে বুঝা গেল রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই সোমবারের বরকতে বৎসরের ৫২টি সোমবার ফজিলত ও বরকতময় হয়ে গিয়েছে, এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে রোজা পালন করার অনুমতি ও উৎসাহ প্রদান করলেন।

উপরন্তু তাফসিরে রুহুল বয়ান নামক কিতাবের নবম জিলদের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হিজরি নবম শতকের মুজাদ্দিদ আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রাঃ) বলেন–

يُسْتَحَبُّ لَنَا اِظْهَارُ الشُّكْرِ لِمَوْلِدِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের আলোচনা করে শোকর আদায় করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব।

শবে মিলাদ শবে কদর হতে উত্তম

উস্তাযুল মুহাদ্দিসিন আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) তদীয় 'মাসাবাতা মিনাসসুন্নাহ' নামক কিতাবের ৭৭/৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেন–

اِذَا قُلْنَا اَنَّهٗ وُلِدَ لَيْلًا فَتِلْكَ اللَّيْلَةُ اَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِلَاشُبْهَةٍ لِاَنَّ لَيْلَةَ الْمَوْلُوْدَةِ لَيْلَةُ ظُهُوْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ مُعْطَاةٌ لَهٗ .

অর্থাৎ মিলাদ শরীফের রাত্রি শবে কদর হতে যে উত্তম তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। কেননা মিলাদ শরীফের রাত আল্লাহর হাবিবের

দুনিয়াতে আবির্ভূত হওয়ার রাত্রি এবং শবে কদর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'য়ালা দান করেছেন।

www.AmarIslam.com

ইমাম কাস্তালানী 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবের ১ম জিলদের ২৬/২৭ পৃষ্ঠায় শবে কদর হতে শবে মিলাদ যে উত্তম এর তিনটি দলিল পেশ করেছেন–

اَحَدُهَا اَنَّ لَيْلَةَ الْمَوْلُوْدِ لَيْلَةُ ظُهُوْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ مُعْطَاةٌ لَهٗ وَمَا شُرِّفَ بِظُهُوْرِ ذَاتِ الْمُشَرَّفِ مِنْ اَجْلِهٖ اَشْرَفُ مِمَّا شُرِّفَ بِسَبَبِ مَا اُعْطِيَهٗ وَلَا نِزَاعَ فِىْ ذٰلِكَ فَكَانَتْ لَيْلَةُ الْمَوْلُوْدِ بِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ اَفْضَلُ .

اَلثَّانِىْ اَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ شُرِّفَتْ بِنُزُوْلِ الْمَلَائِكَةِ فِيْهَا وَلَيْلَةُ الْمَوْلُوْدِ شُرِّفَتْ بِظُهُوْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا وَمَنْ شُرِّفَتْ بِهٖ لَيْلَةُ الْمَوْلُوْدِ اَفْضَلُ مِمَّنْ شُرِّفَتْ بِهِمْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عَلَى الْاَصَحِّ الْمُرْتَضٰى فَتَكُوْنُ لَيْلَةُ الْمَوْلُوْدِ اَفْضَلُ .

اَلثَّالِثُ اَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَقَعَ التَّفَضُّلُ فِيْهَا عَلٰى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْلَةُ الْمَوْلُوْدِ الشَّرِيْفِ وَقَعَ التَّفَضُّلُ فِيْهَا عَلٰى سَائِرِ الْمَوْجُوْدَاتِ فَهُوَ الَّذِىْ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ فَعَمَّتْ بِهِ النِّعْمَةُ عَلٰى جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ .

অর্থাৎ **১ম দলিল**- মিলাদুন্নবীর রাতে আল্লাহর হাবিব এই পৃথিবীতে শুভাগমন করেছেন এবং কদরের রাত তাঁকে দান করা হয়েছে। আর ঐ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই, যে রাত তাঁকে দান করার কারণে সম্মানিত হয়েছে, সে রাত হতে ঐ রাত উত্তম যে রাতে স্বয়ং তিনি আগমন করার

www.AmarIslam.com
Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কারণে সম্মানিত হয়েছে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে শবে মিলাদ শবে কদর হতে উত্তম।

২য় দলিল- নিশ্চয় কদরের রাত সম্মানিত হয়েছে, ফেরেশতাগণ এই রাতে জমিনে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে এবং মিলাদুন্নবীর রাত সম্মানিত হয়েছে, এ রাতে স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করার কারণে। যে রাত আল্লাহর হাবিবের আগমনের কারণে সম্মানিত হয়েছে, তা উত্তম ঐ রাত হতে, যে রাতে সম্মানিত হয়েছে ফেরেশতাগণ জমিনে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে। এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত যে মিলাদুন্নবীর রাত উত্তম।

৩য় দলিল- নিশ্চয় শবে কদরের ফজিলত শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য খাস পক্ষান্তরে শবে মিলাদের ফজিলত সমস্ত মাখলুকাতের জন্য আম বা ব্যাপক। কেননা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'য়ালা রাহমাতুল্লিল আলামিন করে প্রেরণ করছেন।

সবিস্তার আলোচনা

(ক) সরকারে কায়েনাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাতে হযরত আব্দুল্লাহ এবং হযরত আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উসিলায় দুনিয়াতে তাশরিফ আনয়ন করেছিলেন সে রাতের নামই হলো 'শবে মিলাদ' বা মিলাদ শরীফের রাত এবং শবে মিলাদ আল্লাহর হাবিবের দুনিয়াতে তাশরিফ আনয়ন করার বদৌলতে সম্মানিত হয়েছে। পক্ষান্তারে 'শবে কদর' বা মহামূল্যবান রাত আল্লাহ পাক সরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, 'দানকৃত বস্তু' যাকে দান করা হয়েছে, সে ব্যক্তি হতে উত্তম হতে পারে না বরং যাকে দান করা হয়েছে সে ব্যক্তিই 'দানকৃত বস্তু' হতে উত্তম হয়ে থাকেন। যেহেতু 'শবে কদর' আল্লাহর হাবিবকে দান করা হয়েছে, সেহেতু শবে কদর হল 'দানকৃত' এবং দানকৃত বস্তু (শবে কদর) হতে যাকে দান করা হয়েছে। (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনি যে উত্তম তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

www.AmarIslam.com

উত্তম জিনিসের প্রকাশ যেখানে হয় সে জায়গাই প্রকাশিত জিনিসের মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান লাভ করে থাকে। যেমন পরশমণি। পরশমণি যেখানে স্পর্শ করে সেখানেই তো স্বর্ণরূপে পরিগণিত হয়ে যায়। সুতরাং 'শবে মিলাদ'(যে রাত্রিতে স্বয়ং নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছেন) শবে কদর (যে রাত্রিতে হুজুরকে দান করা হয়েছে) হতে উত্তম বলে প্রমাণিত হল।

(খ) অসংখ্য ফেরেশতা জমিনে অবতীর্ণ হওয়ার দরুণ 'শবে কদর' সম্মান লাভ করেছে। পক্ষান্তরে সরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আবির্ভূত হওয়ার তোফায়েলে 'মিলাদ শরীফের' রাত সম্মানিত হয়েছে।

দেখুন, জমিনে নূরনবীর আবির্ভাব ও ফেরেশতাগণের অবতরণ উভয়ের মধ্যে কত ব্যবধান!

আল্লাহর হাবিব স্বশরীরে জীবিতাবস্থায় মদীনা তৈয়্যবাতে রওজা পাকে শায়িত আছেন, স্বশরীরে বিশ্বের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে থাকেন, তাঁর শরীর মোবারকের সঙ্গে যে মাটি লাগান আছে সে মাটির মর্তবা (সম্মান) আল্লাহ পাকের আরশ হতেও অনেক গুণে বেশি। সুতরাং নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাতে আবির্ভূত হয়েছেন সে রাতের ফজিলত যে বেশি হবে, এতে কি সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে? কখনই না।

(গ) আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'কদরের রাত' দান করেছেন, শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর উপর এহসান করার মানসে, সকল সৃষ্ট জীবের উপর নয়। পক্ষান্তরে মিলাদ শরীফের রাত্রিতে শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর উপরই নয় বরং সমস্ত সৃষ্ট জীবের উপর এহসান করেছেন, কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফত বা গুণ 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' অর্থাৎ আল্লাহর হাবিব সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত, এ কারণেই আল্লাহর নিয়ামত আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টির উপর আম (একরূপ) হয়ে গিয়েছে। সুতরাং মিলাদ শরীফেল রাতে আল্লাহ পাক আম রহমত করেছেন, সেহেতু শবে মিলাদ শবে কদর হতে উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মিলাদুন্নবীর খুশিতে প্রখ্যাত কাফের আবু লাহাবও উপকৃত

সহিহ বুখারী শরীফের ২য় জিলদের ৭৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে–

قَالَ عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِاَبِىْ لَهَبٍ كَانَ اَبُولَهَبٍ اَعْتَقَهَا فَاَرْضَعَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ اَبُولَهَبٍ اُرِيَهُ بَعْضُ اَهْلِهِ بِشَرِّ حِيْبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيْتَ قَالَ اَبُولَهَبٍ لَمْ اَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ اَنِّىْ سُقِيْتُ فِىْ هٰذِهِ بِعَتَاقَتِىْ ثُوَيْبَةَ ·

অর্থাৎ হযরত উরওয়া (রাঃ) বলেন, ছোয়াইয়াবা আবু লাহাবের বাদী ছিলেন। আবু লাহাব (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের খুশিতে) তার বাদীকে আজাদ করে দিয়েছিল। তিনি আল্লাহর হাবিবকে দুধ পান করিয়েছিলেন। আবু লাহাবের মৃত্যুর (এক বৎসর) পর, তার কোন আহল (হযরত আব্বাস (রাঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন, তার অবস্থা খুবই শোচনীয়।

তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যুর পর তোমার অবস্থা কেমন? আবু লাহাব উত্তরে বলল, আপনাদের নিকট থেকে আসার পর আমি কোন শান্তি পাই নাই, শুধুমাত্র আমি যে (আল্লাহর হাবিবের জন্মসংবাদ বা মিলাদ শরীফের খুশিতে) ছোয়াইবাকে (তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ঈশারা করত) আজাদ করে দিয়েছিলাম, সে কারণে (প্রতি সোমবারে অঙ্গুলিদ্বয়ের অভ্যন্তরে কিছু পানি জমে থাকে) আমি পানি চুষে প্রতি সোমবারে আজাব নিরসন করে থাকি।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী (রাঃ) এর লিখিত 'ফতহুল বারী শরহে বুখারী' ৭ম জিলদের ১২৫ পৃষ্ঠা অনুকরণে উপরোক্ত হাদিস শরীফের সারাংশ লেখা হয়েছে।

উক্ত হাদিস শরীফের আলোকে ইমাম ইবনুজ জাজরী (রাঃ) বলেন–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَالَ اِبْنُ الْجَزَرِىُّ فَاِذَا كَانَ هٰذَا اَبُولَهَبِ الْكَافِرُ الَّذِىْ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ بِذَمِّهِ جُوْزِىَ فِى النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ اُمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِىْ يُسَرُّ بِمَوْلِدِهِ وَيَبْذُلُ مَاتَصِلُ اِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِىْ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْرِىْ اِنَّمَا يَكُوْنُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللهِ الْكَرِيْمِ اَنْ يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيْمِ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ · (مواهب اللدنيه ج ١ · ص٢٧

زرقانى ج١ · ص١٣٩)

'ইমাম ইবনে জাজরী (রাঃ) বলেন– যে কাফের আবু লাহাবের দুর্নামে কোরআন নাজিল হয়েছে এবং যার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত, সে আবু লাহাবও যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদুন্নবীর উপর খুশি হওয়াতে সুফল পেল, তাহলে তাঁর উম্মতের মধ্যে যে একত্ববাদী মুসলমান এবং তাঁর মিলাদুন্নবীতে আনন্দিত হয় তাঁর মহব্বতে যথাসাধ্য দান করে, তার অবস্থা কী হবে? আমি কসম করে বলছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে তার বিনিময় এ হবে, তিনি সর্বব্যাপী অনুগ্রহ দ্বারা তাকে জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ করাবেন।' (মাওয়াহিবে লাদুনিয়া ১ম জিল্‌দ ২৭ পৃঃ জারকানী ১ম জিল্‌দ ১৩৭ পৃঃ)

উপরোক্ত বর্ণিত হাদিস প্রসঙ্গে আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) তদীয় 'মাদারিজুন নবুয়ত' নামক কিতাবে বলেন–

چنانچه در حدیث آمده است ودرینجا سنداست مراهل موالید

راکه درشب میلاد آنحضرت صلی الله علیه وسلم سرور کنند

وبذل اموال نمایند یعنی ابولهب که کافر بود وقرآن بمذمت

وی نازل شده چون بسرور بمیلاد آنحضرت و بذل شیر جاریه

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

وی بجهة أنحضرت جزا داده شد تاحال مسلمان که مملوست
بمحبت وسرور وبذل مال در طریق وی چه باشد ولیکن باید که
از بدعتها که عوام احداث کرده انداز تغنی والات محرمه و
منکرات خالی باشد۔ (مدارج النبوت ج ۲ ۰ ص ۲٦)

অর্থাৎ উস্তাযুল মুহাদ্দিসিন আল্লামা শেখ আব্দুল হক মেহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) বলেন– উক্ত ঘটনা মিলাদ শরীফ পাঠকারীদের জন্য একটি বৃহত্তম দলিল, যারা মিলাদুন্নবীর রাতে আনন্দ উৎসব ও দান খয়ারাত করে থাকেন। অর্থাৎ আবু লাহাব কাফের এবং তার দুর্নামে কোরআন নাজিল হওয়া সত্বেও নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের (মিলাদ শরীফের সংবাদে আনন্দিত হয়ে নূরবীকে দুধপান করানোর নিমিত্তে বাদী আজাদ করে দেয়, সে কারণে তাকে পুরস্কার দেয়া হল প্রতি সোমবারে আজাব নিরসন করা হল এখন যার ঈমানদার নবীপ্রেমিক (মিলাদুন্নবীর রাতে) আনন্দ উৎসব ও দান খয়রাত করেন তাঁদের পুরস্কার কীরূপ হবে? অবশ্য সে মিলাদকে শরীফে গান ও হারাম বাদ্যযন্ত্র হতে পবিত্র রাখতে হবে। (মাদারিজুন নবুয়ত ২য় খণ্ড ২৬ পৃঃ)

উল্লেখ্য যে, স্বপ্ন শরিয়তের দৃষ্টিতে দলিলরূপে গণ্য হতে পারে না, এমনকি কাফেরদের কোন আমলই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না, ইহা অতীব সত্য। কিন্তু এখানে একমাত্র রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার দরুণ দলিলরূপে গণ্য হল। তা শুধুমাত্র নবীর জন্য খাস।

যেমন ফতহুল বারী শরহে বুখারী ৯ম জিল্দের ১৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে–

فَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْن مَايتعلق بِالنَّبِىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَخْصُوْصًا
مِنْ ذَالِكَ بِدَلِيْلِ قِصَّةِ اِبِى طَالِبٍ كَمَا تَقَدَّمَ اَنَّهُ خُفِفَ عَنْهُ۔

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ভাবার্থ– আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী (রাঃ) ফতহুল বারী শরহে বুখারী শরীফের মধ্যে এ মাসআলা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে বলেন যদিও কোন স্বপ্ন শরিয়তের দলিলরূপে গণ্য হয় না, কিন্তু এখানে হযরত আব্বাস (রাঃ) এর স্বপ্ন আবু লাহাবের আজাব লাঘব হওয়ার ব্যাপারে কেবলমাত্র নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার দরুণ দলিলরূপে গণ্য হতে পারে। অন্য কারো স্বপ্ন শরিয়তের দলিলরূপে গণ্য হবে না। তারপর আবু তালেবের আজাব কম হওয়ার প্রসঙ্গ দলিলরূপে উল্লেখ করেছেন।

মুসলিম শরীফের ১ম জিল্দের ১১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে- আবু তালিব কাফের, আজীবন নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালন-পালন ও সাহায্য করার দরুণ স্বয়ং আল্লাহর হাবিব তার আজাব খুব কম হচ্ছে এবং হবে বলে সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

একটি সূক্ষ্ম রহস্য

আল্লাহ তা'য়ালা খালিক বা সৃষ্টিকর্তা এবং নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মাখলুক বা সৃষ্টি। আল্লাহর মিলাদ নাই কারণ তিনি স্রষ্টা। আল্লাহ তা'য়ালার সিফত কাদিম অর্থাৎ যার আরম্ভ এবং শেষ নেই।

নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফ হওয়াতে খালিক ও মাখলুকের মধ্যে যে পার্থক্য তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় এবং ঈমানদারদের ঈমান মজবুত হয়। এ কারণেই মিলাদ শরীফ পাঠ করা সর্বোত্তম নফল বন্দেগী।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মিলাদ শরীফের কিয়াম

কিয়াম কী?

কিয়াম শব্দের অর্থ দাঁড়ানো। যেমন- আমরা নামাজের জন্য দাঁড়াই, পীর উস্তাদ, মা-বাপের আগমনে তাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকি। জমজমের পানি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করি। এ ধরনের কিয়াম বহু ধরনের রয়েছে।

কিয়ামের প্রকারভেদ

কিয়াম তিন প্রকার যথা–

(ক) কিয়ামে তাকাব্বুরী। (খ) কিয়ামে হুব্বী। (গ) কিয়ামে তা'জিমী।

(ক) কিয়ামে তাকাব্বুরী অর্থাৎ অহংকার প্রকাশের জন্য কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে পছন্দ করা। যেমন– আজমী রাজা বাদশাগণের সামনে লোকজনের দাঁড়িয়ে থাকতে হত। এর দ্বারা তারা নিজেদের গর্ব প্রকাশ করত। কিন্তু এ ধরনের কিয়ামকে ইসলামী শরিয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ২য় জিল্দ ৫৫৪ পৃষ্ঠা)

(খ) কিয়ামে হুব্বী অর্থাৎ কারো প্রতি প্রগাঢ় মহব্বত, দিল স্নেহ প্রকাশের জন্য দাঁড়ান, যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মেয়ে হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর আগমনে দাঁড়াতেন। (মিশকত শরীফ ৪০২ পৃষ্ঠা)

(গ) কিয়ামে তা'জিমী অর্থাৎ কাউকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ানো, যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুধমাতা পিতার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। এভাবে ওলি, বুজুর্গ, মাতা-পিতা, উস্তাদ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের তা'জিমার্থে দাঁড়ানো জায়েয ও মুস্তাহাব। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, আশ্‌আতুল লুমুয়াত)

মিলাদ শরীফের কিয়াম মুস্তাহাব

মিলাদ শরীফের কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের আক্বাও মাওলা নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত ও সালাম পেশ করা মূলত মুস্তাহাব। নিম্নে এর দলিল পেশ করা হল।

আল্লাহতা'য়ালা এরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا.

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ, যখন তোমাদিগকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখনই তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। কেননা আল্লাহপাক তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয় দাঁড়াও বা কিয়াম কর, তখন তোমরা দাঁড়িয়ে যাও।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যায় 'তাফসিরে জালালাইন শরীফে' বর্ণিত আছে–

وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا قُومُوا إِلَى الصَّلٰوةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَيْرَاتِ فَانْشُزُوا.

অর্থাৎ যখন (কোন মজলিসে) বলা হয় তোমরা দাঁড়াও নামাজের জন্য কিংবা অন্যান্য নেক কাজের জন্য, তখন তোমরা দাঁড়িয়ে যাও।

এখানে مِنَ الْخَيْرَاتِ দ্বারা সর্ব প্রকার নেক কাজকে বুঝান হয়েছে। অতএব উক্ত আয়াতে কারিমার মর্মানুযায়ী যে কোন প্রকার নেক কাজের জন্য দাঁড়াতে বলা হলে দাঁড়ানো আবশ্যক প্রমাণিত হল।

উল্লেখ্য যে, মিলাদ শরীফের মাহফিল একটি অতি উত্তম নেক কাজ যা ইতোপূর্বে দলিলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। মিলাদ শরীফের মাহফিলের শুরুতেই আল্লাহর কালাম থেকে কয়েকখানা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করা হয়, সালাত এবং অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়। কিছু সময় জিকির আযকার ওয়াজ নসিহত করা হয়। এসব প্রত্যেকটিই নেক কাজের মধ্যে সামিল।

সুতরাং উক্ত নেক কাজ তথা মিলাদ শরীফের মাহফিলে যদি কেহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করার জন্য বলেন, তখন উপস্থিত সকলের জন্য দাঁড়ান আবশ্যক, যা কোরআনের দ্বারা প্রমাণিত হল। যেমন, মিলাদ শরীফ পাঠকালে বলা হয়–

اٹھو وقت تعظیم احمد هے یه

بیان ظهور محمد هے یه

উচ্চারণ–
'উঠ ওয়াকতে তা'জিমে আহমদ হায় ইয়ে
বয়ানে জুহুরে মোহাম্মদ হায় ইয়ে।'

অর্থাৎ এ মুহূর্ত তা'জিমের সময় যেহেতু আল্লাহর হাবিবের দুনিয়াতে তাশরীফ আনয়নের বয়ন হচ্ছে। সুতরাং দাঁড়িয়ে যান।' (দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম পেশ করুন)

এ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যাওয়া উপস্থিত সকলের জন্য ওয়াজিব। যদিও মিলাদ শরীফের কিয়াম মূলত মুস্তাহাব বা সুন্নাত। যা পরে আলোচনা করা হবে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় তাঁর জন্মবৃত্তান্ত বা স্বীয় মিলাদ শরীফের আলোচনা তিনি নিজেই দাঁড়িয়ে বা কিয়াম অবস্থায় করেছেন। যেমন– মিশকাত শরীফের ৫১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবীগণকে লক্ষ করে বললেন–

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ اَنَا قَالُوْا اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ·

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভাবার্থ– আল্লাহর হাবিব মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন (বল) আমি কে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তরে বললেন আপনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর হাবিব বললেন– আমি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। অর্থাৎ বংশ পরিচয় দিয়ে বললেন আমি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছি। (তিরমিজি শরীফ)

এই হাদিস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্মবৃত্তান্ত ও বংশ পরিচয় দাঁড়ানো অবস্থায় আলোচনা করেছেন। সুতরাং মিলাদ শরীফের আলোচনা দাঁড়ান অবস্থায় করা সুন্নাতে রাসূল প্রমাণিত হল।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও দাঁড়ান অবস্থায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান-মান সম্বলিত শ্লোক বা কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাতে এমন কবিতাও রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহর হাবিবের মিলাদ শরীফ বা জন্মালোচনারও উল্লেখ রয়েছে।

আমাদের প্রচলিত মিলাদ মাহফিলে সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণ করে দাঁড়িয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান-মান সম্বলিত কবিতা পাঠ করে থাকি এবং সাথে সাথে সালামও দিয়ে থাকি।

মিশকাত শরীফের ৪১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا فِى الْمَسْجِدِ يَقُوْمُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ يُنَافِحُ وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَانَافَحَ اَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · (رواه البخارى)

অর্থাৎ 'হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসসান (রাঃ) এর জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করলেন। তিনি উহার উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাবিবের পদমর্যাদা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(গুণাবলী ও গৌরবময় জীবনী) সজোরে বয়ান করতেন। অথবা (মুশরিকদের) প্রতিবাদ করতেন, এবং আল্লাহর হাবিব (তা শ্রবণ করে সন্তুষ্টচিত্তে) বলতেন, নিশ্চয়ই হাসসান যতক্ষণ (মুশরিকদের) প্রতিবাদ করতে থাকেন। কিংবা হুজুরের গুণরাজী বয়ান করতে থাকেন ততক্ষণ আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) দ্বারা তাঁর সহায়তা করতে থাকেন।' (বুখারী শরীফ)

উপরোক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহর হাবিবের পদমর্যাদাসূচক শ্লোক বা কবিতা পাঠকালে দণ্ডায়মান হওয়া (কিয়াম করা) সুন্নাতে সাহাবা।

সহীহ মুসলিম শরীফের ২য় জিলদের ৩০১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হযরত হাসসান (রাঃ) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তাঁরই শানে আরবি কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে যে সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করতেন সে কবিতাগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি শ্লোক বা কবিতা নিম্নে পেশ করা হল–

اِنَّكَ وُلِدْتَ مُبَرَّاً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
كَاَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

وَضَمَّ الْاِلٰهُ اِسْمَ النَّبِىِّ بِاِسْمِهٖ
اِذَا قَالَ فِى الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدُ
وَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهٖ لِيُجِلَّهُ
فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ

(ديوان حسان• حلبى شريف)

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সর্বপ্রকার দোষত্রুটি হতে মুক্ত হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনার এই সুরত মনে হয় যেন আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর নাম নিজের নামের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এর প্রমাণ হল, যখন মুয়াজ্জিন পাঞ্জেগানা নামাজের জন্য আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলে আজান দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা আপন নামের অংশ দিয়ে নবীজীর নাম রেখেছেন, তাকে অধিক মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে। এর প্রমাণ হচ্ছে আরশের অধিপতির নাম হলো মাহমুদ এবং তার নাম হল মুহাম্মাদ। (দেওয়ানে হাসসান দ্র. এবং শেষের দুটি শ্লোক সিরতে হলবী নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ৭৯ পৃষ্ঠায় আছে)

উক্ত কবিতার আলোকে বুঝা গেল যে, জলিলুল কদর সাহাবী হযরত হাসসান (রাঃ) কিয়াম অবস্থায় নবীজীর মিলাদ শরীফের আলোচনা করেছেন। সুতরাং মিলাদ শরীফের কিয়াম সুন্নাতে সাহাবা বা সাহাবায়ে কেরামদের আমল প্রমাণিত হল।

আল্লামা আলী ইবনে বুরহান উদ্দিন হলবী (রাঃ) তদীয় 'সিরতে হলবী' নামক কিতাবের ১ম জিলদের ৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

وَمِنَ الْفَوَائِدِ اَنَّهُ جَرَتْ عَادَةُ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ اِذَا سَمِعُوْا بِذِكْرِ وَضْعِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّقُوْمُوْا تَعْظِيْمًا لَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَا الْقِيَامُ بِدْعَةٌ لَا اَصْلَ لَهَا اَىْ لٰكِنْ هِىَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ لِاَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ بِدْعَةٍ مَذْمُوْمَةٍ وَقَدْ قَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ فِى اِجْتِمَاعِ النَّاسِ لِصَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ•

অর্থাৎ অনেক লোকজন (নবীপ্রেমিক আশিকে রাসূল মুসলমানগণ) নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম আলোচনাকালে অর্থাৎ মিলাদ শরীফের মাহফিলে তাঁর জন্মকাহিনী শ্রবণ করার সাথে সাথে আল্লাহর হাবিবের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান, ইহা তাঁদের স্বভাবগত হয়ে গেছে।

www.AmarIslam.com
Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

অতঃপর তিনি বলেন এ কিয়াম (মিলাদ শরীফের কিয়াম) এর আছল বা মূল না থাকলেও ইহা যে মন্দ বিদয়াত নয় বরং বিদআতে হাসানা তার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যেমন সায়্যিদুনা হযরত ওমর (রাঃ) লোকজনকে তারাবীর জামাতে একত্রিত দেখে বলেছিলেন ইহা উত্তম বিদআত বা বিদআতে হাসানা।

উপরের আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, জামায়াতের সঙ্গে তারাবীর নামাজ পড়া যেমনি বিদআতে হাসানা, মিলাদ শরীফের কিয়াম ও তেমনি বিদআতে হাসানা।

খাতামুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা ইসমাইল হক্কী বরুসয়ী (রাঃ) (ওফাত-১১৩৭ হি.) তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক কিতাবের ৯ম জিলদের ৫৬/৫৭ পৃষ্ঠায় مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন–

وَقَدْ اِجْتَمَعَ عِنْدَ الْاِمَامِ تَقِىُّ الدِّيْنِ السُّبْكِىْ رَحِمَهُ اللهُ جَمْعٌ كَثِيْرٌ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهٖ فَاَنْشَدَ مُنْشَدٌ قَوْلُ الصَّرْصَرِىْ رَحِمَهُ اللهُ فِى مَدْحِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

অর্থাৎ একদা ইমাম তকিউদ্দিন সুবকী (রাঃ) এর দরবারে সে যুগের বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম একত্রিত হয়েছিলেন। এমন সময় একজন পাঠক নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় ইমাম ছরছরী (রঃ) এর রচিত কবিতার দুটি পংক্তি আবৃত্তি করেন। পংক্তি দুটি ছিল এই–

قَلِيْلٌ لِمَدْحِ الْمُصْطَفٰى الْخَطُّ بِالذَّهَبِ
عَلٰى وَرِقٍ مِنْ خَطِّ اَحْسَنَ مِنْ كَتَبِ
وَاَنْ تَنْهَضَ الْاَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِهٖ
قِيَامًا صُفُوْفًا اَوْ جِثِيًّا عَلَى الرُّكَبِ

অর্থাৎ সুন্দরতম কিতাবের পাতায় স্বর্ণাক্ষরেও যদি নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করা হয় তবুও তাঁর বিশাল মর্যাদার তুলনায় তা অতি তুচ্ছ।

উচ্চ পর্যায়ের উলামায়ে কেরাম ও ইমামগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী সম্বলিত আলোচনা শ্রবণ করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অথবা আরোহী অবস্থায় নতজানু হয়ে থাকা তাঁর মহান মর্যাদার তুলনায় অতীব নগণ্য হবে। তারপর লিখেন–

فَعِنْدَ ذٰلِكَ قَامَ الْاِمَامُ السُّبْكِىْ وَجَمِيْعُ مَنْ بِالْمَجْلِسِ فَحَصَلَ اُنْسٌ عَظِيْمٌ بِذَالِكَ الْمَجْلِسِ وَيَكْفِىْ ذَالِكَ فِى الْاِقْتِدَاءِ۔ وَقَدْ قَالَ اِبْنُ حَجَرِ الْهَيْتَمِىْ اَنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ مُتَّفَقٌ عَلٰى نُدُبِهَا وَعَمَلَ الْمَوْلِدِ وَاِجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهٗ كَذَالِكَ اَىْ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ۔

অর্থাৎ 'ইহা শ্রবণ করার সাথে সাথে ইমাম সুবুকী (রাঃ) এবং মজলিসে যারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই দাঁড়িয়ে গেলেন। এ মজলিসে সকলই ভাবের আবেগে মত্ত হয়ে পড়লেন এবং নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অলৌকিক আসক্তি পরিলক্ষিত হল। সুতরাং এ সমস্ত ইমামগণের অনুসরণই (মিলাদ শরীফের কিয়ামের বৈধতা হওয়ার ব্যাপারে) আমাদের জন্য যথেষ্ট।

ইমাম হাজর হায়তামী মক্কী (রাঃ) বলেন, উৎকৃষ্ট বিদআতের প্রতি আমল করা সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়েছে। সে মতে দলবদ্ধভাবে মিলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন মুস্তাহাব।'

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম শাহ আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) তদীয় 'একামতে কিয়াম' নামক কিতাবে মিলাদ শরীফ ও মিলাদ শরীফের কিয়ামকে ইজমায়ে উম্মত দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণ করেছেন।

দেওবন্দী আলেমগণের পীর হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্কী (রঃ) তদীয় 'ফয়সলায়ে হাফত মাসায়েল' নামক কিতাবে মিলাদ শরীফের কিয়াম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্মন্ধে লিখেছেন– আমি বরকতের উসিলা মনে করে মিলাদ শরীফে শরিক হয়ে থাকি এবং প্রতি বৎসর মিলাদ শরীফের মাহফিল আয়োজন করি এবং মিলাদ শরীফের কিয়ামও করি এতে আমি আনন্দ ও স্বাদ অনুভব করি।

মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী সাহেব 'মজমুয়ায়ে ফাতাওয়া' নামক কিতাবের ৩য় খণ্ড ১৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

علماء حرمين شريفين زادهما الله شرفا قيام ميفرما يندو امام برزنجے رحدر رساله مولد مينويسد وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف ايمه ذو رواية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه انتهى.

অর্থাৎ 'মক্কা ও মদীনা উভয় হেরম শরীফের উলামায়ে কেরামগণ মিলাদ শরীফের কিয়াম করতেন। হযরত ইমাম আল্লামা জাফর বিন হোসাইন বরজঞ্জী (রাঃ) 'রিসালায়ে মাওলেদ' নামক কিতাবে লিখেছেন, বিচক্ষণ ইমামগণ মিলাদ অনুষ্ঠানে মিলাদ শরীফের কিয়াম করা মুস্তাহসান বলেছেন।

তিনি (ইমাম বরজঞ্জী) আরো উল্লেখ করেছেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার তা'জিম বা সম্মান করেন, তাদের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের সুসংবাদ।'

আল্লামা ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রাঃ) 'মাওলুদে কবীর' নামক কিতাবে লিখেছেন–

فَيَقَالُ نَظِيْرُ ذَالِكَ فِى الْقِيَامِ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَيْضًا قَالَ اِجْتَمَعَتْ الْاُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ مِنْ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلٰى اِسْتِحْسَانِ الْقِيَامِ الْمَذْكُوْرِ قَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلٰى ضَلَالَةٍ.

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের আলোচনাকালে কিয়াম করা মুস্তাহসান বা মুস্তাহাব। তিনি আরো বলেন উল্লিখিত কিয়াম মুস্তাহসান হওয়ার ব্যাপারে উম্মাতে মুহাম্মাদী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন আমার উম্মতগণ কোন গোমরাহীর উপর ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করতে পারে না।'

উসূলের কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি কোন নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম একবার কোন নব আবিস্কৃ ত মাসয়ালা একবাক্যে স্বীকার করে নেন, তবে তাই হচ্ছে সর্বজন মানিত ইজমা। যে কালে যে মাসআলা ইজমা দ্বারা সব্যস্ত হয়ে যায়, পরবর্তীকালে কেহই তার খেলাফ কোন ফতোয়া প্রকাশ করলে উহা বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে।

বিখ্যাত 'নূরুল আনওয়ার' নামক কিতাবে লিখিত আছে–

تَعَامُلُ النَّاسِ مُلْحِقٌ بِالْاِجْمَاعِ অর্থাৎ মুহাক্কিকগণ যা আমল করে আসছেন তাও ইজামার পর্যায়ভুক্ত।

'মুসাল্লামুসসবুত' নামক কিতাবে আখেরুত তাতিম্মায় লিখিত আছে, কালের গতিবিধির স্বপক্ষে মুহাক্কীক আলেমগণের কোন মাসয়ালায় ইজমা (একতাবদ্ধ) হওয়া শরিয়ত সমর্থিত একটি প্রামাণ্য দলিল, যদিও এসকল উলামায়ে কেরাম মুজতাহিদীন না হন।

মোটকথা ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রাঃ), ইমাম বুখারী (রাঃ), ইমাম ইবনে জুজী (রাঃ), ইমাম ইবনে হজর মক্কী হায়তামী (রাঃ), ইমাম বরজঞ্জী (রাঃ) প্রমূখ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ফকীহ উলামায়ে কেরাম যেমন– শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ), শাহ আব্দুর রহিম (রাঃ), শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ), শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) প্রমুখ উলামায়ে কেরাম মিলাদ শরীফের কিয়ামকে মুস্তাহাব জানতেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কতিপয় প্রশ্নের জবাব

সর্বপ্রথম মিলাদ শরীফের বিরোধীতা করেন তাজউদ্দিন ফাকিহানী মালিকী। তিনি মিলাদুন্নবী পালন করাকে নিকৃষ্ট বিদআত বলে ফতোয়া প্রদান করেন এবং কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

এর জবাবে নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রাঃ) ও হাফেজ ইবনে হজর আসকালানী (রাঃ) কোরআন সুন্নাহর আলোকে অকাট্য দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে ফাকিহানীর প্রশ্নের জবাব দেন এবং মিলাদ শরীফ যে একটি উত্তম (বৈধকাজ) কাজ তা প্রমাণ করেন। (তাফসিরে রূহুল বয়ান ৯ম জিলদ ৫৭ পৃষ্ঠা)

নিম্নে ফাকিহানী ও তার সমর্থকগণের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্ন এবং উত্তর প্রদান করা হল।

প্রথম প্রশ্ন– কোরআন সুন্নাহর মধ্যে মিলাদ শরীফের মাহফিল আয়োজন করার কোন আদেশ নাই (মাওরিদ)

উত্তর– আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রাঃ) উত্তরে বলেন- আদেশ হলে ফরজ বা ওয়াজিব হত। তা কোরআন, সুন্নাহ সম্মত নতুন উৎকৃষ্ট মুস্তাহাব কাজ। কোরআন-সুন্নাহর মধ্যে (প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের) কোন নিষেধ নাই। কাজেই ইহা নিন্দনীয় হতে পারে না। উপরন্তু মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য কোরআন-সুন্নাহর মধ্যে আদেশ পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। (মিছবাহ)

আল্লামা কাজী সানা উল্লাহ পানিপথী (রাঃ) এর লিখিত 'মালাবুদ্দামিনহু' এর উর্দু অনুবাদ 'কাশফুল হাজাত' (অনুবাদক মোহাম্মদ নূরুদ্দিন) নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

جوکسی اصل شرعی سے مستنبط ہوسکے وہ بھی بدعت
نہیں جیسے محفل میلاد شریف مدارس وغیرہ٠

অর্থাৎ 'যা শরিয়তের আসল বা মূল হতে ইস্তেম্বত বা বের করা হয়েছে তা বিদআত হতে পারে না। যেমন মিলাদ শরীফের মাহফিল ও মাদ্রাসাসমূহ ইত্যাদি।'

মিশকাত শরীফের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, সরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে কোন উৎকৃষ্ট তরিকা বা নিয়ম পদ্ধতি বের করবে, তার আমলনামায় তার সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে। অতঃপর উহার অনুসরণে যারা তা আমল করবে, তারা যে পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হবে তা সবই তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। অথচ অনুসরণকারীদেরও সওয়াবের কোন অংশ কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে কোন নিকৃষ্ট তরিকা বের করবে, তার আমলনামায় উহার গুনাহ লিপিবদ্ধ হবে। তবু তার এমন নিকৃষ্ট তরিকা মোতাবেক যারা আমল করবে তাদের সমস্ত গুনাহ ঐ ব্যক্তির আমলনামায় যোগ হবে। পক্ষান্তরে অনুসরণকারীদের আমলনামা হতে তার কৃত পাপরাজি কমবে না।

এ হাদিস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল কোরআন-সুন্নাহর মধ্যে কোন আদেশ না থাকলেই উহা নিকৃষ্ট হয় না, বরং কোরআন সুন্নাহ সমর্থিত উত্তম নতুন পদ্ধতি শরিয়তের দৃষ্টিতে ভাল বলে পরিগণিত। সুতরাং ফাকিহানীর মত অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন– আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম ও ওফাত একই মাসে হয়েছে। কাজেই সে মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী অর্থাৎ রাসূলে পাকের জন্মোৎসব পালন অপেক্ষা দুঃখ-দিবস পালন করাই অধিকতর সঙ্গত। (মাওরিদ)

উত্তর– আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রাঃ) উত্তরে বলেন– সন্তান জন্মগ্রহণের পর আকীকা করে শোকর আদায় করা ও আনন্দ প্রকাশের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

বিধান ইসলামী শরিয়তে রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুতে সবর ও ধৈর্য ছাড়া অন্য কোন কিছু নেই, কাজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত শরীফ নিয়ে দুঃখ বা মাতম দিবস কেমন করে পালন করা যায়? (লাতাইফ)

তৃতীয় প্রশ্ন– ফাকিহানীর পক্ষ থেকে মিলাদ শরীফের কিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন হলো– মিশকাত শরীফের ৪০৩ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একখানা হাদিস শরীফ বর্ণিত আছে–

عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذٰلِكَ. (رواه الترمذى)

অর্থাৎ 'হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরামদের নিকট হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা প্রিয়পাত্র আর কোন লোক ছিল না। অথচ তাঁকে দেখলে তাঁরা দাঁড়াতেন না। কারণ তারা জানতেন যে আল্লাহর হাবিব এরূপ দাঁড়ানোকে পছন্দ করতেন না।'

উত্তর– মিশকাত শরীফের ৪০৩ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে একখানা হাদিস বর্ণিত আছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَاِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ اَزْوَاجِهٖ.

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন– নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে মসজিদে নববীতে বসে বসে হাদিস বয়ান করতেন। হাদিস শরীফ বয়ান শেষ করে যখন দাঁড়াতেন আমরাও তখন আদবের সাথে ভক্তিসহকারে দাঁড়িয়ে থাকতাম। নূরনবী তাঁর কোন না কোন বিবির ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম।

উল্লেখ্য যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ 'কানা ইয়াজলিসু' ক্রিয়াটি চলমান অতীতকাল (মাজি ইস্তেমরারী) ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি প্রায় সময় সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে মসজিদে নববীতে বসে শিক্ষাদীক্ষা দান করতেন। তারপর কাজ শেষ করে সাধারণত নিজস্ব কোন বিবির হুজরায় তাশরিফ নিতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হাবিব হুজরার মধ্যে প্রবেশ না করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম ভক্তিসহকারে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

বর্ণিত হাদিস দুটি পরস্পর বাহ্যিকবিরোধী প্রতিপন্ন হচ্ছে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর হাবিবের জন্য দাঁড়াতেন না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে বুঝা যায় সাহাবায়ে কেরামগণ আল্লাহর হাবিবের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেন। মুহাদ্দিসিনে কেরাম উভয় হাদিসের বাহ্যিক বিরোধ নিরসনে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ–

মিশকাত শরীফের হাশিয়া ৪০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

قَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ الْخَطَّابِيِّ فِيْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ هُوَ اَنْ يَاْمُرَهُمْ بِذٰلِكَ وَيُلْزِمُهٗ اِيَّاهُمْ عَلٰى مَذْهَبِ الْكِبْرِ وَالْفَخْرِ قَالَ وَفِيْ حَدِيْثِ سَعْدٍ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّ قِيَامَ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّئِيْسِ الْفَاضِلِ وَالْوَالِيِ الْعَادِلِ وَقِيَامَ الْمُتَعَلِّمِ لِلْمُعَلِّمِ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هٰذَا الْقِيَامُ يَكُوْنُ عَلٰى وَجْهِ الْبِرِّ وَالْاِكْرَامِ كَمَا كَانَ قِيَامُ الْاَنْصَارِ لِسَعْدٍ وَقِيَامُ طَلْحَةَ لِكَعْبِ بْنِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَالِكَ وَلَايَنْبَغِيْ لِلَّذِيْ يَقَامُ لَهُ اَنْ يُرِيْدَ ذٰلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ حَتّٰى اَنْ لَمْ يَفعَلْ حَقَّهُ عَلَيْهِ اَوْ شَكَاهُ اَوْ عَاتَبَهُ• (١٢ مرقاة)

অর্থাৎ 'বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বায়হাকী (রাঃ) বিশ্বজোড়া মুহাদ্দিস ইমাম খাত্তাবী (রাঃ) হতে এ হাদিসগুলির ব্যাখ্যায় রেওয়াতে করেছেন যে, নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের গৌরব ও বড়াই দেখানর নিমিত্তে সাহাবাগণকে তাঁর জন্য দাঁড়ানো পছন্দ করতেন না।

কেননা সায়াদ ইবনে মুয়াজ (রাঃ) এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, উপযুক্ত নেতা, ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা এবং শিক্ষকের সম্মানে ছাত্রদের দণ্ডায়মান হওয়া মাকরুহ নয় বরং মুস্তাহাব।

ইমাম বায়হাকী আরো বলেন– এ কিয়াম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও শ্রদ্ধার মানসে করা হয়ে থাকে যেভাবে সায়াদ ইবনে মুয়াজের সম্মানার্থে আনসারগণ এবং হযরত কায়াব ইবনে মালেকের সম্মানার্থে তালহা দাঁড়িয়ে (কিয়াম) করেছিলেন। অবশ্য যার জন্য দাঁড়ান হয় সে যদি দাঁড়ান প্রত্যাশা করে, এমনকি তাকে সম্মান না করলে তার প্রতি আন্তরিক শত্রুতা পোষণ করে অথবা তার দুর্নাম রটায় এবং তাকে ভর্ৎসনা করে তাহলে ঐ ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ানো অনুচিত (জায়েয নয়)' (মিরকাত শরহে মিশকাত)।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদেরকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য কখন দাঁড়ানর নির্দেশ দিয়েছেন, আবার অহংকার, ফখর ও বড়াই থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে নিজের জন্য কিয়ামকে অপছন্দ করেছেন। সুতরাং যোগ্যতম ব্যক্তির সম্মানার্থে কিয়াম করা কখনো নাজায়েয হতে পারে না। পক্ষান্তরে মিলাদ শরীফের কিয়ামকে আল্লাহর হাবিব অপছন্দ করেছেন বলে হাদিস শরীফে কোন প্রমাণ নেই, বরং নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় নিজের মিলাদ শরীফের আলোচনা করেছেন যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব ফাকিহানী সাহেবের মত সঠিক প্রমাণিত হল না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ প্রশ্ন– ফাকিহানীর পক্ষ হতে মিলাদ শরীফের কিয়াম না জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আরো একটি প্রশ্ন হল– মিশকাত শরীফের ৪০৩ পৃষ্ঠায় হযরত আবু উমামা হতে একখানা হাদিস বর্ণিত আছে–

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلٰى عَصَا فَقُمْنَالَهُ فَقَالَ لَاتَقُوْمُوْا كَمَا يَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا• (رواه ابوداؤد)

অর্থাৎ 'হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা লাঠির উপর ভর করে আমাদের নিকট আসলেন। এতদর্শনে আমরা তার তা'জিমার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বললেন– আজমীগণ যেভাবে একে অন্যের জন্য তা'জিমার্থে দাঁড়িয়ে থাকে তোমরা সেরূপ দাঁড়িয়ে থাকবে না।'

কাজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় যে কাজ নিষেধ করেছেন, তা আজ আমরা কেন করব?

উত্তর– উপরোক্ত প্রশ্নে কয়েকটি উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হল–

(ক) উপরোক্ত হাদিস শরীফে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতলক কিয়ামকে নিষেধ করেননি, বরং বলেছেন আজমীগণ তাদের বাদশাহের জন্য যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তোমরা সেভাবে দাঁড়াইও না। এতে আরবিদের মতো দাঁড়ানকে নিষেধ করা হয়নি, বরং দাঁড়ানর পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে নামাযে কুকুরের বসার মতো বসিও না। এতে মতলক বসাকে নিষেধ করা হয়নি, বরং কুকুরের বসার মত বসাকে নিষেধ করা হয়েছে।

(খ) আজমীগণ একে অপরের তা'জিমার্থে দাঁড়িয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মিলাদ শরীফের মাহফিলে একজন অপরজনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে না। বরং সকলেই সরকারে কায়েনাতের সম্মানার্থে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(গ) সহীহ বুখারী শরীফের বৃহত্তম শরাহ 'ফতহুল বারী' ১১শ জিলদের ৪১পৃষ্ঠা হতে ৫৪পৃষ্ঠাব্যাপী কিয়ামের আলোচনা করেছেন আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী (রাঃ)। তিনি উক্ত কিতাবের ৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

لا تقوموا كما يقوم الاعاجم بعضهم لبعض واجاب عنه الطبرى بانه حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لايعرف.

অর্থাৎ প্রশ্নে বর্ণিত আবু উমামার উক্ত হাদিসটি 'তোমরা আজমীদের মতো দাঁড়াইও না' সহীহ নয় বরং জঈফ মুজত্বারাবুস সনদ যা দলিলরূপে গণ্য হতে পারে না।

তবে তিনি [ইবনে হজর আসকালানী (রাঃ)] উক্ত হাদিসের স্থলে আব্দুল্লাহ ইবনে বোরায়দা (রাঃ) এর একখানা হাদিস হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) হতে নকল করে বলেন নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি আগ্রহান্বিত হয় যে, লোকজন তার সামনে অবিরাম দাঁড়িয়ে থাকবে তবে সে দোযখী হবে।

এ প্রসঙ্গে তাবারী বলেন– যে ব্যক্তি তার সামনে লোকজনের দাঁড়িয়ে থাকাটা পছন্দ করে, সেই ব্যক্তির জন্য কিয়াম করা জায়েয নাই। আর যদি কারো সম্মানে দাঁড়ান হয় তবে তা নাজায়েয বলা হয়নি।

ইবনে কোতায়বা (রাঃ) বলেন– আজমী রাজা মহারাজাদের সামনে যেভাবে লোকজনের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে সালাম দেয় এবং সে তার জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে তা কোনক্রমেই নাজায়েয হতে পারে না। অতঃপর ইবনে হজর আসকালানী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আগমনে আল্লাহর হাবিব দাঁড়াতেন, এ হাদিসখানাও দলিলরূপে পেশ করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মিলাদ শরীফ ও মিলাদ শরীফের কিয়াম প্রসঙ্গে মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী সাহেবের অভিমত

মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী সাহেব তদীয় 'মজমুয়ায়ে ফাতওয়া' নামক কিতাবের ২য় জিলদের হজর ও এবাহাত অধ্যায়ে লিখেছেন-

وملخص مقام اينكه ذكر مولد فى نفسه امريست مندب...

وكسے ندبش رامنكر نشده مگر يك طائفه قليله كه رب النوع ان طائفه تاج الدين فاكهانى مالكى ست واور طاقتى نيست كه بمقابله بعلمائے مستنبطين كه فتوى به ندب ذكر مولد دارند كند پس قولش درين باب معتبر نيست.

অর্থাৎ 'প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান মূলত মুস্তাহাব। মালেকী মাজহাব অবলম্বী মাওলানা তাজউদ্দিন ফাকিহানী ও তাঁর অনুগত অতি নগণ্য একটি দল ব্যতীত কোন মাজহাবের আর কোন আলেম উহা অস্বীকার করেন নাই। যে সকল উলামায়ে মুস্তাম্বিতিন বা কোরআন-সুন্নাহর গবেষক উলামায়ে কেরামগণ মিলাদ শরীফকে মুস্তাহাব বলে ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি (ফাকিহানী) তাদের মোকাবিলা করতে পর্যদস্ত হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং প্রচলিত মিলাদ শরীফ সম্পর্কে তার মতামতের কোনই মূল্য নেই।'

লাখনবী সাহেব উক্ত অধ্যায়ে মিলাদ শরীফকে মুস্তাহাব প্রমাণ করতে গিয়ে হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে হজর মক্কী হায়তামী (রাঃ)র লিখিত আননি'মাতুল কুবরা আলাল আলামে নামক কিতাবকেও দলিলস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। যে কিতাবে মিলাদ শরীফ সম্পর্কে বহু হাদিস রয়েছে।

তিনি (লাখনবী সাহেব) উক্ত কিতাবের ৩য় জিলদে লিখেছেন মক্কা ও মদীনা শরীফের উলামায়ে কেরামগণ মিলাদ শরীফের মাহফিলে কিয়াম করতেন। অতঃপর তিনি ইমাম জাফর বিন হোসাইন বরজঞ্জী (রাঃ) এর লিখিত 'মাওলিদে বরজঞ্জী' নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

বিচক্ষণ উলামায়ে কেরামগণ মিলাদ মাহফিলে কিয়াম করা মুস্তাহসান বলেছেন।

পঞ্চম প্রশ্ন– মিলাদ শরীফের প্রারম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত কিয়াম করা উচিত, কিন্তু প্রচলিত মিলাদ শরীফে এরূপ করা হয় না কেন?

উত্তর– দুররুল মুনাজ্জম কিতাবে লিখিত আছে, নিয়ামতের আলোচনা (মিলাদ শরীফের আলোচনা) আসার সাথে সাথে শোকরিয়া কিয়াম করা আবশ্যক এবং মিলাদ শরীফের মাহফিলের আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত কিয়াম করা সমুচিত বটে, কিন্তু ইহা দুরূহ ও কষ্টকর। এমতাবস্থায় সমধিক শ্রেষ্ঠ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভুমিষ্ট হওয়ার বয়ানের মুহূর্তটুকু। সুতরাং এই সময়ই আমরা শোকরিয়া আদায় করার নিমিত্তে কিয়াম করে থাকি। (দুরুল মুনাজ্জম)

যেমন আমরা মিলাদ শরীফ পাঠকালে বলে থাকি–

فولدته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْبَدْرِ الْمُنِيْرِ অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪ই তারিখের চাঁদের মত ইহজগতে তাশরীফ এনেছেন। এই কথা বলার সাথে সাথে আমরা দাঁড়িয়ে যাই। এ অংশটুকুই মিলাদ শরীফ।

অনেকে বাংলা ভাষায় বলে থাকে–

শান্তিদাতা মুক্তিদাতা এলেন দুনিয়ায়,
আসুন সবাই দাঁড়াইয়া সালাম জানাই।

এভাবে উর্দু, ফারসিতেও মিলাদ শরীফ পাঠ করা হয়। অতএব প্রচলিত মিলাদ শরীফের কিয়াম সুন্নাত তরিকা অনুযায়ীই আদায় হচ্ছে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন– মিলাদ শরীফের কিয়ামরত অবস্থায় অনেকে নামাযের মত হাত বেঁধে দাঁড়াতে দেখা যায়। এভাবে দাঁড়ান শরিয়তে জায়েয আছে কি?

উত্তর– হাত বেঁধে দাঁড়ানো নামাযের জন্য খাস নয়। 'ফতোয়ায়ে আলমগীরি' নামক কিতাবের ১ম জিলদের ১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

يَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা শরীফ জিয়ারত করার সময় এভাবে দাঁড়াবে যেভাবে নামাযে দাঁড়ানো হয় এবং নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমুজ্জ্বল আকৃতি মোবারক হৃদয়ঙ্গম করবে, তিনি যেন মাজার শরীফে নিদ্রারত আছেন, জিয়ারতকারীকে তিনি জানেন এবং তার কথাবার্তা শুনছেন। তারপর বলবে 'আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু'।

এতে বুঝা গেল সালাত ও সালাম পেশ করার সময় নামাযের ন্যায় দুহাত বেঁধে দাঁড়ানো শুধু জায়েযই নয় বরং উত্তম।

সপ্তম প্রশ্ন– অন্যান্য আমলের ন্যায় মিলাদ শরীফ ও দরূদ শরীফের গুরুত্ব দেয়া হয় অধিক, অথচ তা একটি মুস্তাহাব আমল, এর কারণ কি?

উত্তর– মিলাদ শরীফের ভিতরেই অধিক পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ করা হয় এবং আল্লাহর হাবিবকে সালাম দেয়া হয়ে থাকে। কালামে পাকের মধ্যে এর গুরুত্ব রয়েছে অপরিসীম।

আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

اِنَّ اللهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٠ (سورة احزاب)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করেন। হে মু'মিনগণ তোমরাও আমার হাবিবের উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ পাকের দরূদ পাঠ করার অর্থ আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাগণকে নিয়ে তাঁর হাবিবের প্রশংসা বর্ণনা করেন। (জারকানী শরীফ)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরোক্ত আয়াতে কারিমা দ্বারা নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া গেল।

(১) উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত 'ইউসাল্লুনা' শব্দটির কর্তা (ফাইল) হন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর নিস্পাপ ফেরেশতাগণ। এরূপ আল্লাহ তা'য়ালা ও অসংখ্য ফেরেশতা সংযুক্ত কর্তাবিশিষ্ট দ্বিতীয় কোন শব্দ কোরআন শরীফে আর নেই।

আল্লাহ পাকের এ ফরমান দ্বারা 'সালাত আলাননবীর' (নবীর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার) মজলিস অনুষ্ঠিত করার প্রমাণ পাওয়া গেল। সুতরাং দরূদ শরীফের গুরুত্ব অপরিসীম।

(২) ভুমিকা বয়ান করার পরক্ষণেই আল্লাহ তা'য়ালা আমাদিগকে জলদ গম্ভীর স্বরে সম্বোধন করে আদেশ দিলেন 'তোমরাও আমাদের ন্যায় নবীর প্রতি সালাত (দরূদ) বর্ষণ কর, সালাত বর্ষণ করতে থাকবে।

আয়াতে কারিমায় আল্লাহ পাক বলেছেন– আমি আমার ফেরেশতাগণ সহযোগে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত সালাত (দরূদ) বর্ষণ করে থাকি, তোমরাও তাঁর উপস্থিত খেদমতে সালাত (দরূদ) আরজ করতে থাক।

(৩) আয়াতে কারিমায় 'ওয়াসাল্লিমু' অর্থ (সালাম বর্ষণ কর) দ্বারা নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে উপস্থিত সালাম আরজ করতে পুনর্বার আদেশ দিলেন। কারণ এখানে কারো মারফতে সালাম পেশ করার আদেশ দেয়া হয় নাই (মতলক রাখা হয়েছে) সুতরাং আয়াতের মর্মে ইহাই প্রমাণ হলো যে, নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা বলে সকলের নিকট সর্বদা হাজির ও নাজির আছেন। এ কারণেইতো আল্লাহ পাক মোলাকাতি সালামের ন্যায় উপস্থিত সালাম তাঁর হাজের খেদমতে পেশ করতে আমাদের প্রতি আদেশ দিলেন। আর মোলাকাতি সালাম সাধারণত দাঁড়িয়ে দেয়াই আদব হিসেবে গণ্য।

আর যাকে মোলাকাতি সালাম দেয়া হয়, তাঁকে শুনিয়ে উচ্চস্বরেই দেয়া হয়ে থাকে। তাঁকে না শুনিয়ে আস্তে আস্তে সালাম দিলে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সালামের সুন্নাত আদায় হয় না সুতরাং জবাব দেয়াও ওয়াজিব হবে না।

এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীরেকে নিজ কান মোবারক দ্বারা শুনে থাকেন। এ ক্ষমতা আল্লাহ পাক তাঁর হাবিবকে দান করেছেন। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মিলাদ শরীফ পাঠ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল।

(৪) পুনর্বার 'তাসলিমান' শব্দ দ্বারা নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দেয়ার মতো সালাম দিতে আদেশ করলেন। আরবি কাওয়ায়েদ মুতাবিক এর মর্ম দাড়াল যে, তাকিদ সহকারে (অর্থাৎ বারবার)। শরিয়তে মোলাকাতি সালাম দেয়ার যে, তরিকা (নিয়ম) প্রচলন আছে, যথা নম্রভাবে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে সালাম দিতে হয়, সেরূপ নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাক (খেদমতে তাঁকে উপস্থিত) সালাম পেশ করবে।

অষ্টম প্রশ্ন– আমাদের সালাত ও সালাম ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর হাবিব সরাসরি শুনতে পান বলে হাদিস শরীফে এর কোন প্রমাণ আছে কি?

উত্তর: 'দালায়েলুল খায়রাত' নামক কিতাবের ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে– নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যারা অনুপস্থিত থেকে আপনার প্রতি সালাত (দরূদ) পেশ করে থাকেন এবং যারা আপনার ওফাত শরীফের পর আপনার খেদমতে সালাত পেশ করবেন, উহা আপনার নিকট কিভাবে পৌছান হয়ে থাকে বা পৌছান হবে। এর জবাবে আল্লাহর হাবিব এরশাদ করেন–

اسمع صلوة اهل محبتي واعرفهم وتعرض على صلوة غيرهم عرضا.

অর্থাৎ যারা আমার মহব্বতী বা প্রেমিক আমি তাঁদের সালাত বা দরূদ শরীফ নিজেই (নিজের কান মোবারক দ্বারা) শুনতে পাই এবং আমি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

তাদেরকে চিনি। তাছাড়া অন্যান্যদের সালাত আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।

ইমাম কুস্তালানী তদীয় 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' নামক কিতাবের ২য় জিলদের ১৯২ পৃষ্ঠায় তিবরানী শরীফ হতে একখানা হাদিস শরীফ নকল করেছেন–

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ قَدْ رَفَعَ لِیَ الدُّنْیَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَیْهَا وَاِلٰی مَاهُوَ کَائِنٌ فِیْهَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ کَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰی کَفِّیْ هٰذِهٖ۔

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা আমার জন্য সমগ্র বিশ্বজগতকে উঠিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ প্রকাশ করে দিয়েছেন। আমি এ বিশ্বজগতের প্রতি এবং যা কিছু এ বিশ্বজগতে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হতে থাকবে সবকিছুই দেখছি এবং দেখতে থাকব। যেমন করে নিজের হাতের তালুকে দেখছি। অর্থাৎ হাতের তালুকে দেখতে যেমন কোন অসুবিধা হয় না ঠিক তেমনি সারা বিশ্বজগতকে আল্লাহর দেয়া শক্তি বলে দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। (মাওয়াহিবে লাদুনিয়ার শরাহ জারকানী শরীফের অনুকরণে অর্থ লেখা হল)।

এ হাদিস শরীফ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সারাটি বিশ্বজগত দুহাতের অধিক দূরে নয়। সুতরাং আল্লাহর হাবিব আমাদের সালাত ও সালাম নিজ কান মোবারক দ্বারা শুনেন এবং আমাদেরকে চক্ষু মোবারক দ্বারা দেখেন, এ ক্ষমতা আল্লাহ তাঁর হাবিবকে দান করেছেন।

নবম প্রশ্ন– মিলাদ শরীফ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেছেন কারা?

উত্তর– (১) দেওবন্দ মাদ্রাসার নেতা মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব তদীয় فتاوی میلاد شریف وغیرہ 'ফতওয়ায়ে মিলাদ শরীফ ওয়াগায়রা' নামক কিতাবে লিখেছেন–

پس یہ ہر روز اعادہ ولادت مثل ہنود کے سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں

অর্থাৎ 'প্রতিবৎসর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফের আয়োজন করা ছাং কানাইয়ার জন্মের মতো অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা।'

অতঃপর গাঙ্গুহী সাহেব উক্ত কিতাবে মিলাদ শরীফের কিয়াম সম্পর্কে ফতোয়া প্রদান করেন–

الحاصل یہ قیام اولی میں بدعت ومنکر اور دوسری سورت میں حرام وفسق تیسری صورت میں کفر و شرک۔ چوتھی صورت میں اتباع ہوا وکبیرہ ہوتا ہے پس کسی وجہ سے مشروع جائز نہیں۔

অর্থাৎ '(গাঙ্গুহী সাহেব বলেন) সারকথা হল এই মিলাদ শরীফের কিয়াম অর্থাৎ আল্লাহর হাবিবের তা'জিমার্থে দাঁড়ানো প্রথমত বিদআত ও না জায়েয। দ্বিতীয় কারণে হারাম ও ফিস্‌ক ও (কু-ধারণা জনিত কবিরাগুনাহ), তৃতীয় কারণে কুফর ও শিরক (রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারক মিলাদ শরীফের মাহফিলে উপস্থিত হতে পারেন ধারণায় কিয়াম করা কুফুরী ও শিরেকী), চতুর্থ কারণে নিজ ইচ্ছার অনুকরণে কবীরা গুনাহ।'

অতএব কোন অবস্থাতেই মিলাদ শরীফের কিয়াম জায়েয নহে। পক্ষান্তরে গাঙ্গুহী সাহেবের পীর হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্কী (রাঃ) তদীয় فیصلہ ہفت مسئلہ مع ارشاد مرشد 'ফায়সালায়ে হাফ্‌ত মাসায়েল মায়া এরশাদে মুর্শিদ' নামক কিতাবে লিখেছেন–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

رها یه اعتقاد که مجلس مولد میں حضور پرنور صلی الله علیه وسلم رونق افروز هوتے هیں اس اعتقاد کو کفر وشرك کهنا حدسے بڑهنا هے کیونکه یه امر ممکن هے عقلا ونقلا بلکه بعض مقامات پراسکاوقوع بهی هوتاهے ۔

অর্থাৎ 'বাকী রইল এ আক্বিদা, মিলাদ শরীফের মাহফিলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিত হওয়ার আক্বিদা বা অনঢ় বিশ্বাসকে কুফুরী ও শিরকী বলা শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করা বই কিছুই নয়। কেননা রেওয়ায়েত (হাদিস শরীফ) ও জ্ঞান অনুসারে হযরতের উপস্থিতি সম্ভব ও বরং কোন কোন স্থানে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।'

মিলাদ শরীফ ও মিলাদ শরীফের কিয়াম সম্মন্ধে তিনি (মোহাজিরে মক্কী) উক্ত কিতাবে (ফায়সালায়ে হাফ্‌ত মাসআলাতে) লিখেন–

اور مشرب فقیر کایه هے که محفل مولد میں شریك هوتا هوں ذریعه برکت سمجهکر هر سال منعقد کرتا هوں اور قیام میں لطف ولذت پاتا هوں۔

অর্থাৎ 'আমি বরকতের উসিলা মনে করে মিলাদ শরীফে যোগদান করে থাকি এবং প্রতি বছর মিলাদ শরীফের মাহফিলের আয়োজন করি এবং মিলাদ শরীফের কিয়াম করা কালীন সময়ে উহাতে আনন্দ স্বাদ অনুভব করি।'

এখানে দেওবন্দী গাঙ্গুহীপন্থিদের নিকট জিজ্ঞাস্য যদি মিলাদ শরীফ ছাং কানাইয়ার জন্মোৎসব হয়ে থাকে এবং নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজের ও নাজের ধারণায় কিয়াম করা কুফুরী ও শিরেকী হয়ে থাকে, গাঙ্গুহী সাহেবের ফতোয়া অনুযায়ী হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে

www.AmarIslam.com

মক্কী (রাঃ) কি মুশরিক, কাফের, বিদআতী ও ছাং কানাইয়ার জন্মোৎসব পালনকারী হন নাই? নাউজুবিল্লাহ।

জিজ্ঞাস্য এই যে, মুশরিক ও বিদআতী পীরের নিকট থেকে খেলাফতি নিয়ে পীর মুরিদী করা কিভাবে শুদ্ধ হবে? জবাব দিবেন কি?

(১) ওহাবীপন্থি মাওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী সাহেবের অনুসারী আই,ডি,এল প্রধান মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহিম সাহেব তদীয় 'সুন্নাত ও বিদআত' নামক পুস্তকের (সপ্তম সংস্করণ, খায়রুন প্রকাশনী, ১৩ কারকুন বাড়ি লেন, ঢাকা ১১০০) ২৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

'আর এই যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দলবেঁধে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা বলতে হবে আর তাতে বড়ো সওয়াব পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে, এ কথাতো কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণিত নয়। অনেকের মতে এসব কাজ অনেকটা হিন্দুদের এক ধরনের পূজা অনুষ্ঠানের মতই ব্যাপার'।

প্রিয় পাঠকগণ! পূর্বেই কোরআন, সুন্নাহর আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে, মিলাদ শরীফ ও মিলাদ শরীফের কিয়াম সুন্নাত ও মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কেরাম থেকে আজ পর্যন্ত মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন, মুজতাহিদীন ও দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরাম এ আমল করে আসছেন।

কিন্তু মওদুদীপন্থি মাওঃ আব্দুর রহিম সাহেবের উক্তি ও তার ফতোয়া অনুযায়ী তারা সকলই হিন্দুদের পূজা অনুষ্ঠানের সমর্থক ও আমলকারী। নাউজুবিল্লাহ। শুধুমাত্র মওদুদী ও তার অনুসারী মাওঃ আব্দুর রহিম সাহেবই কি মুসলমান?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

সংযোজন-১

মুফতি বায সাহেবের মিলাদ কিয়ামবিরোধী বক্তব্যের দলিলভিত্তিক প্রতিবাদ

অবতরণিকা

সৌদিআরব থেকে প্রকাশিত মুফতি শেখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লা বিন বায কর্তৃক লিখিত وُجُوْبُ لُزُوْمِ السُّنَّةِ وَالْحَذَرُ مِنَ الْبِدْعَةِ নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকার অনুবাদক মোহাম্মদ রকীবুদ্দিন আহমদ হুসাইন। বাংলা ভাষায় বইটির নামকরণ করা হয়েছে 'সুন্নাতে রাসুল আকড়ে ধরা এবং বিদআত থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য' বইটি দেশ-বিদেশে বিশেষ করে হজ্ব মৌসুমে হাজী সাহেবানদের নিকট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

লেখক বইটির বিভিন্ন স্থানে মিলাদুন্নবী মাহফিলের বিরূপ সমালোচনা করেছেন এবং ইহাকে নাজায়েজ ও জঘন্যতম বিদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে ধর্মপ্রাণ নবীপ্রেমিক মুসলমান পাঠকদের অন্তরে কঠোরভাবে আঘাত হেনেছে। অনেকে বইটি নিয়ে আমার নিকট এসেছেন এবং এর সঠিক জবাব দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

উক্ত বইয়ের ২য় পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্য কারো জন্ম উৎসব পালন করা জায়েজ নয়। বরং তা বারণ করা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা এটি ধর্মে নবপ্রবর্তিত একটি বিদআত।

আবার ৯ম পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে- ধর্মের সাথে মিলাদ মাহফিল বা যাবতীয় জন্মবার্ষিকী পালনের কোন সম্পর্ক নেই। বরং যে বিদআতসমুহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ ও সতর্ক করেছেন এটি সেগুলোরই অন্তর্ভুক্ত।

এই বক্তব্যের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে উক্ত বইয়ের ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠায় চারখানা হাদীসের অনুবাদও পেশ করা হয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

প্রথম হাদীস : তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– আমাদের এই ধর্মে যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখান হবে।

দিতীয় হাদীস : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– কেউ যদি এমন কাজ করে যা আমাদের এই ধর্মে নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

তৃতীয় হাদীস : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান কখনো ধর্মে নব প্রবর্তিত কোন বিষয় গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক নব পবর্তিত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্ঠতা।

চতুর্থ হাদীস : রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুময়ার দিন খুৎবায় বলতেন, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের হেদায়াত। সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয় বিদআত এবং এরূপ প্রতিটি বিদআতই পথভ্রষ্টতা।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা মুফতি বায সাহেব বুঝাতে চেয়েছেন, মিলাদুন্নবীর মাহফিল একটি নব আবিষ্কৃত বিদআত এবং সকল প্রকার বিদআতই ভ্রষ্টতা। ইসলাম ধর্মে এর কোন স্থান নেই।

তার এই মনগড়া বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দলিল হিসেবে উপরিলিখিত চারখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছেন। অথচ মিলাদ শরীফ পাঠ করা যে, সুন্নাত নতুন কিছু নয় বরং নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়েকেরাম এর যুগ থেকে চলে আসছে তার বহু প্রমাণ রয়েছে।

উপরোক্ত পাঠকমহলের অনুরোধে বিশেষ করে যুক্তরাজ্য কার্ডিফ রিভার সাইড জামে মসজিদের ইমাম জনাব মাওলানা হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী ও

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেবানদের অনুরোধে বিদআতের সংজ্ঞা কি? উহা কত প্রকার ও কী কী এবং উল্লেখিত চারখানা হাদিস শরীফ দ্বারা কোন্ প্রকারের বিদআত মুরাদ নেয়া হয়েছে, তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি এবং সংক্ষিপ্তভাবে এর জবাব লিখে আমার লিখিত হাকিকতে মিলাদ বা মিলাদ শরীফের মূল বইয়ের সাথে সংযোজন করে দিয়েছি।

পরিশেষে, আল্লাহপাকের দরবারে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে সুন্নাত মোতাবেক চলার ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করেন। আমিন ইয়া রাব্বালল আলামিন।

-গ্রন্থকার

বিদআতের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ

বিশ্ববিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য লোগাতের কিতাব ও বিভিন্ন মু'তাবর কিতাবসমূহে বিদআত শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ সম্পর্কে যা উল্লেখ রয়েছে, তা নিম্নরূপ–

লোগাতে আলমনজিদের ২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে–

اَلْبِدْعَةُ: ج بِدَع : مَاأُحْدِثَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ

অর্থাৎ বিদআত এমনসব নতুন কাজ, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

অনুরূপ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তাঁর লিখিত মিশকাত শরীফের শরাহ 'মিরকাত' নামক কিতাবের আল এ'তেসাম বিল কিতাব 'ওয়াসসুন্নাহ' শীর্ষক অধ্যায়ে মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম নববী (রঃ) এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন–

قَالَ النَّوَوِىْ اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْئٍ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثْلٍ سَبَقَ وَفِى الشَّرْعِ اِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ এমন সব কাজ করা বিদআত যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। শরীয়তের ক্ষেত্রে বিদআত হচ্ছে ঐ সকল কাজের সূচনা করা যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল না।

আলকামুসুল মুহিত ৯০৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে–

(اَلْبِدْعَةُ) بِالْكَسْرِ: اَلْحَدَثُ فِى الدِّيْنِ بَعْدَ الْاِكْمَالِ اَوْ مَااسْتُحْدِثَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَهْوَاءِ وَالْاَعْمَالِ۔

অর্থ– বিদআত হাল দ্বীনের পূর্ণতার পর দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু উদ্ভব হওয়া অথবা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খায়েশাত ও আমল সম্পর্কিত কোন কিছুর নতুন উৎপত্তি।

আল্লামা ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বিদআত শব্দের অর্থ লিখেছেন–

اِنْشَاءُ صَنْعَةٍ بِلَا اِحْتِذَاءٍ وَاِقْتِدَاءٍ۔

অর্থাৎ পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুকরণ অনুসরণ না করেই কোন কার্য নতুনভাবে আবিষ্কার করা।

আর দ্বীন বা ধর্মের ক্ষেত্রে যে বিদআত তার সংজ্ঞা লিখেছেন–

وَالْبِدْعَةُ فِى الْمَذْهَبِ اِيْرَادُ قَوْلٍ لَمْ يَسْتَنَّ قَائِلُهَا وَفَاعِلُهَا فِيْهِ بِصَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ وَاَمَاثِلِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ وَاُصُوْلِهَا الْمُتْقَنَةِ

(مفردات)

অর্থাৎ 'মাজহাব বা দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদআত হচ্ছে এমন কোন কিছু উপস্থাপন করা, যার প্রতি আক্বীদাপোষণকারী ও এমন আমলের অনুসারী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

লোক সাহেবে শরীয়ত বা শরীয়ত প্রবর্তক দ্বারা অনুমোদন পায় নাই। অর্থাৎ যে আক্বীদা ও আমল সুন্নাতে রাসুলের পরিপন্থি) এবং যা পুর্বসূরী (উম্মতের) মধ্যে কোন মিছাল বা নমুনা নেই এমনকি ইহার কোন উজ্জ্বল ভিত্তিও নেই।'

উপরোক্ত এবারতের মর্মে স্পষ্ঠভাবে প্রতীয়মান হল যে, বিদআত প্রথমত দুই প্রকার–

(১) বিদআত ফিল এ'তেক্বাদ বা আক্বীদাগত বিদআত।

(২) বিদআত ফিল আ'মাল বা আমলী বিদআত।

উল্লেখ্য যে প্রত্যেক আক্বীদাগত বিদআতই গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা যার পরিণাম জাহান্নাম।

বিদআতি বলতে আক্বীদাগত বিদআতকেই বুঝানো হয়ে থাকে। যে বিদআতের ব্যাপারে অধিক সতর্ক করা হয়েছে, তা আক্বীদাগত বিদআতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

'দুররুল মুখতার' নামক কিতাবের সালাত অধ্যায়ের ইমামত শীর্ষক আলোচনায় রয়েছে–

وَمُبْتَدِعٍ اَىْ صَاحِبِ بِدْعَةٍ وَهِىَ اِعْتِقَادُ خِلَافِ الْمَعْرُوْفِ عَنِ الرَّسُوْلِ ـ

অর্থাৎ 'বিদআত হচ্ছে সে আক্বীদাপোষণকারী, যে আক্বীদা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তার খেলাফ বা ব্যতিক্রম আক্বীদা পোষণ করা।'

এ প্রসঙ্গে হাফিজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী (রাঃ) তাঁর লিখিত 'ফতহুল বারী শরহে বুখারী' নামক কিতাবের ৪র্থ জিলদের ২৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

اَلْبِدْعَةُ اَصْلُهَا مَااُحْدِثَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَتُطْلَقُ فِى الشَّرْعِ فِىْ مُقَابِلِ السُّنَّةِ فَتَكُوْنُ مَذْمُوْمَةً وَالتَّحْقِيْقُ اَنَّهَا اِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ حَسَنَةٌ وَاِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ مُسْتَقْبِحَةٌ وَاِلَّافَهِىَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ وَقَدْ تَنْقَسِمُ اِلَى الْاَحْكَامِ الْخَمْسَةِ ـ (فتح البارى شرح بخارى)

অর্থাৎ বিদআত বলা হয় এমন নতুন উদ্ভাবিত আক্বীদা ও আমলকে যা পূর্ব সুরীদের মধ্যে কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাতের বিপরীত আক্বীদা ও আমলকে বিদআত বলা হয়। অতএব সুন্নাতের পরিপন্থি বা সুন্নাত ধ্বংসকারী আক্বীদা ও আমল অবশ্যই নিন্দনীয় হবে।

প্রকৃতপক্ষে বিদআতের তাহকিক বা বিশ্লেষণ হলো– বিদআত যদি কোন শরীয়ত সম্মত ভাল কাজের মধ্যে গণ্য হয় (বরং সুন্নাতের সহায়ক হয় ধ্বংসকারী না হয়) তবে তা বিদআতে হাসানা বা ভাল বিদআত বলে গণ্য হবে। আর যদি তা শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ ও জঘন্য কাজ হয়, (অর্থাৎ এ বিদআত প্রচলনে একটা সুন্নাত উৎখাত হয়ে পড়ে এবং সুন্নাতের জায়গায় এ জঘন্য বিদআত স্থান লাভ করে) তবে তা বিদআতে মুসতাক্ববিহা বা জঘন্য বিদআত বলে গণ্য হবে।

আর যদি এ বিদআত শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম অথবা জঘন্যতম উভয়ের মধ্যে কোনটাই না হয় তবে তা মুবাহ বা বৈধ বিদআত এবং বিদআতের হুকুমসমূহ পাঁচভাগে বিভক্ত। (তার বিস্তারিত আলোচনা পরে বয়ান করা হবে)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

উল্লেখ্য যে, আক্বীদাগত বিদআতের কোন প্রকারভেদ নাই বরং আক্বীদাগত প্রত্যেকটি বিদআতই গোমরাহী, যার পরিণাম জাহান্নাম, যে আক্বীদাগত বিদআতের দরুণ ৭২ দলের সৃষ্টি হয়েছে।

অনুরূপ সহীহ বুখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রঃ) 'উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী' নামক কিতাবে বিদআতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে লিখেন–

اَلْبِدْعَةُ فِى الاَصْلِ اِحْدَثُ اَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فِى زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْبِدْعَةُ عَلٰى نُوْعَيْنِ اِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِى الشَّرْعِ فَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَاِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ •

অর্থাৎ বিদআত মূলত এমন কাজ, যা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার পরে আবিষ্কার হয়েছে।

বিদআত দুই প্রকার–

(১) বিদআতে হাসানা।

(২) বিদআতে মুসতাক্ববিহা।

(১) বিদআতে হাসানা– বিদআত যদি শরীয়তসম্মত কোন ভাল কাজের মধ্যে গণ্য হয়, তবে তা বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত বলে বিবেচিত হবে।

(২) বিদআতে মুসতাক্ববিহা– আর যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে মন্দ বা খারাপ কাজ হয় তবে তা বিদআতে মুসতাক্ববিহা বা মন্দ বিদআত বলে গণ্য করা হবে।

www.AmarIslam.com

নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ুতী (রাঃ) 'আলহাভী লিল ফতোয়া' নামক কিতাবের ১ম জিলদের ১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

رَوَى اَلْبَيْهَقِى بِاِسْنَادِهٖ فِى مَنَاقِبِ الشَّافِعِىْ عَنِ الشَّافِعِىْ قَالَ اَلْمُحْدَثَاتُ مِنَ الْاُمُوْرِ ضَرْبَانِ اَحَدُهُمَا مَااَحْدَثُ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا وُسُنَّةً اَوْ اَثْرًا اَوْاِجْمَاعًا فَهٰذِهٖ اُلْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ وَالثَّانِىْ مَااَحْدَثُ مِنَ الْخَيْرِ لَاخِلَافَ فِيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هٰذَا وَهٰذِهٖ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ •

অর্থাৎ 'ইমাম বায়হাকী নিজ সনদে ইমাম শাফী (রঃ) এর শানে ইমাম শাফী (রঃ) থেকে বর্ণনা করে ইমাম শাফী বলেন– ধর্মীয় ব্যাপারে নতুন আবিষ্কার দু প্রকার–

প্রথমত– সেসব নব আবিষ্কার যা কোরআন, সুন্নাহ, আছার এবং ইজমার পরিপন্থি বা খেলাফ এগুলো বিদআতে দালালা বা পথ ভ্রান্ত বিদআত।

তৃতীয়ত– সে সকল ভাল প্রচলন, যা কোরআন সুন্নাহ ও ইজমার খেলাফ নয়, তা নিন্দনীয় বিদআতের মধ্যে গণ্য নয়।'

সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধান 'আল মিছবাহুল মুনির, নামক কিতাবের ৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে –

(بِدْعَةٌ) وَهِىَ اِسْمٌ مِنَ (الْاِبْتِدَاعِ) كَالرِّفْعَةِ مِنَ الْاِرْتِفَاعِ ثُمَّ غَلَبَ اِسْتِعْمَالُهَا فِيْمَا هُوَ نَقْصٌ فِى الدِّيْنِ اَوْ زِيَادَةٌ لَكِنْ قَدْ يَكُوْنُ بَعْضُهَا غَيْرَ مَكْرُوْهٍ فَيُسَمَّى بِدْعَةً مُبَاحَةً وَهُوَ مُصْلَحَةٌ يَنْدَفِعُ بِهَا مَفْسَدَةٌ •

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

অর্থাৎ 'বিদআত ইহা اَلْاِبْتِدَاعُ (আলইবতেদা) এর ইসিম যেমন রিফয়াত শব্দটি اَلْاِرْتِفَاعُ (আল ইরতেফা) এর ইসিম।

তারপর বিদআতের ব্যবহার এমন কাজের প্রতি প্রাধান্য লাভ করল, যা দ্বীনের ক্ষতিসাধনকারী অথবা দ্বীনের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজনকারী হিসেবে গণ্য হয়।

উপরোক্ত কতেক বিদআত রয়েছে যা মাকরূহ বা দোষণীয় নয়, যার নামকরণ করা হয়েছে বিদআতে মুবাহা অর্থাৎ বৈধ বিদআত, ইহা অনেক সময় মুসলাহা বা নেক কাজে পরিণত হয়ে থাকে, যা দ্বারা মাফসাদা (শরীয়তে ক্ষতিকর বস্তু) দূরীভূত হয়ে যায়। অর্থাৎ শরীয়তের বিশিষ্ট আলেমগণ যাকে বিদআতে হাসানা নামে অভিহিত করে থাকেন।'

উপরিলিখিত বিদআতের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থের পর্যালোচনা দ্বারা স্পষ্ঠভাবে প্রতীয়মান হল–

বিদআতে শরয়ী প্রথমত দুই প্রকার–

(১) বিদআত ফিল এ'তেকাদ বা আক্বাঈদী বিদআত।

(২) বিদআত ফিল আমল বা আমল সংক্রান্ত বিদআত।

আক্বাঈদী সকল বিদআতই মন্দ ও গোমরাহী, যার কোন প্রকারভেদ নাই। শরীয়তে এর উপরই কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে, যেমন খারেজী, রাফেজী, ওহাবী ইত্যাদি আক্বীদা পোষণ করা।

বিদআত ফিল আমল আবার দুইভাগে বিভক্ত–

(১) বিদআতে সাইয়া– ঐ সকল আমল যা সুন্নাতে রাসূলের পরিপন্থি বা সুন্নাত ধ্বংসকারী।

(ক) যে নতুন আমল বা কাজ দ্বারা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্বাদাহ রহিত হয়, তাকে বিদআতে মাকরুহে তানজিহি বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

(খ) আর যদি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ রহিত হয়, তবে বিদআতে মাকরুহে তাহরিমী।

(গ) উপরোক্ত যে বিদআতের দ্বারা ওয়াজিব রহিত হয় অর্থাৎ ওয়াজিব বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে ইহা বিদআতে হারাম। বা মাকরুহে তাহরিমী বলা হয়ে থাকে।

(২) বিদআতে হাসানা– ঐ সকল আমল যা সুন্নাতে রাসূলের পরিপন্থি নয়, সুন্নাতে রাসুলের ধ্বংসকারী ও নয়, বরং সুন্নাতে রাসুলের সাহায্যকারী ও সহায়ক।

বিদআতে হাসানা তিন প্রকার–

(১) বিদআতে মুবাহা বা জায়েয– ঐ সকল নতুন কাজ যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং তা পালন করার মধ্যে কোন সওয়াবও নেই, গুনাহও নেই, যেমন ভাল ভাল খানাপিনার ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করা।

(২) বিদআতে মুস্তাহাব– এমন নতুন কাজ প্রবর্তন করা, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় বরং দ্বীনের কল্যাণে সাধিত হয়, যেমন দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা ও বর্তমান প্রচলিত মিলাদ শরীফের মাহফিলের আয়োজন করা। প্রকারান্তরে মিলাদ শরীফের আলোচনা মূলত সুন্নাতরূপে প্রমাণিত, যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) বিদআতে ওয়াজিব- যেমন, হক্ব প্রতিষ্ঠায় কোরআন সুন্নাহভিত্তিক দলিল পেশ করা, কোরআন সুন্নাহকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য ইলমে নাহু বা আরবি গ্রামার শিক্ষা করা ইত্যাদি।

সারকথা হলো এই বিদআত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে–

(১) ঐ সকল নতুন কাজ যা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে সূচিত হয়েছে।

(২) সুন্নাতের পরিপন্থি নতুন কাজ যা সুন্নাতকে বিলুপ্ত করে।

(৩) ঐ সব বদ আক্বীদাসমূহ যা পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম অর্থে ব্যবহৃত বিদআত দুই প্রকার।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

(ক) বিদআতে হাসানা।

(খ) বিদআতে সাইয়া।

দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত সকল বিদআতই সাইয়া যেসব ওলামায়ে কেরাম প্রত্যেক বিদআতকে সাইয়া বলেছেন, উহা দ্বিতীয় অর্থের বিদআত এবং হাদীস শরীফে বর্ণিত–

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী ইহা তৃতীয় অর্থের বিদআত অর্থাৎ আক্বীদাগত বিদআতই বুঝানো হয়েছে।

অতএব বিদআত সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ও ওলামায়ে কেরামের উক্তিসমূহ কোন বিরোধ নেই।

চারখানা হাদীস শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা

মুফতি বায সাহেব মিলাদুন্নবী উদযাপন বর্জনীয় বিদআত ও নাজায়েজ প্রমাণ করতে গিয়ে যে চারখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করেছেন নিম্নে তার ব্যাখ্যাসহ তার দাবি খণ্ডন করা হল–

তার উল্লেখিত প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিসদ্বয়ের মর্মার্থ প্রায় একই ধরণের। হাদিস শরীফখানা হল এই–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِى اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ۰ (متفق عليه)

অর্থাৎ 'হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি আমাদের এই ধর্মে এমন কোন নতুন কিছু প্রচলন করল যা ধর্মের মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)'

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত مَا لَيْسَ مِنْهُ (যা ধর্মের মধ্যে নেই) এর ভাবার্থ হলো যা ধর্মের বিপরীত ও ধর্মের পরিবর্তনকারী। যেমন আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) 'আশআতুল লোময়াত' কিতাবের এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন–

ومراد چیزی است که مخالف ومغیر آں باشد

অর্থ– হাদিস শরীফ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে, যা ধর্মের বিপরীত ও ধর্ম পরিবর্তনকারী।

শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা হাদিসসম্মত বটে। নিম্নে হাদিস শরীফ পেশ করা হল– মিশকাত শরীফের 'হাউজ ও শাফায়াত' অধ্যায়ে সাহাল বিন সায়াদ থেকে বর্ণিত, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন কিয়ামতে হাউজে কাউসারে আমি তোমাদের অগ্রগামী হব, যে আমার নিকট যাবে সে তা পান করবে, যে উহা পান করবে সে কখনো পিপাসিত হবে না, ঐ দিন আমার নিকট অনেক দল উপস্থিত হবে, আমি তাদেরকে চিনব এবং তাঁরাও আমাকে চিনবে, তারপর তাঁদের আমার মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে, আমি তখন বলব তারা আমার উম্মত তখন বলা হবে।

اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ ۰ (متفق عليه)

অর্থাৎ আপনার কি খেয়াল নেই? আপনার পরে তাঁরা বিদআতে লিপ্ত হয়েছে, তখন আমি বলব سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ

ধিক ধিক তাদের জন্য যারা আমার পরে সুন্নাতকে পরিবর্তন করেছে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদিস শরীফে আল্লাহর হাবীব বিদআতের সংজ্ঞা বয়ান করতে গিয়ে এরশাদ করেন لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যারা আমার পরে দ্বীনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে অর্থাৎ এমন আক্বীদা বা এমন নতুন কাজের প্রবর্তন করেছে যা দ্বীন সুন্নাত পরিবর্তনকারী।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা স্পষ্ঠভাবে প্রমাণিত হলো দ্বীনের পরিবর্তনকারী আক্বীদা ও সুন্নাত পরিবর্তনকারী আমলকেই বর্জনীয় বিদআত বলা হয়। সুতরাং হাদিস শরীফে উল্লেখিত

مَنْ اَحْدَثَ فِى اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

হাদিস দ্বারা মীলাদুন্নবী উদযাপন করা, নিন্দনীয় বা বর্জনীয়। বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কারণ প্রচলিত মিলাদ শরীফের মাহফিলের আয়োজন শরীয়তসম্মত পন্থায় করা হয়ে থাকে। যেমন মিলাদ মাহফিলের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়। দ্বীনের জরুরি মাসয়ালা মাসায়েল আলোচনা করা হয়। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফ বা পবিত্র জন্ম সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহ বয়ান করা হয়। পাশাপাশি দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহর হাবিবকে সালাত ও সালাম দেয়া হয়, যা কোরআনে পাকে নির্দেশিত আছে, তা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকারান্তরে মিলাদুন্নবী উদযাপন করায় ধর্মের কোন পরিবর্তন বা কোন সুন্নাতের পরিবর্তন হচ্ছে না, বরং ধর্মের সহায়কই হচ্ছে।

মুফতি বায সাহেব উল্লেখিত হাদিস শরীফের মনগড়া ব্যাখ্যা করে, মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠানকে নাজায়েয ও বর্জনীয় বিদআত বলেছেন এটা তার নিজস্ব মতবাদ বৈ কিছুই নয়। ইসলাম কারও ব্যক্তি মতবাদ সমর্থন করে না।

তাঁর (মুফতি বায সাহেবের) দলিল স্বরূপ উল্লেখিত তৃতীয় হাদীস –

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ (رواه احمد وابو داود والترمذى وابن ماجه)

অর্থাৎ 'হযরত ইরবাজ বিন সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সৎপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আকড়িয়ে ধর, প্রমাণ হিসেবে উহার (আমার ও খোলাফাদের সুন্নাতের) উপর নির্ভর করবে এবং উহাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকবে।

অতএব তোমরা বেঁচে থাকবে ধর্মে নতুন আবিষ্কৃত বিষয় থেকে। কেননা প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয় হচ্ছে বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজী)'

চতুর্থ হাদীস–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدٰى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ (متفق عليه)

অর্থ 'হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তারপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম হেদায়ত হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হেদায়ত। সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে মুহদাসাত বা ধর্মে নতুন আবিষ্কার এবং প্রত্যেক নতুন আবিষ্কার বা বিদআতই গোমরাহী।' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত শরীফ ৩০ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত দু'খানা হাদিসে

شَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ও مُحْدَثَاتُ الْاُمُوْرِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রবর্তিত বিষয়সমূহ। এর দ্বারা এ সকল বাতিল আক্বীদাসমূহ অথবা ঐ সমস্ত সুন্নাত ধ্বংসকারী মন্দ আমলসমূহকে বুঝানো হয়েছে যা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পরে ধর্মের মধ্যে আবিষ্কার করা হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে-

(১) সকল নব প্রবর্তিত বাতিল আক্বীদা যাকে বিদআতে এ'তেকাদী বলা হয়। এ'তেকাদী বিদআত প্রত্যেকটিই গোমরাহী যার পরিণাম জাহান্নাম।

যে সমস্ত হাদিসে বিদআত প্রবর্তনের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং উম্মতকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, এ'তেকাদী বিদআতের ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহর হাবিব এরশাদ করেন-

وَتفترق اُمَّتِى على ثلثٍ وسبعين مِلّة كُلّهم فِى النّار اِلَّا مِلّةً واحِدَةً قالُوْا مَنْ هِىَ يا رَسُوْل الله قال مَااَنَا علَيْهِ وَاَصْحَابِىْ• (رواه الترمذى• مشكوة شريف ص٣٠)

অর্থাৎ 'আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এবং একদল ব্যতীত বাকী সবদলই জাহান্নামী হবে, এ কথা শুনে সাহাবায়েকেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে নাজাতপ্রাপ্ত দল কোনটি? আল্লাহর হাবিব উত্তরে বললেন

مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে আক্বীদার উপর রয়েছি। (সে দলই নাজাতপ্রাপ্ত অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত)'

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফে ৭২ দলই বিদআতী, বদ আক্বীদার কারণেই গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হয়ে জাহান্নামী হয়েছে। যেমন রাফেজী, খারেজী, মু'তাজিলা ইত্যাদি বিদআতী ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত।

(২) ঐ সকল নব প্রবর্তন আমল, যা কোরআন সুন্নাহ ও ইজমার পরিপন্থি, যেগুলো রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আবিস্কৃত।

পূর্বে উল্লেখিত হাদিসদ্বয়কে যদি দ্বিতীয় অর্থে নেয়া হয় (অর্থাৎ সুন্নাতের বিপরীত বা সুন্নাত ধ্বংসকারী আমলসমূহ) তবে আমলের ক্ষেত্রে সে গোমরাহ হবে, ফাসিক ফিল আমল বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এ আমলী বিদআতের কারণে তাকে বিদআতী বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। অবশ্যই কবীরা গুনাহের কারণে তাকে ফাসিক বলা যাবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত বেলাল বিন হারেস মুজানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِى قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِى فَاِنَّ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اِبْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَايَرْضَاهَا اللهُ وَ رَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلَ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا• (رواه الترمذى ورواه ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو وعن ابيه عن جدّه)

অর্থাৎ 'আল্লাহর হাবিব বলেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতসমূহের এমন কোন সুন্নাত জিন্দা করবে যা আমার পর মুর্দা বা উঠে গেছে। সে সকল লোকের এমন সওয়াব রয়েছে যারা তা আমল করবে, তারা সে পরিমাণ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সওয়াবের অধিকারী হবে তদসমূদয় তাঁর আমল নামায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। অথচ অনুসরণকারীদেরও ছোয়াবের কোন অংশ কম করা হবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন বিদআতে দালালা বা গোমরাহ বিদআত আবিষ্কার করবে। যার প্রতি আল্লাহ ও রাসূল রাজী নন তাঁর জন্য, সে সকল লোকের গুনাহের পরিমাণ গুনাহ রয়েছে যারা এর উপর (গোমরাহ বিদআতের উপর) আমল করবে। অথচ তাদের (অনুসরণকারীদের) গুনাহের কোন অংশ কম করা হবে না।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা স্পষ্ঠভাবে প্রতীয়মান হলো যে, বিদআতে দালালা অর্থাৎ যে সকল বিদআত প্রচলনের দ্বারা সুন্নাতে রাসূল বিলুপ্ত হয় এবং সুন্নাতের স্থানে বিদআত প্রতিষ্ঠিত হয়, এমন মন্দ আমলী বিদআতের দরুণ যদিও আমলকারীকে বিদআতী বলে আখ্যায়িত করা যাবে না কিন্তু শক্ত গুনাহগার বা ফাসিক বলে অভিহিত করা যাবে।

মিশকাত শরীফের কিতাবুল ইলিম অধ্যায়ে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فله اجرها واجر مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنقص مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ ـ الحديث

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম তরীকা বা নিয়ম পদ্ধতি বের করবে, তার আমলনামায় উহার সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে, তারপর তার অনুসরণে যারা তা আমল করবে, তারা যে পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হবে, সে সকল সওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। অথচ অনুসরণকারীদেরও সওয়াবের কোন অংশ কম করা হবে না।' সুতরাং স্পষ্ঠভাবে প্রতীয়মান হল যে, ইসলামে কোন ভাল কাজের প্রচলন করা সওয়াবের কাজ, যে কাজ কোরআন সুন্নাহসম্মত।

যেমন বুখারী শরীফ জিলদে আউয়াল ২২৭ পৃষ্ঠায় আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল কারী বর্ণনা করেন- আমি হযরত ওমর (রাঃ) এর সাথে রমজান

মাসের একরাতে মসজিদে গেলাম। সেখানে লোকেরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে একা একা (তারাবীর) নামায পড়ছে। আবার কোথাও একজন নামায পড়ছে, আর তার সঙ্গে পড়ছে কিছু লোক। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন- আমি মনে করছি এ সব নামাযিকে একজন ক্বারীর পিছনে একত্রে নামায পড়তে দিলে খুবই ভাল হত। পরে তিনি তাই করার ফয়সলা করেন এবং হযরত উবাই ইবনে কায়াবের ইমামতিতে জামাতে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এ সময় এক রাতে আবার ওমর ফারুকের সাথে আমিও বের হলাম। তখন দেখলাম লোকেরা একজন ইমামের পিছনে জামায়াতবদ্ধ হয়ে তারাবীর নামায পড়ছে।

فَقَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ

তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন- এতো (জামায়াতের সাথে তারাবীর নামাজ আদায় করা) খুব ভাল বিদআত। পাঠকগণ হযরত ওমর (রাঃ) নিজেই নিজের প্রবর্তিত কাজকে উত্তম বিদআত বলে অভিহিত করলেন।

জানা আবশ্যক, একটি বিদআত যদি উত্তম হয়, তাহলে বুঝা যায় যে, আরো একটি বিদআত খারাপ রয়েছে। যেমন পূর্বোল্লিখিত হাদীস শরীফ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) মিশকাত শরীফের শরাহ 'মিরকাত' নামক কিতাবে লিখেছেন, যেহেতু আল্লাহর হাবীব মন্দ বিদআতের উল্লেখ করেছেন, এতে আর একটি বিদআত উত্তম রয়েছে।

(৩) এর দ্বারা প্রমাণিত হলো সব নব প্রবর্তিত কাজ মন্দ বিদআত নয়, বরং কোন কোন নব প্রবর্তিত বা প্রচলিত কাজ (বিদআত) ভাল, যাকে বিদআতে হাসানা বা সুন্নাত নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাম ইসমাইল হাক্বী (রঃ) তাফসিরে রুহুল বয়ান তৃতীয় খণ্ড ৪০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنِى النَّابِلِسِىْ فِىْ كَشْفِ النُّوْرِ عَنْ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ مَاخُلَاصَتُهٗ اِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ الْمُوَافِقَةُ لِمَقْصُوْدِ الشَّرْعِ تُسَمّٰى سُنَّةً.

অর্থাৎ 'হযরত শায়েখ আব্দুল গণি নাবিলিসী (রঃ) 'কাশফুন নূর আসহাবিল কুবুর' নামক কিতাবে এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার সারকথা হল নিশ্চয় বিদআতে হাসানা যা শরীয়তের মাকসুদ বা উদ্দেশ্যের অনুকূলে তাকে সুন্নাত বলে নামকরণ করা হয়েছে।'

প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের আয়োজনও ঈদে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান এ জাতীয় আমলসমূহ বিদআতে হাসানা বা সুন্নাতের মধ্যে গণ্য।

ইহাকে নাজায়েয ও জঘন্য বিদআত বলে প্রচারণা করা মুফতি বাব সাহেবের সম্পূর্ণ মনগড়া ফতোয়া। কোরআন সুন্নাহর নিরিখে তার ফতোয়া একেবারেই ভিত্তিহীন।

সংযোজন-২

'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পুস্তকের জবাব

সূচনা– ওহাবী দেওবন্দী বাতিল মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী সাহেব বর্তমানে তাদের দলের কাছে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ওয়াজ ও তাফসির মাহফিল নামে আয়োজিত সভায় যে সব বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকেন, তা পুস্তক আকারে এবং অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে তার দলীয় লোকেরা প্রচার করে থাকে। বিগত ২৭/১০/১৯৯৯ইং তারিখে সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাটুলগঞ্জ মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে ওলিপুরী সাহেব যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তার সাথে আরও কিছু কথা একত্রিত করে 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। এই পুস্তকের রচয়িতা মুফতি তালিবউদ্দিন আহমদ। আসলে বইটি পাঠ করলে খুব সহজেই বুঝা যায় এটা মুফতি সাহেবের রচিত নয় বরং ওলিপুরী সাহেবের বক্তব্য। বইটিতে পবিত্র মিলাদুন্নবী সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি, কোরআন, হাদিস ও আরবি গ্রামারের ভুল ব্যাখ্যাসহ উদ্ভট যুক্তিতে ভরপুর। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমি এর যথাযথ জবাব আমার লিখিত 'আহলে ছুন্নাত বনাম আহলে বিদআত' পুস্তকে দিয়েছি।

উক্ত 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' নামক পুস্তকে পবিত্র মিলাদ ও কিয়ামকে নাজায়েয প্রমাণ করতে গিয়ে প্রতারণামূলকভাবে এমন সব ভুয়া দলিল ও খোড়াযুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যা তাদের পূর্ববর্তী মিলাদ কিয়াম বিরোধী কোন ওহাবী খারেজীদের পক্ষে এমন দুঃসাহস দেখানো সম্ভব হয়নি। যেমন আমরা মিলাদ শরীফে পাঠ করে থাকি–

ইয়া নবী সালামু আলাইকা
ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা
সালাওয়া তুল্লা আলাইকা

যুগ যুগ ধরে নবীজীকে সালাত ও সালাম দেয়ার উক্ত আরবি ছন্দকে ওলিপুরী সাহেব আরবি গ্রামারের দৃষ্টিতে ভুল বলার দুঃসাহস করেছেন। যেমন–

১। উক্ত পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে– 'ইয়া নবী বা ইয়া রাসুল বলে ডাকলে আরবি গ্রামার মতে এমন নবীও রাসূল বুঝায়, যাকে ডাকার আগে তিনি অপরিচিত ছিলেন। অথচ আমাদের মহানবী (সঃ) কে এভাবে ডাকার পূর্ব থেকেই তিনি সমস্ত জগৎবাসীর কাছে সুপরিচিত। তাই তাকে ইয়ানবী বা ইয়া রাসূল বলে ডাকা তার সুপরিচিতবোধক মর্যাদার পরিপন্থি।'

২। উক্ত পুস্তকের ৮৬/৮৭ পৃষ্ঠায় ইয়া নবী সালামু আলাইকা বাক্যটি সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'প্রথমতঃ এটা আরবি গ্রামার মতে ভুল হয়। দ্বিতীয়তঃ সুন্নতের পরিপন্থি হয়। তৃতীয়তঃ এভাবে ভুল উচ্চারণের মাধ্যমে সালাম করলে তা সালাম হয়না। চতুর্থতঃ এ ভুল উচ্চারিত সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব হয় না। পঞ্চমতঃ এভাবে ভুল উচ্চারণের সালাম করা জাহিল মূর্খদের কাজ।'

তিনি তার দাবির স্বপক্ষে নিম্নলিখিত দু'টি দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন– ফতোয়ায়ে শামী ষষ্ঠ খণ্ডের ৪১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

وَاَنَّهُ لا يَجِبُ رَدُّ سَلَامْ عليكمْ بِجزمِ الْمِيْم قالَ الشَّامِىْ بِجَزْمِ
الْمِيْم الْاَوْلٰى بِسّكُوْنِ الْمِيْم ۔ قَالَ ۔۔۔ وَكَانَ عَدْمُ الْوُجُوْبِ لِمُخا
لِفَةِ السُّنَّةِ الَّتِىْ جَاءَتْ بِالتَّرْكِيْبِ الْعَرَبِىْ–

অর্থাৎ সালাম আলাইকুম বলে সালাম দিলে এর জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়। কারণ এটা সুন্নতের পরিপন্থি। আর সুন্নাত হচ্ছে আরবি গ্রামার মোতাবেক।

তারপর কয়েক লাইন পরে লিখিত আছে–

www.AmarIslam.com

ولفظُ السَّلامِ فِى الْمَوَاضِع كُلِّهَا السَّلام عليكم او سلام عليكم
بِالتَّنْوِيْنِ وَبِدُوْنِ هٰذَيْنِ كَمَا يَقُوْلُ الْجُهَّالُ لَايَكُوْنُ سَلَامًا–

অর্থাৎ সালামের সর্বক্ষেত্রে এটা উচ্চারণের দু'টি মাত্র পদ্ধতি আছে। একটা হচ্ছে আস সালামু আলাইকুম। আরেকটা হচ্ছে সালামুন আলাইকুম। এ দুভাবে ছাড়া ভিন্নভাবে উচ্চারণ করলে সেটা হবে মূর্খদের কাজ এবং সালামই হবে না।

৩। ওলিপুরীর মতে নবীজীকে সম্বোধন করে সালাম দেয়ার একমাত্র নিয়ম হল– আসসালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ বলে। সুতরাং ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলে সালাম দেওয়া ভুল।

তার দাবির স্বপক্ষে উক্ত পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত দলিল পেশ করেন–

وَعَلَّمَهُمْ فِى التَّحِيَّاتِ كَيْفَ السَّلَام عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ۔

অর্থাৎ আল্লাহ আত্‌তাহিয়্যাত এর মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সালাম দেয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, আর তা হচ্ছে আসসালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ ওয়ারাহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

৪। ওলিপুরীদের মতে নবীজীকে সালাম দেয়ার নিয়ম হল– সালামের বাক্য আগে হবে এবং সম্বোধনের বাক্য পরে হবে। অর্থাৎ বলতে হবে সালাম আলাইকা ইয়া নবী। অথচ আমরা বলে থাকি ইয়া নবী সালামু আলাইকা। সুতরাং এটা ভুল। এ দাবির স্বপক্ষে উক্ত পুস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন– (ক) হাদিস শরীফে রাসূল (সাঃ) বলে দিয়েছেন যে সালামের বাক্য অন্য কথার আগে ব্যবহার করতে হবে। (খ) তিনি বলেন– আত্‌তাহিয়্যাৎ এর মাধ্যমে নবীকে সালাম দেয়ার যে পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়েছে আসসালামু আলাইকা প্রথমে উচ্চারণ করত আগে নবীর প্রতি সালাম পেশ করার পর আইউহান্নাবীউ বলে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

৫। হাফিজুল হাদিস শায়খ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া (রঃ) যিনি সেই যুগের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। যিনি মিলাদ শরীফ সম্পর্কে সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন। সে মহান ব্যক্তি সম্পর্কে উক্ত পুস্তকে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা ও কুৎসা রটনা করা হয়েছে।

এসব প্রতারণামূলক বক্তব্য ভুয়া দলিল ও কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যাকারীদের মুখোশ উন্মোচনের লক্ষ্যে আমার এ ক্ষুদ্রতম প্রয়াস। তাছাড়া ইয়া নবী সালামু আলাইকা বাক্যটি যে আরবি গ্রামার ও শরীয়ত মতে সহি শুদ্ধ তা প্রয়োজনীয় দলিলাদির মাধ্যমে সুন্নি মুসলমান আশিকে রাসূলদের সামনে পেশ করা আমার ঈমানী দায়িত্ব।

পাঠকের অনুরোধে বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি আমার লিখিত 'হাকিকতে মিলাদ' নামক বইয়ের সাথে সংযোজন করে দিলাম। আল্লাহ যেন বাতিলদের প্রতারণা থেকে আমাদের ঈমান আমলকে হেফাজত রাখেন। আমীন।

-গ্রন্থকার

'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' শরিয়তমতে শুদ্ধ

উত্তর– মিলাদ শরীফের মাহফিলে পঠিত সালাত ও সালাম তথা ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা, সালাওয়া তুল্লা আলাইকা, পাঠ করা শরিয়ত মতে শুদ্ধ। এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

আল্লাহপাক তাঁর কালামে পাকে নিজেই এরশাদ করেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ তোমরা আমার হাবিব (দঃ) এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর এবং তাঁর খেদমতে সালাম পেশ কর। অর্থাৎ প্রেম ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ সালাম পেশ করার মতো কর।'

উক্ত আয়াতে ঈমানদারগণকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাত ও সালাম পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে পড়তে হবে? এ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَاَحْسِنُوا الصَّلٰوةَ

তোমরা যখন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পড়বে তখন উহাকে সুন্দর করে করে পড়বে। (তাফসিরে রুহুল মায়ানী)

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী (রাঃ) 'জযবুল কুলুব' নামক কিতাবের ২৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

حدیث شریف میں أیاھے کہ اذا صلیتم علی فاحسنوا الصلوۃ
یعنی جب تم مجھپر درود پڑھو تو اسے خوبسورت بنا کر پڑھو-
بعض مفسرین نے اس ایت کی تفسیر میں کھاھے، وقولواللناس
حسنا کہ ناس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں اور
قول احسن سے مراد اپ کا درود شریف ھے اور سدی
جوعلماۓ تفسیر سے ھے - جماعت صحابہ وغیرھم رضی اللہ
عنھم سے نقل کرتے ہیں کہ جس کو حق تعالی نی بیان شانی
شریفہ وعظمت کو صلوات وتسلیمات تصنیف وایجاد کرکی
ظاھر کرئ اور اس راہ کی چلنی والوں اور اس نعمت کے قدر
جانی والوں میں داخل ہواس حکم عالی کی بجالانی والوں
میں سی ہوگا-اور بعض صیغوں کی فضیلت میں جو اختلاف

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

ہے توغالب ہے کہ معتمداس کایہی حدیث ہوگی اور اس
بناپراکابرسلف وخلف نے صیغہ بلیغہ اور کلمات بالغہ مطابق
اسکے جوماثور ہیں تصنیف کئے ہیں-

অর্থাৎ হাদিস শরীফে আছে إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَاَحْسِنُوْا الصَّلٰوةَ তোমরা যখন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে তখন উহাকে সুন্দর করে তৈরি করে পড়বে। কতেক মুফাসসিরানে কেরাম وقولوا للناس আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যায় বলেছেন نَاس (নাস) দ্বারা মুরাদ হচ্ছে হযরত মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং حُسْن (কাওলে হাছন) দ্বারা মুরাদ হচ্ছে তাঁর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা । সুদ্দি (রাঃ) একদল সাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যান্য (তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন) থেকে বর্ণনা করেছেন, যাকে আল্লাহ তা'য়ালা চমৎকার বর্ণনা বিশুদ্ধ অর্থপূর্ণ ও প্রাঞ্জল শব্দাবলী প্রয়োগের ক্ষমতা দান করেছেন, যদি সে ব্যক্তি উপরোক্ত আয়াত শরীফের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে দরূদ ও সালাম নিজে রচনা ও আবিষ্কার করে তা প্রকাশ করে, তাতে সে ঐ আয়াতে কারিমা আমলকারীদের মধ্যে এবং এ নি'য়ামতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দরূদ ও সালাম সম্বলিত কোন কোন শব্দাবলী ফজিলতের দিক দিয়ে উত্তম, এ রেওয়ায়েতটি হলো এর ভিত্তি। এ কারণেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম বুজুর্গানে দ্বীন কর্তৃক বর্ণিত প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন দরূদ শরীফ ও সালাম লিপিবদ্ধ রয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশানুসারে প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর যে কোন ছন্দে, যে কোন ভাষায় রচিত সালাত ও সালাম পেশ করা সম্পূর্ণ শুদ্ধ রয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় মিলাদ শরীফে পঠিত সালাত ও সালাম এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইমাম কুরতুবী তদীয় তাফসিরে নবীজীকে সালাম দেয়ার যে পদ্ধতি মে'রাজ সংক্রান্ত হাদিস দ্বারা বর্ণনা করেছেন, তা আমাদের মিলাদ মাহফিলে পঠিত দরুদ ও সালাম পড়ার ব্যতিক্রম নয়। কারণ ইমাম কুরতুবী (রাঃ) সালাত ও সালাম পড়ার সময় সম্বোধনের বাক্য আগে এবং সালামের বাক্য পরে বললে সালাম আদায় হবে না বা শরিয়ত মোতাবেক অশুদ্ধ হবে এমন কোন উক্তি তাঁর তাফসিরে উল্লেখ করেননি। শুধুমাত্র সালামের একটি ধারা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তাফসিরে কুরতুবীর এবারত উল্লেখ করে মিলাদ মাহফিলে পঠিত সালাত ও সালাম শরিয়ত মতে নিষেধ বা অশুদ্ধ বলা ওলীপুরীর নিজস্ব উক্তিমাত্র। এর দ্বারা তার দাবি প্রমাণিত হয় না।

আল্লামা শামী সালাম দেয়ার যে দু'টো পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন তা ' اَلسَّلَامُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ (আসসালামু বাইনাল মুসলিমিন) তথা মুসলমানদের পারস্পরিক সালাম প্রদান প্রসঙ্গে। আর আমাদের আলোচ্য বিষয় হল اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِىِّ (আসসালাতু ওয়াসসালামু আলান্নাবী) তথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত সালাম পাঠ করা সম্পর্কে। পারস্পরিক সালামের এক হুকুম আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করার ভিন্ন হুকুম। শামী কিতাবের পারস্পরিক বিধানকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করার ক্ষেত্রে নিয়ে আসা মূর্খ জাহিলদেরই কাজ। কোন যোগ্য আলেমের কাজ হতে পারে না। যেহেতু নবীজীর উপর বিভিন্ন ভাষায় দরূদ ও সালাম পাঠ করার রীতি শরিয়ত মতে প্রমাণিত আছে।

সালামের বাক্য আগে হবে না পরে হবে এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে আছে–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ (رواه الترمذى وقال هذا حديث منكر)

অর্থাৎ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কালাম বা কথাবার্তার পূর্বে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সালাম করবে। ইমাম তিরমিজি এই হাদিসকে মুনকার বলে অভিহিত করেছেন।

সুতরাং মুনকার বা দুর্বল হাদিস দ্বারা শরিয়তের কোন বিধান হ্যাঁবোধক হোক বা নাবোধক হোক কোন কিছুই প্রমাণিত হবে না। তবে এর দ্বারা মুস্তাহাব বা উত্তম সাবিত হবে। সুতরাং সালামের ক্ষেত্রেও সালামের বাক্য আগে এবং কালামের বাক্য পরে উত্তম সাবিত হবে। তাও আবার গদ্যের ক্ষেত্রে পদ্যের ক্ষেত্রে নয়। কারণ পদ্যের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে রূখসাত বা শিথিলতা রয়েছে। এ জন্যই পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন, আউলিয়ায়ে কেরাম ও হক্কানী উলামায়ে কেরামগণ উভয় মতেই নবীজীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করে আসছেন।

মুফাসসিরকুল শিরমণি আল্লামা ইসমাইল হাক্কী বরুসয়ী (রাঃ) তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক তাফসির গ্রন্থে ৭ম জিলদের ২৩৬ পৃষ্ঠায় সূরা আহযাবের ৬৫নং আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত মাসয়ালার বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নলিখিত কবিতাটি উল্লেখ করেছেন–

يَا نَبِى اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ–اِنّما الفوزُ والفلاحُ لَدَيْكَ

অর্থাৎ 'আয় আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি সালাম, নিশ্চয় বিজয় ও সাফল্য কেবল আপনার মহান দরবারেই রয়েছে।'

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সম্বোধনের বাক্য আগে রয়েছে এবং সালামের বাক্য পরে রয়েছে। নজদী ওহাবীদের অনুসারী ওলীপুরী ও তার দোসররা উক্ত পুস্তকের মধ্যে يَـٰاَنَبِىُّ سَلَامٌ عَلَيْكَ (ইয়া নবী সালামু আলাইকা) এর মধ্যে সম্বোধন বাক্য আগে থাকার কারণে এ ধরণের সালাম প্রদানকে ভুল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তার এ কথা জানা নেই যে, নসর বা গদ্যে ও নজম বা পদ্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা নসরে যা উত্তম, ক্ষেত্র বিশেষ নজমে তা এর ব্যতিক্রম। এ জন্যই তো তাফসিরে রহুল বয়ানের মুসানিফ আল্লামা ইসমাইল হাক্কী বরুসয়ী (রাঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সালামের ধারা বয়ান করতে গিয়ে প্রথমে নসর পরে

www.AmarIslam.com

নজম উভয়ের উদাহরণ দিয়ে নজম ও নসরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, নিম্নে এবারত পেশ করা হল–

তাফসিরে রুহুল বয়ান ৭ম খণ্ড ২৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

وَمِنْها قوله (اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْحَرَمَيْن

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْخَافِقَيْن

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الثَّقَلَيْن...)

এখানে আল্লামা ইসমাইল হাক্কী বরুসয়ী (রাঃ) নসর বা গদ্যের ভাষায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম আরজ করার ধারা বয়ান করতে গিয়ে সালামের বাক্য আগে এবং সম্বোধনের বাক্য পরে উল্লেখ করেছেন।

এর কয়েক লাইন পরে নজম বা পদ্যের ভাষায় সালাম আরজ করার ধারা বয়ান করতে গিয়ে সম্বোধনের বাক্য আগে এবং সালামের বাক্য পরে উল্লেখ করে বলেছেন–

يَا نَبِى اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ–اِنّما الْفَوْزُ وَالْفَلَاحُ لَدَيْكَ

তারপর আরবি ভাষা ছাড়া অনারবীয় ভাষা যেমন ফার্সি কবিতাকারে আলিফ লাম ও তানবিন ব্যতীত শুধু সালাম শব্দ দ্বারা নবীজীর দরবারে সালাম পেশ করার ধারা বয়ান করতে গিয়ে বলেছেন–

بسلام امدم جوابم ده– مرهمی بردل خرابم نه

پس بود جاه واحترام مرا– ايك عليك ازتو صد سلام مرا–

উল্লেখ্য যে, ইলমুল আরুজ শাস্ত্রের সূত্র রয়েছে–

اَلنّظمُ يَسَعُ فِيْهِ مَالَا يَسَعُ فِيْ غَيْرِهِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

অর্থাৎ কবিতায় এমন সব ধারা সচল রাখা হয়েছে যে সব গদ্যের বেলায় একেবারেই অচল।

মজার ব্যাপার হল কথিত মুফতি তালিব উদ্দিনের সহযোগী মৌলভী নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর ওস্তাদ লালবাগ মাদ্রাসার সাবেক মুহাদ্দিস তথাকথিত শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব তদীয় বুখারী শরীফ (বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা) পঞ্চম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণের ৪৯ ও ৫০ পৃষ্ঠায় ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা, সালাওয়া তুল্লা আলাইকা বলেছেন ও লিখেছেন নিম্নে তা প্রদত্ত হল–

'সৃষ্টির প্রাণ পেয়ারা রাসূল মোস্তফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব ও শুভাগমনে আনন্দের হিল্লোল উঠিল সমগ্র ধরণীতে যাহার জন্য সমস্ত মাখলুকাতের সৃষ্টি যাহার জন্য আরশ, করছি, লৌহ- কলম, আসমান-জমিন, মানুষ, ফেরেশতা, আজ তিনি আসিয়াছেন শত উর্ধ্বের উর্ধ্ব হইতে এই ধুলির ধরণীতে, তাই হর্ষে ও আনন্দে সমাদৃত করিয়াছে তাহাকে নিখিল সৃষ্টি, অভিনন্দন জানাইয়াছে, তাহাকে সমস্ত প্রকৃতি, বহিয়াছে সকলের উপর আনন্দের বন্যাধারা–

ইয়্যা নবী সালামু আলাইকা! আল্লার নবী তুমি তোমাকে সালাম
ইয়্যা রাসূল সালামু আলাইকা! আল্লার রসূল তুমি তোমাকে সালাম
ইয়্যা হাবিব সালামু আলাইকা! আল্লার হাবিব তুমি তোমাকে সালাম
সালাওয়া তুল্লা আলাইকা! তোমার স্মরণে সদা সালাম সালাম।

আরও মজার ব্যাপার হল হাটহাজারী মাদ্রাসার মুফতি ফয়জুল্লাহ মেখলী এবং পটিয়া মাদ্রাসার মুফতি আজিজুল হক কর্তৃক প্রশংসিত বাংলাদেশের বিদআতী দেওবন্দীদের প্রধান কেন্দ্র হাটহাজারী থেকে প্রকাশিত ক্বারী রশিদ আহমদ কর্তৃক রচিত 'রেসালায়ে হাতেফ' নামক পুস্তকের ৮ম থেকে ১০ম পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্বরচিত কবিতার ফাঁকে ফাঁকে বলেছেন–

ইয়া নবী সালামু আলাইকা- ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা- সালাওয়া তুল্লা আলাইকা

নিম্নে রেসালায়ে হাতেফ থেকে কয়েকটি কবিতা প্রদত্ত হল।

(১)یا نبی سلام علیك– یا رسول سلام علیك
یا حبیب سلام علیك– صلوات الله علیك
تیری دشمن بدعتی ہیں–پھریہ کیسی جنتی ہیں
نام کی یہ امتی ہیں۔

(২)یا نبی سلام علیك– یا رسول سلام علیك
یا حبیب سلام علیك –صلوات الله علیك
چھوردی جو تری سنت– جھا کئ تو اپنه ظلمت
انه کئ هی ان سی رحمت

(৩)یا نبی سلام علیك– یا رسول سلام علیك
یا حبیب سلام علیك– صلوات الله علیك
ان سی جو ظلم وجفاهو– تم رشیدکیوں خفا هو
جب غلام مصطفی ا هو۔

এ ধরনের ছন্দ তারা সকলেই লিখেছেন এবং প্রকাশও করেছেন। যা আমরা ইতোপূর্বে তাদের বইয়ের পৃষ্ঠা ও এবারতসহ সবিস্তার উল্লেখ করেছি। ওলীপুরীর ফতোয়া ও বক্তব্য মতে তারা সকলেই বিদআতী, নবীর শানে অবমাননাকারী ও বেআদবে রাসূল কি সাব্যস্ত হয়নি? আগে নিজের ঘর সামলান, পরে অন্যের উপর ফতোয়া জারি করেন।

'ইয়ানবী সালাম আলাইকা' বাক্যটি আরবি গ্রামার মতে শুদ্ধ

এ প্রসঙ্গে কথিত মুফতি তালিব উদ্দিন কর্তৃক লিখিত 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' নামক পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে 'প্রচলিত মিলাদ মাহফিলে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

পঠিত ইয়া নবী সালাম আলাইকা কথাটাই আরবি গ্রামার মতে মারাত্মক ভুল'। এবং উক্ত পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে 'নবী শব্দের সাথে ইয়া নবী যুক্ত করে ইয়া নবী বললে এবং রাসূল শব্দের সাথে ইয়া রাসূল যুক্ত করে ইয়া রাসূল বললে মারেফা হয় বটে কিন্তু তখন কথা দাঁড়ায় নবী বা রাসূল শব্দদ্বয় শুধুমাত্র ইয়া যুক্ত হওয়ার কারণে অথবা সম্বোধন করার কারণে মারেফা হল। এর আগে নাকেরা ছিল। আমাদের মহানবী এমন নন যে, তাঁকে সম্বোধন করার কারণে তিনি পরিচিত হয়েছেন। বরং আমাদের মহানবীকে ইয়া নবী বলে সম্বোধন করার পূর্ব থেকেই তিনি সমস্ত জগতবাসীর কাছে সুপরিচিত। কাজেই তাঁকে ইয়া নবী বলে সম্বোধন করা তাঁর শানের খেলাফ।

উক্ত পুস্তকের ৩৬ পৃষ্ঠায় আরো লেখা রয়েছে যেমন শরহে জামী ১২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

اِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً قَبْلَ النِّدَاءِ وَبَعْدَهٗ ۰۰۰ مِثْلَ يَا زَيْدُ وَ يَا رَجُلُ مِثْلًا لَمَّا هُوَ مَبْنِىٌّ عَلَى الضَّمَّةِ اَوْ هُمَا مَعْرِفَةً قَبْلَ النِّدَاءِ– وَثَانِيْهُمَا مَعْرِفَةً بَعْدَ النِّدَاءِ

অর্থাৎ 'সম্বোধিত ব্যক্তি যদি একবচন হওয়ার সাথে সাথে মা'রেফা হয়, আর এমন ব্যক্তির মা'রেফা হওয়ার দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হলো সম্বোধনের পূর্বেই মা'রেফা ছিল। আর একটি হল সম্বোধনের পরে মা'রেফা হল। প্রথমটির উদাহরণ হল ইয়া যায়েদ। আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হচ্ছে ইয়া রাজুলু। এই উভয় প্রকারের মা'রেফা উকার স্বর চিহ্ন (অথবা স্থলবর্তীগুলোর) পঠিত হবে।'

'এখানে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইয়া রাজুলু শব্দটি সম্বোধনের পূর্বে নাকেরা বা অপরিচিত ছিল। যেমনভাবে ইয়া নবী ও ইয়া রাসূল দ্বারা সম্বোধিত নবী এবং রাসূল শব্দ সম্বোধনের পূর্বে নাকেরা অর্থাৎ অপরিচিত ছিল। তাই আমাদের মহানবীকে ইয়া নবী বলে ডাকার মানেই হল ডাকার আগে তিনি অপরিচিত ছিলেন। এটা আমাদের নবীর শানে অবমাননা। এ

তথ্য জনসাধারণের সামনে হয়ত এখনও বিকাশ হতো না যদি ওলীপুরী সাহেব গ্রামার শিখতেন না।'

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল–

কথিত মুফতি শরহে জামীর যে এবারতটুকু উল্লেখ করে ইয়া নবী, ইয়া রাসূল বলাকে ভুল সাব্যস্ত করতে চায় শরহে জামীর ঐ এবারত দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না। কেননা এবারতে উল্লেখ রয়েছে مَعْرِفَةً بَعْدَ النِّدَاءِ এর উদাহরণ হল يَا رَجُلُ। অর্থাৎ নেদার পরে আসার দরুন رَجُلٌ শব্দটি মা'রেফা হয়েছে। এ কায়দা শুধু মুতায়াখখিরীন বা পরবর্তী নাহুবিদগনের অভিমত অনুযায়ী। কিন্তু মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তী নাহুবিদগণের অভিমত রয়েছে এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ রাজুল শব্দটি মূলে اَلرَّجُلُ ছিল। এ প্রসঙ্গে হেদায়াতুন্নাহুর আরবি শরাহ দারায়েতুন্নাহু নামক গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে।

وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقَدِّمُوْنَ الْمُعَرَّفَ بِالنِّدَاءِ لِرُجُوْعِهٖ اِلَى الْمُعَرَّفِ بِالْلَّامِ اِذْ اَصْلُ يَا رَجُلُ يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ

অর্থাৎ يَا رَجُلُ (ইয়া রাজুলু) যেহেতু মূলত يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ (ইয়া আয়্যুহার রাজুলু) ছিল, সে কারণে মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তী নাহুবিদগণ اَلْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاءِ (মুয়াররফ বিন নেদা)কে মা'রেফা এর প্রকারভেদে উল্লেখ করেননি।

উপরোক্ত এবারত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, يَا رَجُلُ (ইয়া রাজুলু) মূলত ছিল يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ (ইয়া আয়্যুহার রাজুলু)। ঠিক তেমনিভাবে يَا نَبِى (ইয়া নবী) মূলত ছিল يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ (ইয়া

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

আয়্যুহান্নাবীউ) يَا رَسُوْلُ মূলত ছিল يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ (ইয়া আয়্যুহার রাসূলু) এটাই হলো আরবি গ্রামার তত্ত্ববিদগণের পরিভাষা।

অনুরূপ শরহে জামী কিতাবের ২৭০ পৃষ্ঠায় ১১ নং হাশিয়া বা পার্শ্বটীকায় আরও উল্লেখ রয়েছে–

اَوْ عرف با النداء نحو يا رجل اذا قصد به معين بخلاف يا رجلا لغير معين فانه نكرة ولم يذكره المتقدمون لرجوعه الى ذى الام اذ اصل يا رجل يا ايها الرجل.

অর্থাৎ نِدَاء (নেদা) বা সম্বোধনসূচক শব্দ দ্বারা مُنَادَاء (মুনাদা) বা সম্বোধিত ব্যক্তি-বস্তু তখনই মা'রেফা হয়ে থাকে, যখন এ نِدَاء (নেদা) বা সম্বোধনসূচক শব্দ দ্বারা مُنَادَاء (মুনাদা) বা সম্বোধিত ব্যক্তি-বস্তুকে নির্দিষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়ে থাকে। যেমন يَا رَجُلُ (ইয়া রাজুলু) তবে يَا رَجُلًا (ইয়া রাজুলান) এর ব্যতিক্রম, কেননা এখানে مُنَادَاء (মুনাদা) বা সম্বোধিত ব্যক্তি-বস্তুকে অনির্দিষ্ট রাখা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, কারণ এটা নাকেরা বা অনির্দিষ্ট। ইহা মুতায়াখখিরীন বা পরবর্তী নাহুবিদগণের অভিমত।

পক্ষান্তরে মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তী নাহুবিদগণ مُعَرَّف بِالنِّدَاء (মুয়াররফ বিন নেদা) অর্থাৎ হরফে নেদার দ্বারা নাকেরা যে মা'রেফা করা হয় তা উল্লেখ করেন নাই। কারণ পূর্ববর্তী নাহুবিদগণের মতে يَا رَجُلُ (ইয়া রাজুলু) মূলত يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ (ইয়া আয়্যুহার রাজুলু) ছিল, এর দিকে তারা রুজু করেছেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নাহুবিদগণ يَا رَجُلُ (ইয়া রাজুলু) এর

www.AmarIslam.com

মধ্যে যে رَجُلُ (রাজুলু) শব্দটি রয়েছে তা মূলত اَلرَّجُلُ (আররাজুলু) ছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। (শরহে জামী ২৭০ পৃষ্ঠা)

তথাকথিত মুফতি তালিব উদ্দিন আহমদ কর্তৃক লিখিত 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পুস্তকের ৩৬ পৃষ্ঠায় শরহে জামীর ১২২ পৃষ্ঠার যে এবারতটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে যথা يَا رَجُلُ ٠ يَا زَيْدُ উভয় মুনাদাই মা'রেফা বা নির্দিষ্ট। يَا رَجُلُ উদাহরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে مُعَرَّفَةٌ بَعْدَ النِّدَاء অর্থাৎ يَا رَجُلُ শব্দটি সম্বোধনের পূর্বে নাকেরা ছিল। ইহা মুতায়াখখিরীন নাহুবিদগণের মতে কিন্তু মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তী নাহুবিদগণের মতে নয়। কারণ يَا رَجُلُ মূলত يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ ছিল।

يا رجل কিভাবে يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ থেকে হল এ প্রসঙ্গে শরহে জামী কিতাবের ২৭০ পৃষ্ঠায় ১১ নং হাশিয়া বা পার্শ্বটীকায় উল্লেখ রয়েছে–

قوله اذ اصل يا رجل اه يعنى انه كان فى الاصل معرف با لام توسل لندائها باى ثم حذف الام واى لكثرة الاستعمال فصار يا رجل

অর্থাৎ يَا رَجُلُ (ইয়া রাজুলু) মূলত يَااَيُّهَا الرَّجُلُ (ইয়া আয়্যুহাররাজুলু) ছিল। اَلرَّجُلُ এর পূর্বে হরফে নেদা يَا (ইয়া) আসার কারণে আরবী গ্রামারের কায়দা মোতাবেক নেদা ও মুনাদার মধ্যখানে اَيُّهَا (আয়্যুহা) যুক্ত করা হয়েছিল। يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ রূপ ধারণ করল।

তারপর اَلرَّجُلُ (আররাজুলু) এর আলিফ ও লাম এবং اَىُّ (আয়্যু) শব্দকে বিলুপ্ত করা হয়েছে لِكَثْرَةِ الْاِسْتِعْمَالِ (লিকাসরাতিল ইসতে'মাল)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

অধিক ব্যবহারের কারণে। অতএব يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ (ইয়া আয়্যুহার রাজুলু) থেকে يَا رَجُلُ হয়ে গেল।

অতএব পূর্ববর্তী নাহুবিদগণের মতেই ইয়া নবী ইয়া রাসূল বলা মুনাদা হবার কারণে শুধু মা'রেফা হয়নি। বরং পূর্ব থেকেই মা'রেফা হিসেবে ছিল। মুতায়াখখিরীনগণ শুধু বুঝানোর জন্য তাকে ইয়া যুক্ত করার পূর্বে নাকারা বলেছেন। কিন্তু মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তীগণের কথাই আমাদের নিকট অগ্রগণ্য। এ হিসেবে মিলাদ শরীফে পঠিত সালাত ও সালামের শ্লোকে অধিক ব্যবহার করার দরুন ইয়া নবী, ইয়া রাসূল বলা হয়ে থাকে। তার মর্ম পূর্ব থেকেই মা'রেফা বা সুপরিচিত।

আরবি গ্রামারের এরূপ একটি সূক্ষ্ম ব্যাপারে পূর্ববর্তী নাহুবিদগণের মতামতকে উপেক্ষা করে এবং পরবর্তী নাহুবিদগণের মতামতকে বিকৃত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ওহাবীদেরই কাজ। কারণ তারা বেশি বেশি দরূদ ও সালাম পড়তে অনাগ্রহী ও নারাজ। এ জন্যই তারা বিভিন্ন অজুহাতও তালাশ করে। ওলীপুরী সাহেব নাহু-ছরফ শিখার ভান করে এ ধরণের একটি সূক্ষ্ম বিষয়কে অহেতুক বিতর্কের সূত্রপাত করেছে বলে আমরা মনে করি।

তবে নাহু-ছরফ তথা আরবী গ্রামারে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম পৃথিবীতে এখনও বেঁচে আছেন। আশা করি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলেই ওলীপুরী গংদের প্রতারণা ধরা পড়বে। কেননা হক্বকে কোন দিন গোপন করা যায় না।

মিলাদ শরীফ সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তক

প্রশ্ন- – মিলাদ শরীফ সম্পর্কে সর্ব প্রথম স্বতন্ত্র কিতাব কে রচনা করেছেন? এ কিতাবের রচনার প্রেক্ষাপট কি ছিল? হক্কানী ওলামায়ে কেরামগণ তাঁর লিখিত কিতাব সম্পর্কে কি মূল্যায়ন করেন।

উত্তর- মিলাদ শরীফের উপর লিখিত প্রথম স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন আল্লামা আবুল খাত্তাব উমর ইবনে দাহ্ইয়া (রঃ) তিনি মরক্কোর অধিবাসী এবং পর্যটক। তাঁর লিখিত কিতাবের নাম 'আত তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরীন নাজির' রচনাকাল ছিল ৬০৪ হিজরি।

এ প্রসঙ্গে নবম শতকের মুজাদ্দিদ হাফিজুল হাদিস আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রাঃ) তদীয় 'হুসনুল মাকসাদ ফি আমালিল মাওলিদ' (আলহাভী লিল ফাতাওয়া) কিতাবে উল্লেখ করেন–

وَقَالَ اِبْنُ خَلْكَانِ فِى تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ اَبِى الْخَطَّابِ بْنِ دَحْيَة• كَانَ مِنْ اَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَمَشَاهِرِ الْفُضَلَاءِ قَدِمَ مِنَ الْمَغْرِب فَدَخَلَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَاجْتَازَ بِارْبَلَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسِتِّمِائَةٍ فَوَجَدَ مَلِكَهَا الْمُعَظَّمَ مُظَفَّرَالدِّيْنِ بْنِ زَيْنَ الدِّيْنِ يَعْتَنِىْ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِىْ فَعَمِلَ لَهُ كِتَابَ التَّنْوِيْرِ فِى مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَاَجَازَهُ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ قَالَ: وَقَدْسَمِعْنَاهُ عَلَى السُّلْطَانِ فِى سِتَّةِ مَجَالِسٍ فِى سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ انتهى–

অর্থাৎ হাফিজ আবুল খাত্তাব বিন দাহ্ইয়া (রাঃ) এর প্রশংসায় ইবনে খাল্লেকান বলেন, ইবনে দাহ্ইয়া (রাঃ) ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত উলামা ও সুপ্রসিদ্ধ ফোজালাগণের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি মরক্কো হতে আগমন করে পর্যটনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইরাকে প্রবেশ করেন এবং ৬০৪ হিজরি সালে (কুর্দিস্তানের) আরবল শহরে আগমন করেন। তিনি সম্মানিত শাসক ও বাদশা মুজাফফর উদ্দিন ইবনে জইনুদ্দিনকে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান আয়োজন করতে দেখতে পান। তিনি নবীপ্রেমিক বাদশাহকে উপহার দেয়ার উদ্দেশ্যে 'আত তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরীন নাজির' নামক একখানা কিতাব মিলাদ শরীফের উপর রচনা করে উপহার প্রদান করেন। তিনি নিজে গ্রন্থখানা পাঠ করে বাদশাকে শোনান। বাদশা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একহাজার দিনার বা স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া দেন। ইবনে খাল্লেকান বলেন 'আমি ৬২৫ হিজরিতে উক্ত কিতাবখানা ছ'টি মজলিসে (মিলাদ মাফফিলে) বাদশাহের উপস্থিতিতে পাঠ করতে নিজে শুনেছি।

অনুরূপ আল্লামা ইসমাইল হাক্কী বরুসয়ী (রাঃ) তাফসিরে রুহুল বয়ান নামক গ্রন্থে ৯ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

وَاَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَهُ مِنَ الْمُلُوكِ صَاحِبُ اَرْبَلَ وَصَنَّفَ لَهُ اِبْنُ دَحْيَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ كِتَابًا فِى الْمَوْلِدِ سَمَّاهُ التَّنْوِيْرَ فِى مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ فَاَجَازَهُ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ وَقَدْ اِسْتَخْرَجَ لَهُ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ اَصْلًا مِنَ السُّنَّةِ وَكَذَا الْحَافِظُ السُّيُوْطِىُّ وَرَدَّا عَلَى الْفَاكِهَانِىِّ الْمَالِكِىِّ فِى قَوْلِهِ اِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ كَمَا فِى اِنْسَانِ الْعُيُوْنِ۔

অর্থাৎ 'সর্বপ্রথম সরকারিভাবে বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মিলাদুন্নবী উদযাপন করেন আরবলের বাদশাহ (মুজাফফর উদ্দিন) তাঁর উদ্দেশ্যে মিলাদুন্নবী কিতাব প্রনয়ণ করেন হাফিজুল হাদিস ইবনে দাহ্ইয়া (রাঃ)। তিনি কিতাবখানার নামকরণ করেন 'আত তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরীন নাজির'। বাদশাহ তাঁকে এর বিনিময়ে একহাজার দিনার পুরস্কৃত করেন। ইমাম ইবনে হজর আসকালানী (রঃ) মিলাদুন্নবীর ভিত্তিসমূহ হতে প্রমাণ করেছেন এবং তার অনুরূপ প্রমাণ পেশ করেন ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রাঃ)। তারা উভয়েই তাজউদ্দিন ফাকিহানী মালেকীর মতবাদ খণ্ডন করেছেন। ফাকিহানীর মতবাদ হলো মিলাদুন্নবী আমলটি মন্দ বিদআত। ইমাম সুয়ূতী (রঃ) ও ইমাম হাজর আসকালানী (রঃ) তার মতবাদ খণ্ডন করেছেন। আল্লামা নূর উদ্দিন আলী হলবী তাঁর ইনসানুল উয়ুন কিতাবেও এরূপই উল্লেখ করেছেন–

قَالَ اِبْنُ كَثِيْرٍ فِى تَارِيْخِهِ: كَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيْفَ فِى رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ بِهِ اِحْتِفَالًا هَائِلًا وَكَانَ شَهْمًا شُجَاعًا بَطَلًا عَاقِلًا عَالِمًا عَادِلًا رَحِمَهُ اللّٰهُ وَاَكْرَمَ مَثْوَاهُ قَالَ صَنَّفَ لَهُ الشَّيْخُ اَبُو الْخَطَّابِ بْنُ دَحْيَةَ مُجَلَّدًا فِى الْمَوْلِدِ النَّبَوِىِّ سَمَّاهُ التَّنْوِيْرَ فِى مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ فَاَجَازَهُ عَلَى ذٰلِكَ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ وَقَدْ طَالَتْ

مُدَّتُهُ فِى الْمُلْكِ اِلٰى اَنْ مَاتَ ... سَنَةَ ثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ مَحْمُوْدَ السِّيْرَةِ وَالسَّرِيْرَةِ۔

অর্থাৎ 'প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাসির (রঃ) তদীয় তারিখের কিতাবে বলেন, আরবলের বাদশাহ মুজাফফর আবু সাঈদ (রঃ) রবিউল আউয়াল মাসে জাঁক-জমক সহকারে মিলাদুন্নবীর মাহফিল আয়োজন করতেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ বীর, বাহাদুর বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) এবং কবর জগতে সম্মানিত করুন। আল্লামা ইবনে কাসির বলেন, হাফিজুল হাদিস শায়খ আবুল খাত্তাব বিন দাহ্ইয়া (রঃ) প্রচলিত মিলাদ শরীফের আয়োজন যে, সুন্নাত মুতাবিক সে প্রসঙ্গে একখানা মিলাদুন্নবীর কিতাব লিখে এর নামকরণ করেন 'আত তানভীর ফি মাওলিদিল বাশিরীন নাজির' নবীপ্রেমিক বাদশাহ মুজাফফর উদ্দিন আবু সাঈদ কুকুবুরী (রঃ) প্রচলিত মিলাদ শরীফের আয়োজন যে, কোরআন সুন্নাহভিত্তিক উত্তম কাজ, এ কিতাব (আত তানভীর) পেয়ে তিনি আনন্দিত হয়ে হাফিজুল হাদিস আবুল খাত্তাব ইবনে দাহইয়া (রঃ)কে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া দিলেন। তাঁর শাসনকাল দীর্ঘায়িত হয়েছিল (আল্লাহর নবীর প্রশংসা ও মিলাদ শরীফ পড়ার) বরকতে তিনি ৬৩০ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় গুণের ও সচ্চরিত্রের অধিকারী।'

উপরোক্ত এবারত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হল–

১. সর্বপ্রথম সরকারিভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন আরবলের বাদশাহর শাসনামলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২. তৎকালীন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম, ফুজালায়ে এজাম, তাঁর এ আয়োজন বা অনুষ্ঠানকে সমর্থ করেছিলেন। এর স্বপক্ষে কোরআন সুন্নাহভিত্তিক কিতাবও প্রণয়ন করেছেন।

৩. তৎপরবর্তী প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ইতিহাসবিদগণ, যথাক্রমে আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী (রঃ), ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রাঃ), আল্লামা ইসমাইল হাক্কী বরুসয়ী (রাঃ) ও আল্লামা ইউসুফ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নাবহানী (রাঃ) খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামগণ প্রমুখ, আরবলের বাদশাহ মুজাফফর উদ্দিন কর্তৃক মিলাদুন্নবীর আয়োজন এবং আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দাহইয়া (রাঃ) কর্তৃক লিখিত মিলাদুন্নবী বিষয়ক পুস্তক আত তানভীর এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাদের এ কাজের সমর্থন ও একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

তা সত্ত্বেও কথিত মুফতি তালিব উদ্দিন কর্তৃক লিখিত 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পুস্তকে জনৈক অপরিচিত লেখকের বিতর্কিত কিতাব তারিখে মিলাদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে আরবলের বাদশাহ মুজাফফর উদ্দিন ও আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দাহ্ইয়া (রাঃ) সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য পেশ করা হয়েছে, উপরোল্লিখিত কিতাব যেমন ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতীর 'আল হাভী লিল ফতওয়া' ও আল্লামা ইসমাইল হাক্কীর 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' এর এবারত দ্বারা অসত্য, অমূলক, অসার প্রমাণিত হলো। কারণ যুগবরেণ্য উলামায়ে কেরামদের কিতাবের এবারতের মুকাবেলায় অপরিচিত লেখকের মন্তব্য মূল্যহীন।

www.AmarIslam.com

সংযোজন-৩

মুদখাল কিতাবের এবারতের সঠিক ব্যাখ্যা

আল্লামা ইবনুল হাজ্জ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক লিখিত 'মুদখাল' নামক কিতাবের আংশিক এবারত উপস্থাপন করে 'এবারতের' সঠিক ভাবার্থকে বিকৃত করে মিলাদুন্নবী উদযাপন-এর মত একটা 'মুছতাহছান' আমলকে কতিপয় ভণ্ড আলেম বিদআত ও নাজায়েয বলে অপ-প্রচার করে বই পুস্তক লিখেছে তাদের মুখশ উন্মোচন করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি।

১। পাকিস্তানের দেওবন্দী ওয়াহাবী মতালম্বী মৌলভী ছরফরাজ খান ছফদর সাহেবের লিখিত 'রাহে সুন্নত' নামক উর্দু পুস্তকে মুদখাল কিতাবের খণ্ডিত এবারত উল্লেখ করে তার মূল ভাবার্থ বিকৃত করে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আয়োজনকে বিদআত ও নাজায়েয বলার দুঃসাহস করেছে।

২। এককালের জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষনেতা, পরবর্তীতে আই,ডি এল প্রধান মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেবের লিখিত 'সুন্নত ও বিদ্আত' নামক পুস্তকে ছরফরাজ খানের 'রাহে সুন্নত' পুস্তকের অনুকরনে 'মুদখাল' নামক কিতাবের এবারতের অংশ-বিশেষ উল্লেখ করে সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত নেক আয়োজনকে বিদ্আত ও নাজায়েয বলে ফতওয়া প্রদানের অপচেষ্টা করেছেন।

৩। অনুরূপ চট্টগ্রাম হাটহাজারী কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত মাওঃ আহমদ আলী ছাহারান পুরী, মাওঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওঃ আশরাফ আলী থানবী এবং তাদের সমমনা কয়েকজন আলেমের লিখিত ফত্ওয়া সম্বলিত একটি পুস্তক বাজারে বের হয়েছে। এ পুস্তকের নাম "ফত্ওয়ায়ে মীলাদশরীফ"। উক্ত পুস্তকেও 'মুদখাল' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে এর বিকৃত অর্থ করে মিলাদুন্নবী উদ্যাপন নাজায়েজ ও বিদআত বলে অপ-প্রচার করা হয়েছে।

উপরোল্লেখিত তিনটি পুস্তকে মুদখাল কিতাবের এবারতের সঠিক মর্ম উদ্ঘাটন না করে তার বিকৃত অর্থ প্রকাশ করে সরলপ্রাণ ছুন্নী মুসলমানগণকে পথভ্রষ্ট করার পায়তারা চালানো হচ্ছে।

নিম্নে মুদখাল নামক কিতাবের মূল এবারত উল্লেখ করে তার সঠিক মর্ম প্রদত্ত হলো–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

"ومن جملة ماالحدثوه من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادت واظهار الشعائرمايفعلونه في شهر ربيع الاول من المولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة فمن ذلك استعمالهم المغانى ومعهم الات الطرب من الطار المصر صر والشبابة وغير ذلك مما جعلوه الة للسماع ومضوا فى ذلك على العوائد الذميمة فى كونهم يشتغلون التى فضلها الله تعالى وعظمها ببدع ومحرمات"

ভাবার্থঃ 'একদল লোক পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদুন্নবীকে উপলক্ষ করে এমন কতগুলো বিদ্‌আত বা নব আবিষ্কার যা শরিয়ত গর্হিত কার্যাবলী যেগুলোকে তারা বড় ইবাদত বা পুণ্যের কাজ বলে আকিদা পোষন করে থাকে। শরিয়ত গর্হিত কার্যাবলী যথা যুবতী মহিলাদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র সহকারে গানের মজলিশের আসর তৈরি করে এগুলোকে মিলাদমাহফিল নামে অভিহিত করে। এ ধরনের অনুষ্ঠান অবশ্যই বিদ্‌আত ও হারাম।'

লক্ষ্যনীয় যে, আল্লামা ইব্‌নুল হাজ্জ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুদখাল কিতাবের উপরোক্ত এবারত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে শরীয়তসম্মত পন্থায় মিলাদশরীফের মাহফিল আয়োজন করা ও মিলাদুন্নবী উদযাপন করা মুস্তাহছান বা উত্তম কাজ ইহাকে ইবনুল হাজ্জ নিষেধ করেননি। বরং শরীয়তবিরোধী কার্যাবলী সম্বলিত আসরকে নিষেধ করেছেন। যেমন মেয়ে-পুরুষ সমন্বয়ে গান-বাদ্য ইত্যাদি হারাম কার্যাবলীকে মিলাদ নামে চালিয়ে দেওয়াকে বিদ্‌আত ও হারাম বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনুল হাজ্জ কতৃক লিখিত মুদখাল কিতাবের এবারতে বা ভাষ্যের মর্ম উদঘাটন করে দশম শতকের নবম মুজাদ্দিদ ইমাম জালালুদ্দিন ছুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তদীয় (الحاوى للفتاوى) 'আলহাবী লিলফাতাওয়া' নামক কিতাবের ১ম খণ্ড (حسن المقصد) 'হুছনুলমাখছাদ' অধ্যায়ে বলেন–

وحاصل ما ذكره انه لم يذم المولد بل ذم ما يحتوى عليه من المحرمات ولمنكرات واول كلامه صريح فى انه ينبغى ان يخص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الخيرات والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات وهذا هو عمل المولد الذى استحسناه فانه ليس فيه شئ سوى قرأة القران واطعام الطعام وذلك خير وبر وقربة–

অর্থাৎ 'আল্লামা ইবনুল হাজ্জ মুদখাল কিতাবে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদশরীফের অনুষ্ঠানকে মন্দ বলেননি, বরং মিলাদশরীফের মাসে শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলী তথা হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ গুলোকে শুধু মাত্র মন্দ বলেছেন। প্রথম বর্ণনায় তার কথা স্পষ্ট যে, বিশেষত রবিউল আউয়াল মাসে বেশি বেশি নেক কাজ করা, অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত ও অন্যান্য নফল বন্দেগী করে আল্লাহ্ তা'য়ালার নৈকট্য লাভ করা হলো উত্তম পন্থা। এ সকল কার্যাবলীই মিলাদশরীফের আমল যাকে আমরা মুছতাহছান বলে গণ্য করে থাকি। কেননা এর মধ্যে তেলাওয়াতে কোরআন ও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ব্যতিত শরীয়তবিরোধী অন্য কোন কর্মকান্ড অর্ন্তভুক্ত নয়। উপরন্তু মিলাদশরীফ অতি উত্তম নেক কাজ যা আল্লাহ্ তা'য়ালার নৈকট্য লাভের একটি সহজ পন্থা।'

ইমাম জালালউদ্দিন ছুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'হুছনুল মাকছাদ' এর উপরোক্ত এবারত দ্বারা প্রমাণিত হলো ইবনুল হাজ্জ কৃত মুদখাল কিতাবের বক্তব্য মিলাদুন্নবী উদযাপনের খেলাফ বা প্রতিকুলে নয় বরং মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করার অনুকুলে বা পক্ষে। যদিও ওহাবীদের মুদখালের এবারত পেশ করে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন না জায়েজ ও বিদ্‌য়াত বলার পুজি তালাশ করে, ইমাম ছুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর লিখিত 'হুছনুল মাকছাদ' এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা তা সম্পূর্ণ খণ্ডন হয়ে গেল। সাথে সাথে ওহাবীদের দাবী ও অসার প্রমাণিত হলো। এছাড়া মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করা মুস্তাহাব ও অতি উত্তম কাজ, তাও প্রমাণিত হলো।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সংযোজন-৪

মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক লিখিত মাকতুবাতশরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বানুয়াটির আশ্রয়

(فتا وی میلاد شریف) 'ফাতাওয়ায়ে মিলাদশরীফ' পুস্তকের ৩৫পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, মৌলভী মুহাম্মদ হাশিম দেওবন্দীর একটি শিলমোহর যুক্ত ফত্ওয়া হজরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর 'মাকতুবাত শরীফের' উদ্ধৃতি দিয়ে একটি এবারতকে বিকৃত করে মনগড়া অর্থ প্রকাশ করার মাধ্যমে মিলাদশরীফের মাহ্ফিলকে বিদ্আত ও নাজায়েজ আখ্যায়িত করে সরলপ্রাণ ছুন্নী মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তি করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। বিকৃত এবারতের নমুনা নিম্নরূপ-

اور لکھنا حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کا بقوت استفسار مرزا حسام الدین در باب مولود شریف کے مکتوب ۷۲/۲۲ مین اگر فرضا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم دنیا میں زندہ ہوتے اس اجتماع کو پسند فرماتے یانہیں نزدیک فقیرکے یہ ہے کہ ہرگز اس امرکو جائز نہ فرماتے بلکہ انکار فرماتے'

অর্থ 'হজরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) মীর্জা হুছামউদ্দিন এর মিলাদশরীফ সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে মাকতুব ২২/৭২ এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, যদি ধরে নেওয়া হয় আহজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পার্থিব জগতে জীবিত থাকতেন, আর এ ধরনের মিলাদ অনুষ্ঠানকে পছন্দ করতেন কি না? (উত্তরে তাদের ভাষ্য মতে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী বলেন) আমি ফকিরের মত এটাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এসব কাজ বৈধ বলতেন না বরং তিনি এটাকে অস্বীকারই করতেন।'

আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, হজরত ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাদিয়াল্লাহু আন্হু তদীয় 'মাক্তুবাত শরীফের' কোথাও উপরোক্ত এবারতের নামগন্ধও নেই।

তবে মিলাদশরীফ সংক্রান্ত হুছামুদ্দিনের জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী এর মাকতুবাতশরীফ (دفتر سوم حصہ اول) 'দফতরে ছওম হিসসায়ে আউয়াল' মাকতুব নাম্বার ৭২ এ যা রয়েছে তা হুবহু নিম্নে প্রদত্ত হলো-

اور پھر آپ نے مولود خوانی کے متعلق لکھاتھا اچھے آواز سے صرف قرآن مجید اور نعت ومنقبت کے قصائد پرھنے مین کیا حرج ہے - منع تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو تبدیل وتحریف کیا اور مقامات نغمہ کا التزام کرنا اور الحان کے طریق سے آواز پھرنا اور اس کے مناسب تالیاں بجانا ہو کہ شعر میں بھی جائز نہین ہے-

اگر ایسے طریقہ سے مولود پرھے کہ قرآن کی کلمات مین تحریف واقع نہ ہو- اورقصائد پرھنے مین شرائط مذکورہ متحقق نہ ہوں اور اسکو بھی صحیح غرض سے تجویز کرین تو پھرکونسی رکاوٹ ہے-

অর্থাৎ 'অতঃপর তিনি মিলাদশরীফ পাঠ সম্পর্কে লিখেছেন সুন্দর আওয়াজে কোরআন মজিদ তেলাওয়াত নাত এবং প্রশংসা সম্বলিত কবিতা পাঠের মধ্যে ক্ষতির কি কারণ রয়েছে? (অর্থাৎ কোন ক্ষতি নেই) নিষেধ তো এটাই যে, কোরআন মজিদের হরফকে রদবদল ও পরিবর্তন করা, এবং গানের আসরকে অপরিহার্য মনে করা, এবং গানের রীতিতে আওয়াজ দেওয়া এবং সাথে সাথে তালি বাজানো এগুলো তো কবিতা পাঠের মধ্যেও বৈধ নয়।

আর যদি এমন নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করে মিলাদশরীফ পাঠ করা হয়, যাতে কোরআনশরীফের শব্দাবলীতে পরিবর্তন সংঘটিত না হয়, এমন কি কবিতা পাঠেও উপরোল্লেখিত মন্দ দিক গুলো বাস্তবায়িত না হয় বরং এগুলোকে বিশুদ্ধ নিয়তে আঞ্জাম দেওয়া হয়ে থাকে এমতাবাস্থায় মিলাদশরীফ পাঠ করতে কি প্রতিদ্ধকতা থাকতে পারে?" (অর্থাৎ মিলাদশরীফের অনুরূপ আয়োজন কোন বাধা নিষেধ বা প্রতিবন্ধকতা নেই।)

এগারো শতাব্দীর দশম মুজাদ্দিদ, ইমামুত্ তরীকত আল্লামা শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্ম ৯৭১ হিজরি, ওফাত ১০৩৪ হিজরি তাঁরই সুনামধন্য বিখ্যাত শিষ্য আল্লামা শেখ আব্দুল হক

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুহাদ্দিছে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জন্ম ৯৫৮ হিজরি ও ওফাত ১০৫২ হিজরি।

লক্ষ্যনীয় যে, শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জন্মগ্রহণ করেছেন, মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জন্মের ১৩ বৎসর পূর্বে ও ওফাতশরীফ হয়েছে মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ১৮ বৎসর পরে।

তিনি (শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) শেষ সময়ে মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট ইলমে শরিয়ত ও তরিকতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পূর্ণ কামালিয়াত হাছিল পূর্বক নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম ও ভালবাসায় সিক্ত হয়ে মিলাদশরীফ ও মিলাদশরীফের কিয়াম সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয় ও অনুকরণীয়।

তিনি তদীয় (اخبار الاخيار) 'আখবারুল আখইয়ার' নামক কিতাবের পঞ্চম খণ্ড 'মুনাজাতে বদরগাহে কাদিউল হাজাত' অধ্যায়ে বলেন–

اۓ الله ! میرا کوئ عمل ایسا نہین ہے جیسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے، البتہ مجه حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر مین کھڑے ہوکر سلام پرھتاہوں اور نہایت ہے عاجزی و انکساری محبت وخلوص کے ساته تری حبیب پاک صلی الله علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتا رہاہوں

آے الله! وہ کونسا مقام ہے جہان میلاد مبارک سے زیادہ تری خیر وبرکب کا نزول ہوتاہے؟ اس لئے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائۓ گا بلکہ یقینا تری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جو کوئ درود وسلام پرھے اور اسکے ذریعہ دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی،

অর্থাৎ ""হে আল্লাহ্! আমার কোন আমল এরূপ নেই যে, যা আপনার দরবারে পেশ করার উপযুক্ত মনে করি। আমার সমস্ত আমলের মধ্যে নিয়্যতের ঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্যই আমি অধম ফকীর (আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী) এর একটিমাত্র আমল রয়েছে যা আপনার মহান অনুগ্রহের দরুন অধিক মর্যাদাশীল। আর এটা হচ্ছে এই যে, মিলাদশরীফের মাহফিলে দাঁড়িয়ে (কিয়াম সহকারে) নবীজির দরবারে দরূদ ও সালাম আরজ করে থাকি এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে মহব্বত ও নিষ্টার সাথে আপনার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে থাকি।

হে আল্লাহ্! এমন কোন স্থান রয়েছে কি যেখানে মিলাদশরীফ অপেক্ষা আপনার অধিক খায়ের ও বরকত অবতীর্ণ হয়ে থাকে? হে দয়াবান আল্লাহ্! এজন্য আমার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে, আমার এ আমল কখনো বৃথা যাবে না। বরং অবশ্যই আপনার পবিত্র দরবারে গৃহীত হবে এবং যে মুমিন (নবী প্রেমিক) ব্যক্তি দরূদ ও সালাম পাঠ করে এবং ইহার ওসীলা নিয়ে দোয়া করে তা কখনোও প্রত্যাখ্যাত হয় না।"

উপরোক্ত এবারত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো হজরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সমকালীন সুপ্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিছে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শরীয়তসম্মত পন্থায় আয়োজিত মিলাদশরীফের মাহফিলে যোগদান করতেন এবং এতে কিয়াম সহকারে সালাত ও সালাম পাঠ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর প্রতি নজরানা পেশ করতেন এবং ইহাকে বরকতপূর্ণ ও দোয়া কবুলের মাধ্যম মনে করে তা আমল করতেন।

সুতরাং মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাদিয়াল্লাহু আন্হু এর মাকতুবাতশরীফের এবারত বা ভাষ্যকে বিকৃত করে যারা মিলাদশরীফ ও মিলাদশরীফের কিয়ামকে অবৈধ ফত্ওয়া দেওয়ার পক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করে তাদের এ হীন কাজ সম্পূর্ণ অমূলক, অসার ও বিভ্রান্তিকর বৈ কিছুই নয়।

উপরন্তু মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইলমে হাদীছের দাদা উস্তাদ আল্লামা ইবনে হজর মক্কী হাইতুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম জালালুদ্দিন ছুয়ূতী রাদিয়াল্লাহু আন্হুর লিখিত 'আলওছায়েল' কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে তদীয় (النعمة الكبرى على العالم) "আন্নি'মাতুল কুবরা আলাল আলামে" কিতাবের ১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"قال سلطان العارفين الامام جلال الدين السيوطى قدس الله سره ونور ضريحه فى كتابه المسمى بالوسائل فى شرح الشمائل مامن بيت اومسجد اومحلة قرئ فيه مولد النبى صلى الله عليه وسلم الا حفت الملائكة ذلك البيت اوالمسجد اوالمحلة وصلت الملائكة على اهل ذلك المكان وعمهم الله تعالى بالرحمة والرضوان- واماالمطوقون بالنور يعنى جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل عليهم السلام فانهم يصلون على من كان سببا لقراءة مولد النبى صلى الله عليه وسلم"

অর্থাৎ 'সুলতানুল আরেফীন ইমাম জালালুদ্দিন ছুয়ূতী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আল্ওছায়েল ফি শারহিশ্ শামাঈল' নামক কিতাবে বলেন– যে কোন ঘরে কিংবা মসজিদে অথবা মহল্লায় মিলাদশরীফ পাঠ করা হয়, ঐ সকল ঘরে অথবা মসজিদে কিংবা মহল্লায় রহমতের ফেরেশ্তা অবতরণ পূর্বক ঐ সকল স্থান সমূহকে বেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত ও সন্তুষ্টি ঐ সকল এলাকাবাসীর জন্য ব্যাপক আকারে ধারণ করে থাকেন।'

পরিশেষে মিলাদশরীফের মাহফিল আয়োজনকারী ও যোগদানকারীদের জন্য হজরত জিব্রাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল ও হজরত আজরাঈল আলাইহিমুস সালাম বিশেষ নূর নিয়ে আগমন করেন এবং মিলাদশরীফ আয়োজনকারীদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত বর্ষণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন।

www.AmarIslam.com

সংযোজন-৫

সৈয়দ আহমদ বেরলভী কি মুজাদ্দিদ?

চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ ইং এর ৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত, কাযী মুহাম্মদ আবুল বয়ান এম, আর, রহমান হাশেমীর লিখিত–

'মুসলিম চেতনায় বালাকোট ও সৈয়দ আহমদ শহীদ' নামক প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ রয়েছে–

'হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ যিনি তেরোশ হিজরির মুজাদ্দিদ'।

ইসলামী শরিয়তমতে শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য যেসব শর্তাবলী ও গুণাবলী বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন, সৈয়দ আহমদ বেরলভীর কাছে আদৌ তা বিদ্যমান নেই। সুতরাং তাকে তেরোশ হিজরির মুজাদ্দিদ বলে আখ্যায়িত করা, তা প্রচার করা, অবাস্তব, অবান্তর ও বাতুলতামাত্র।

কারণ–১

মুজাদ্দিদ শব্দ আরবি। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় একটি বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক বলা হয়। তাছাড়া এ বিষয়ে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যত বাণী করেছেন–

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها امر دينها

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা এই উম্মতের ধর্মীয় কার্যাবলী সংস্কার সাধনের জন্য প্রতি শতাব্দীর প্রারম্ভে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক পাঠাবেন'। (আবু দাউদ শরীফ– ২৪৯ পৃ.)

উপরোক্ত হাদীসশরীফে বর্ণিত من يجدد (মান ইউজাদ্দিদু) শব্দ থেকে মুজাদ্দিদ শব্দের উৎপত্তি।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ফুকাহায়ে এজাম, এ হাদীসশরীফে নির্দিষ্ট শব্দ, 'মান ইউজাদ্দিদু' এর পরিপ্রেক্ষিতে মুজাদ্দিদ শব্দটিকে ইসলাম ধর্মের একটি প্রচলিত পরিভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

মুহাদ্দিছীনে কেরাম ও ফুকাহায়ে এজাম 'মুজাদ্দিদ' এর অন্যতম বিশেষ পরিচয় বর্ণনা করে বলেছেন, 'মুজাদ্দিদ এক শতাব্দীর হিজরি সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং জন্ম শতাব্দীতেই প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে জাহেরি, বাতেনী ইলিম ও মুজাদ্দিদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে নির্দ্বিধায় তাজদীদে দ্বীন বা দ্বীনের সংস্কারের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। এমনকি মৃত্যুকালীন হিজরি সনেও দায়িত্ব পালন করে যাবেন। অর্থাৎ শরিয়ত মতে প্রকৃত মুজাদ্দিদকে এক শতাব্দীর হিজরির শেষান্তে, পর শতাব্দীর শুরুতে উভয় শতাব্দীতে যথা নিয়মে মুজাদ্দিদের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

মুহাদ্দিসীন ও ফকীহগণের মতে 'মুজাদ্দিদের পরিচয় হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মৃত বিলুপ্ত, বিকৃত হুকুম-আহকাম ও আকিদাকে কোরআন সুন্নাহর মর্মানুসারে সাহাবায়ে কেরামগণের পূর্ণ অনুকরণে পুন: প্রতিষ্ঠা ও সংশোধন করা অর্থাৎ আকিদা ও আমলের মুর্দা সুন্নাতকে জিন্দা করা।

বিশেষত: যথা সময়ে সৃষ্ট ভ্রান্ত মতবাদ ও বদ-আকিদার বিরোদ্ধে লেখা, ফত্ওয়া, ওয়াজ-নসিহত দ্বারা যথা সাধ্য ও নিয়মানুসারে সংগ্রাম করে সত্য ও বিশুদ্ধ আকিদা ও আমলে প্রচার ও প্রবর্তন করা মুজাদ্দিদের প্রধানতম দায়িত্ব।

উপরে বর্ণিত শর্ত-শরায়েত ছাড়া কতেক লোক বর্তমানে সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে মুজাদ্দিদ বলে আখ্যায়িত করে বই-পুস্তক রচনা ও পত্র পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করে আসছে।

চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ইং ও এরই ধারাবাহিক একটি প্রকাশনা মাত্র।

এতে সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রপথিক সিপাহসালার, শহীদে বালাকোট, আমিরুল মু'মিনীন, ইমামুত তরিকত ইত্যাদি ভূয়া উপাধীতে ভূষিত করে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রায় দেড়শত বছর পরে এরূপ ভূয়া দাবি ও প্রচার করে জনসাধারণকে ধোকা দেয়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এসব ভূয়া, মিথ্যা দাবিদার ও প্রচারকদের জন্য সত্যই দু:খ, আফসোস হয়।

বর্তমানে লেখকদের জানা উচিত ছিল যে, সৈয়দ আহমদ বেরলভী কখনো 'মুজাদ্দিদ' ছিলেন না। 'মুজাদ্দিদ' হওয়ার জন্য যে সব যোগ্যতা,

গুণাবলী ও শর্তাবলী থাকা আবশ্যক সেসব যোগ্যতা ও শর্তাবলী তার মধ্যে পাওয়া যায়নি বা তার মধ্যে আদৌ বিদ্যমান নেই।

কারণ–২

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের ছিলছিলাভুক্ত বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আবুল হাসানাত আব্দুল হাই লাখনভী (ওফাত ১৩০৪ হিজরি) সাহেবের লিখিত 'মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া' নামক কিতাবের (যা এইচ, এম, ছাঈদ কোম্পানী আদব মঞ্জিল চক, করাচী পাকিস্তান, থেকে ১৪০৩ হিজরি সনে প্রকাশিত) এর ১১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ سید احمد بریلوی جو سنہ ۱۲۰۱ ھ
میں پیدا ہوئے ہیں اور انکے مرید مولانا اسمعیل دہلوی بھی
اس حدیث کے مصداق میں داخل نہیں کیونکہ مجدّد کیلئے
ضروری ہے کہ ایک صدی کے آخر میں اور دوسری صدی
کے شروع میں ان اوصاف کا پایا جاۓ ۔

অর্থাৎ 'শতাব্দীর মুজাদ্দিদ সংক্রান্ত হাদীস ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, সৈয়দ আহমদ বেরলভী যার জন্ম ১২০১ হিজরিতে এবং তারই মুরিদ মাও. ইসমাইল দেহলভী ও এই হাদীসশরীফের মিছদাক বা মর্মানুযায়ী মুজাদ্দিদের মধ্যে শামিল নহেন। কেননা 'মুজাদ্দিদ' হওয়ার জন্য জরুরি হচ্ছে যে, এক শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এবং অন্য শাতাব্দীর প্রারম্ভে তার মুজাদ্দিদসুলভ গুণাবলী প্রকাশ পাবে।'

মাওলনা আব্দুল হাই লাখনভী সাহেবের উপরোক্ত ফতওয়া দ্বারা প্রমাণিত হলো, সৈয়দ আহমদ বেরলভী তেরোশ হিজরির মুজাদ্দিদ নন।

বরং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হচ্ছেন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তার জন্ম ১১৫৯ হিজরি ওফাত ১২৩৯ হিজরি। উভয় শতাব্দীতে তিনি দ্বীনের সংস্কারমূলক কার্যাবলী আঞ্জাম দিয়েছেন।

কারণ–৩

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুদ্দকথা হলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে মুজাদ্দিদ হিসেবে প্রেরণ করতে চান, তিনি আবির্ভাবের পূর্বে শতাব্দীতে জন্ম নিয়ে 'মুকাম্মাল' আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এজন্য بعث (বায়াছা) يبعث (ইউবআছু) এর আভিধানিক অর্থ হলো– কোন কাজ বা দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং সেই দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়া।

এ প্রসঙ্গে লোগাতে কেশওয়ারী ৭০ পৃষ্ঠায় এবং আল মনজিদ (আরবি) ২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

بعثه على الشئ اى حمله على فعله واقامة الخ

ভাবার্থ 'তাঁকে কোন কিছুর দায়িত্বে দিয়ে যিনি প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ তাকে যে কাজের দায়িত্বভার বহন উপযোগী করেছেন এবং তিনিও এ দায়িত্বভারকে পরিপূর্ণরূপে কায়েম করেছেন।

بعث (বায়াছা) শব্দের শরয়ী বা পারিভাষিক অর্থ হলো, (নবীর বেলায়) নিজ নিজ কউমের কাছে খোদাপ্রদত্ত পয়গাম এর তাবলীগ শুরু করে দেওয়া।

(উম্মতের বেলায়) بعث (বায়াছা) শব্দের অর্থ হলো যিনি দ্বীনি খেদমতের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তিনি এ কাজে নবীর অনুকরণ ও অনুসরনের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে যাওয়া।

এজন্যই আম্বিয়ায়ে কেরামের বেলাদত বা জন্ম থেকে অন্তত: চল্লিশ বছর পর নবুয়তের প্রকাশ হয়ে থাকে। এ কারণে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহি মুস্সালাম এর বেলায় يبعث (ইউবআছু) শব্দ প্রয়োগ হয়ে থাকে, এবং মুজাদ্দিদের ক্ষেত্রেও এ হাদীস শরীফে يبعث (ইউবআছু) শব্দ প্রয়োগ হয়েছে।

যিনি এক শতাব্দীর জন্ম নিয়ে শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এবং অন্য শতাব্দীর শুরুতে তাঁর তাজদীদের কাজ আরম্ভ হয়ে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, হযরত উম ইবনে আবদুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি সর্ব প্রথম হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম মুজাদ্দিদ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর জন্ম ১৯ (উনিশ) হিজরি এবং ওফাত শরীফ ১১২ হিজরি। তিনি তাঁর জন্ম শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে পর শতাব্দীর ১২ (বারো) বৎসর পর্যন্ত তাজদীদী কাজের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ইজমায়ে মুছলিমীন তথা সকল মুসলমানদের ঐকমত্যে মুজাদ্দিদ হিসেবে গণ্য।

পক্ষান্তরে সৈয়দ আহম বেরলভী জন্ম ১২০১ হিজরি (বারোশত এক হিজরি) তাই তার মধ্যে মুজাদ্দিদ হওয়ার শর্ত পাওয়া গেল না। এছাড়াও তিনি কোরআন সুন্নাহর শিক্ষা থেকে একেবারেই বঞ্চিত ছিলেন।

সে প্রসঙ্গে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর ভক্তগণের উক্তিমতে 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবখানা হেদায়েতের কিতাব। উক্ত কিতাবের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী উল্লেখ করেন–

এক

اس کتاب کے اکثر مضامین کے تحریر کرنے میں صرف جناب سید احمد صاحب کے فرمائے ہوئے کلمات کے ترجمہ ہی پر اکتفا کیا اسی طرح تمام کتاب کے مضامین میں یہی طریق اختیار کیا جاتا لکین چونکہ آپ کی ذات والاصفات ابتداء فطرت سے رسالت مآب علیہ افضل الصلوۃ والتسلیمات کے کمال مشابہت پر پیدا کی گئ اسیلئے آپ کی لوح فطرت علوم رسمیہ کے نقش اور تحریر وتقریر کے داشمندوں کی راہ روش سے خالی تہیں

ভাবার্থ: 'এই কিতাব (সিরাতে মুস্তাকিম) এর অধিকাংশ বিষয় বস্তু লিখতে কেবল জনাব সৈয়দ আহমদ সাহেবের মুখনিসৃত বাণীর অনুবাদের উপরই করা হয়ে ছে। এভাবে এ কিতাবের পূর্ণ বিষয় বস্তু লিখার এই ধারাই অবলম্বন করার কথা ছিল। কিন্তু জীবনের শুরু থেকেই সৈয়দ আহমদ সাহেবের জাতও সিফাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লামের সাথে কামালে মুশাবিহাত বা পরিপূর্ণ মিল রেখেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এজন্য তার সত্তায় বা স্বভাবে লিখা পড়ার জন্য জ্ঞানী গুণীদের যে ধারা রয়েছে, তা থেকে তিনি খালী বা মুক্ত ছিলেন।'

অর্থাৎ প্রচলিত লিখা পড়া শিক্ষায় যে নিয়ম নীতি রয়েছে, সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মধ্যে এর কিছুই ছিল না। এক কথায় সৈয়দ আহমদ লেখাপড়া করতে পারেন নাই তিনি ছিলেন মুর্খ।

দুই

সুতরাং মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য উল্লেখ যোগ্য শর্ত হচ্ছে যে, তিনি কোরআন সুন্নাহর পূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞানবান হতে হবে। কিন্তু সৈয়দ আহমদ বেরলভী একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন, কোরআন সুন্নাহর কোন জ্ঞানই তার মধ্যে ছিল না বরং তিনি মূর্খ ছিলেন। মূর্খ লোক মুজাদ্দিদ হতে পারে না।

অপরদিকে তারই শিষ্য মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরীর ভাষ্য মোতাবেক ইসমাইল দেহলভীর লিখা 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবখানা তারই (সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবেরই) মলফুজাত বা বাণী। সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবে অনেকগুলি কুফুরি আকিদা বিদ্যমান।

সুতরাং সৈয়দ আহমদ বেরলভী দ্বীনের মুজাদ্দিদ নন।

তিন

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, সৈয়দ আহমদ বেরলভীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে। সত্যকথা বলতে কি, তার তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতাই ছিল না।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা ইমাদউদ্দিন (মানিক) ফুলতলী সাহেবের লিখিত 'সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভীর জীবনী ' নামক পুস্তকের (১ম ছাপা) ১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে।

'তখনকার সম্ভ্রান্ত বংশে প্রচলিত প্রথানুযায়ী সৈয়দ আহমদকে চার বৎসর বয়সে মক্তবে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু স্বগোত্রীয় অন্যান্য ছেলে মেয়েদের মত লেখাপড়ার দিকে তার তেমন ঝোঁক দেখা গেল না। মা-বাবার একান্ত আদর যত্ন ও শিক্ষকের অকৃতিম ভালবাসা সত্ত্বেও দীর্ঘ তিন বৎসরে তিনি কোরানশরীফের কয়েকটি মাত্র সূরা মুখস্ত করলেন এবং কিছু লিখতে শিখলেন। অবস্থা দৃষ্টে জৈষ্ট ভ্রাতৃদ্বয় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তদীয় পিতা

ভ্রাতৃদ্বয়কে শান্ত্বনা দিয়ে বললেন 'আহমদের লেখাপড়ার ব্যাপারে চিন্তা না করে আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও, দয়াময় তারপক্ষে যা ভাল মনে করেন তাই করবেন। ওকে তাগিদ করে লাভ হবে না।'

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো সৈয়দ আহমদ বেরলভীর প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা বা সনদ ছিল না। সুতরাং মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য ইলমী যোগ্যতার অতীব প্রয়োজন।

সৈয়দ আহমদ বেরলভীর কাছে কোরআন সুন্নাহর ইলমি যোগ্যতা ছিল অনুপস্থিত। তাই তিনি মুজাদ্দিদ হওয়ার যোগ্যতা রাখেননি।

এক নজরে মুজাদ্দিদগণের তালিকা

ক্র.	মুজাদ্দিদের নাম	জন্ম	ওফাত
১	আল্লামা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ।	১৯ হিঃ	১১২ হিঃ
২	ক. আল্লামা ইমাম শাফেয়ী।	১৫০ হিঃ	২০৪ হিঃ
	খ. আল্লামা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল।	১৬৪ হিঃ	২৪১ হিঃ
৩	ক. আল্লামা ইমাম নাছায়ী।	২১৫ হিঃ	৩০৩ হিঃ
	খ. আল্লামা ইমাম আবুল হাসান আশআরী	২৬০ হিঃ	৩২০ হিঃ
৪	ক. আল্লামা ইমাম বায়হাকী।	৩৮৪ হিঃ	৪৫৮ হিঃ
	খ. আল্লামা ইমাম আবু বকর বাকেল্লানী।		
৫	আল্লামা ইমাম গাজ্জালী।	৪৫০ হিঃ	৫০৫ হিঃ
৬	ইমাম আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী।	৫৪৪ হিঃ	৬০৬ হিঃ
৭	ক. আল্লামা তকী উদ্দিন সুবুকী।	৬৮৩ হিঃ	৭৫৬ হিঃ
	খ. তকী উদ্দিন ইবনে দাকিকুল ঈদ।	৬২৫ হিঃ	৭০২ হিঃ
৮	হাফিজ ইমাম ইবনে হজর আসকালানী।	৭৭৩ হিঃ	৮২৫ হিঃ
৯	ইমাম আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি।	৮৪৯ হিঃ	৯১১ হিঃ
১০	ক. আল্লামা মূল্লা আলী ক্বারী।		১০১৪ হি
	খ. আল্লামা মুজাদ্দিদে আলফেসানী।	৯৭১ হিঃ	১০৩৪ হি
	গ. শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী।	৯৫৮ হিঃ	১০৫২ হি
১১	বাদশাহ মহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব।	১০২৮ হি	১১১৭ হিঃ
১২	শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী।	১১৫৯ হিঃ	১২৩৯ হি
১৩	আলা হযরত শাহ আহমদ রেজা খাঁন(বেরেলভী)	১২৭২ হিঃ	১৩৪০ হি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাসিদাতুল বুরদা

কাসিদাতুল বুরদাহর নামকরণ

এ কাসিদার মূলনাম 'আল কাওয়াকিবুদ দুররিয়া ফি মাদহি খাইরিল বারিয়্যাহ' (শ্রেষ্ঠ মানবের প্রশংসায় উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা)। এ নামেই কাসিদাটি প্রথম দিকে খ্যাতি লাভ করে। মূলনাম ছাড়াও কাসিদাটির আরো দু'একটি নাম প্রচলিত আছে। এর একটি নাম বুরআহ অর্থাৎ আরোগ্য। যেহেতু কবি এই কাসিদার বদৌলতে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। তাই এই নামকরণ। তবে এই কাসিদার সর্বাধিক পরিচিতি নাম 'আল বুরদাহ'। বুরদাহ শব্দের অর্থ ডোরাকাটা বা নকশি চাদর। এই নামকরণের একটি তাৎপর্য এই যে- নকশি চাদরের যেমন নানান রং ও বিচিত্র নকশা থাকে, তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় এই কাসিদাতে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এই নামকরণের সর্বাধিক প্রচলিত তাৎপর্য এই যে, কবির স্বপ্নের মধ্যে এই কাসিদা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়েছিলেন। যার বরকতে তিনি পক্ষাঘাত থেকে আরোগ্যলাভ করেছিলেন। এই তাৎপর্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এর আরো একটি নাম 'বুরদিয়্যাহ' প্রচলিত আছে।

আল বুরদাহ রচনার প্রেক্ষাপট

রাসূলপ্রেমিক কবি আল বুসিরী হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। এতে তাঁর দেহের একাংশ অবশ হয়ে যায় এবং তিনি নড়াচড়া করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসায় একটি কাসিদা রচনা করে তার উছিলায় আল্লাহর কাছে রোগমুক্তির কামনা করবেন বলে মনস্থ করেন। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। রচনা শেষ করে তিনি এই কাসিদা পরম ভক্তিসহকারে আবৃত্তি করেন এবং রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দর্শন লাভ করেন

এবং স্বপ্নের মধ্যেই তাঁকে সম্পূর্ণ কাসিদাটি পড়ে শোনান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবির পক্ষাঘাতগ্রস্থ শরীরে তাঁর পবিত্র হাত মোবারক বুলিয়ে দেন এবং স্বীয় চাদর মোবারক (বুরদাহ) তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেন। ঘুম থেকে জেগে কবি দেখতে পান, তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্থ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছেন এবং তাঁর আর কোন কষ্ট নেই। তিনি সকালে ঘর থেকে বের হলে স্বীয় বন্ধু শেখ আবু রাজার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি কবিকে বলেন জনাব! আপনার সেই কাসিদাটি দিন তো। যেটি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসায় রচনা করেছেন। ইতোপূর্বে কবি কাসিদাতুল বুরদাহর কথা কাউকে জানাননি। তিনি বললেন আপনি কোন কাসিদাটি চাচ্ছেন। আমিতো অনেক কাসিদাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করেছি। বন্ধু বললেন সেইটি যার প্রথম লাইন-

أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِىْ سَلَمِ

مَزَجْتَ دَمْعًا جَرٰى مِنْ مُّقْلَةٍ بِدَمِ

কবি বললেন হে আবু রাজা আপনি কোথা থেকে এই কবিতা মুখস্থ করলেন? আমি তো কাউকে এটা পড়ে শোনাইনি আবু রাজা বললেন- আমি গতকাল শুনছিলাম, আপনি এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সামনে আবৃত্তি করছেন। আর এটি তাঁর পছন্দ হওয়ায় তিনি আন্দোলিত হচ্ছেন, যেমন ফলদবৃক্ষের শাখা বাতাসে আন্দোলিত হয়। ঐ কথা শুনে কবি তখন কাসিদাটি তাকে দিয়েছেন আর তখন থেকে দ্রুত এই কাসিদার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং তার বরকত অসাধারণভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তা উযির বাহাউদ্দিনের হস্তগত হয়। উযির সাহেব একান্ত শ্রদ্ধাভরে দণ্ডায়মান হয়ে তা প্রতিনিয়ত শ্রবণ করতে থাকেন।

বর্ণিত আছে- উযিরের নায়েব সায়াদুদ্দীন ফারুকী সাহেব দৃষ্টি শক্তিহীন হয়ে যায়। স্বপ্নে এক বুযুর্গ ব্যক্তি তাঁহাকে বলেন- তুমি বাহাউদ্দীনের নিকট হতে 'কাসিদায়ে বুরদা' নিয়ে আপন নেত্র যুগলে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বুলিয়ে দাও, সকালে উঠে তিনি তাই করেন এবং খোদার মর্জিতে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

তাই এই কাসিদাশরীফ যে কোন লোক রুগমুক্তির আশায় পাঠ করবে আল্লাহপাক এই কাসিদার উছিলায় রোগমুক্ত করে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

এই কাসিদাখানি অযু সহকারে ক্বিবলামুখী হয়ে নামাযে বসার ন্যায় বসে দৃঢ় বিশ্বাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তিসহকারে পড়তে হয়।

কাসিদায়ে বুরদা পাঠ করার নিয়ম

কেবলামুখী হয়ে কাসিদার আগে-পরে ১৭বার করে এই দরূদশরীফখানা পাঠ করবেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

অতঃপর বুরদাশরীফ পাঠ শুরু করবেন।

প্রথম অধ্যায়

ইশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

بسم الله الرحمن الرحيم.

اَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِىْ سَلَمٍ
مَزَجْتَ دَمْعًا جَرٰى مِنْ مُّقْلَةٍ بِدَمٖ

অর্থ: তোমার কি সলম বাগানের পড়শির কথা মনে পড়লো, যার জন্য রক্তাশ্রু প্রবাহিত হলো?

اَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ
وَاَوْمَضَ الْبَرْقُ فِى الظَّلْمَاءِ مِنْ اِضَمٖ

অর্থ: নাকি কাযিমার দিক থেকে দমকা হাওয়া এলো, নাকি ইজাম থেকে অন্ধকার রজনীতে বিদ্যুৎ চমকালো।

فَمَا لِعَيْنَيْكَ اِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا
وَمَا لِقَلْبِكَ اِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمٖ

অর্থ: তোমার চক্ষুদ্বয় কী হলো, কারণ বারণ করলে আরো ক্রন্দন করে, মনটাও এমন কেন যে সুস্থির হতে বললে আরো অস্থির হয়ে পড়ে।

اَيَحْسَبُ الصَّبُّ اَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ
مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضْطَرِمٖ

অর্থ: প্রেমিক কী মনে করে যে ভালবাসা প্রবাহিত অশ্রুজল ও প্রেমানলে পোড়া হৃদয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে।

لَوْلَا الْهَوَا لَمْ تُرِقْ دَمْعًا عَلٰى طَلَلٍ
وَلَا اَرِقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلَمٖ

অর্থ: যদি প্রেম না থাকত, তাহলে তুমি টিলার উপর অশ্রুপাত করতে না এবং বান গাছ ও পাহাড়ের স্মরণে অস্থির হতে না।

فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ
بِهٖ عَلَيْكَ عُدُوْلُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمٖ

অর্থ: প্রেমকে তুমি কীভাবে অস্বীকার করতে পার। যেহেতু অশ্রুজল এবং রোগাক্রান্ত বাস্তব সাক্ষ্য।

وَاَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّىْ عَبْرَةٍ وَّضَنًى
مِثْلَ الْبَهَارِ عَلٰى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمٖ

অর্থ: প্রেম লাল শাখা ও হলদে ফুলের ন্যায় তোমার দুগালে অশ্রু ও ক্ষীণতার দুটি রেখা টেনে দিয়েছে।

نَعَمْ سَرٰى طَيْفُ مَنْ اَهْوٰى فَاَرَّقَنِىْ
وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بِالْاَلَمٖ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ: হ্যাঁ যাকে আমি ভালবাসি রাতে তাঁর কথা স্মরণ এসে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। তখন প্রেমের স্বাদ বেদনায় পরিণত হল।

يَا لَائِمِي فِي الْهَوَى الْعُذْرِيِّ مَعْذِرَةً
مِنِّي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ

অর্থ: ওহে প্রেম প্রসঙ্গে আমায় ভৎর্সনাকারী! আমার ওযর আপত্তি উপেক্ষা কর না। তুমি যদি ন্যায় বিচার করতে হবে তবে আমার নিন্দা করতে না।

عَدَتْكَ حَالِي لَا سِرِّي بِمُسْتَتِرٍ
عَنِ الْوُشَاةِ وَلَا دَائِي بِمُنْحَسِمِ

অর্থ: আমার অবস্থা তুমি জেনে ফেলেছ। আমার গোপন কথা নিন্দাকারীদের কাছে আর গোপন নেই। আমার বেদনা কখনো দমবার নয়।

مَحَضْتَنِي النُّصْحَ لَكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ
إِنَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُذَّالِ فِي صَمَمِ

অর্থ: তুমি আমাকে ভাল নসিহত করেছে, কিন্তু আমি শুনতে পাই না। আসলে আশিক নসিহতকারীদের কাছে বধির।

إِنِّي اتَّهَمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ فِي عَذَلِي
وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي نُصْحٍ عَنِ التُّهَمِ

অর্থ: আমি বার্ধক্যের নসিহতকে দোষারূপ করেছি, অথচ সেটা দোষারূপ থেকে অনেক দূরে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আত্মসংযমতা

فَإِنَّ أَمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ
مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ

www.AmarIslam.com

অর্থ: আমার নফসে আম্মারা (কুরিপু) অজ্ঞতার কারণে বার্ধক্যের নসিহত গ্রহণ করলো না।

وَلَا أَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ قِرَى
ضَيْفٍ أَلَمَّ بِرَأْسِي غَيْرَ مُحْتَشِمِ

অর্থ: যে অতিথি (বার্ধক্য) আমার মাথার উপর আগত, তাকে স্বাগতম জানালাম না। নেককাজ দ্বারা তাঁর আতিথ্যও করতে পারলাম না।

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِّي مَا أُوَقِّرُهُ
كَتَمْتُ سِرًّا بَدَا لِي مِنْهُ بِالْكَتَمِ

অর্থ: যদি জানতাম যে আমি তার (বার্ধক্যের) সম্মান করতে পারবো না, তাহলে কলপ দ্বারা তার আবির্ভাব লুকিয়ে রাখতাম।

مَنْ لِي بِرَدِّ جِمَاحٍ مِنْ غَوَايَتِهَا
كَمَا يُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللُّجُمِ

অর্থ: এমন কেউ আছে যে, আমার অবাধ্য নফসকে দমন করতে পারে। যেমন অবাধ্য ঘোড়াকে লাগাম দ্বারা দমন করা হয়।

فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا
إِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّي شَهْوَةَ النَّهِمِ

অর্থ: তুমি পাপাচার দিয়ে রিপুর কামনা প্রতিহত করতে চেয়ো না, কেননা রসদ ক্ষুধাকে আরও জোড়দার করে।

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى
حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ

অর্থ: নফস হলো শিশুর মতো। যতক্ষণ দুধ পান করাবে, সে পান করতে থাকবে। আর যদি তাকে স্তনচ্যুত কর, তাহলে সে দুধ পান ছেড়ে দেবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ اَنْ تُوَلِّيَهٗ
اِنَّ الْهَوٰى مَا تَوَلّٰى يُصْمِ اَوْ يَصِمِ

অর্থ: অতএব নফসের কামনা পূরণে বাধা সৃষ্টি কর। সে যেন প্রবল হয়ে না উঠে নফ্‌স প্রবল হলে কলঙ্ক ও সর্বনাশ ডেকে আনবে।

وَرَاعِهَا وَهِىَ فِى الْاَعْمَالِ سَائِمَةٌ
وَاِنْ هِىَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعٰى فَلَا تُسِمِ

অর্থ: তার প্রতি কড়া নজরদারি রেখ। সে বিচরণকারী পশুর মতো। যদি সে চারণভূমিতে আকৃষ্ট হয় তবে তাকে বিচরণ করতে দিও না।

كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةً لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً
مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ اَنَّ السَّمَّ فِى الدَّسَمِ

অর্থ: সে (নফ্‌স) অনেক জীবননাশক বস্তুকে মানুষের চোখে সুন্দর করে দেখিয়েছে। সে বুঝতে পরতো না যে চর্বির মধ্যে বিষ রয়েছে।

وَاخْشَ الدَّسَائِسَ مِنْ جُوْعٍ وَّمِنْ شَبَعٍ
فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِّنَ التُّخَمِ

অর্থ: রিপুর চক্রান্তকে সদা ভয় কর, ক্ষুধার্ত হও বা পরিতৃপ্ত হও। কারণ অনেকসময় ক্ষুধা পরিতৃপ্ত থেকে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِ امْتَلَاَتْ
مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ

অর্থ: নাযায়েয দৃষ্টিপাতের জন্য অশ্রুপাত কর এবং সারাক্ষণ অনুশোচনার রক্ষাকবচ সাথে রেখ।

www.AmarIslam.com

وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا
وَاِنْ هُمَا مَحَّضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ

অর্থ: নফ্‌স ও শয়তানের বিরোধিতা কর এবং তাদের কথা অমান্য কর, যদিও বা তারা তোমাকে আন্তরিক উপদেশ দেয়। তবুও তুমি তাদের দোষারূপ কর।

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَّلَا حَكَمًا
فَاَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ

অর্থ: এ দু'জনের কারো আনুগত্য কর না, হোক শত্রু বা নিরপেক্ষ। তুমি তাদের শত্রুতা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে ভাল জান।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَلٍ
لَقَدْ نَسَبْتُ بِهٖ نَسْلًا لِّذِىْ عُقُمِ

অর্থ: আমলবিহীন কথার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। এটা তো বন্ধ্যা রমণীর সন্তান আছে বলার মতোই মিথ্যাচার।

اَمَرْتُكَ الْخَيْرَ لٰكِنْ مَّا ائْتَمَرْتُ بِهٖ
وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِىْ لَكَ اسْتَقِمِ

অর্থ: আমি তোমাকে ভাল কাজ করতে বললাম কিন্তু নিজে সেটা পালন করলাম না। আমি নিজে সঠিক পথে চললাম না। তাই আমার কথা তোমাকে কি করে সঠিক পথে আনবে?

وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً
وَلَمْ اُصَلِّ سِوٰى فَرْضٍ وَّلَمْ اَصُمِ

অর্থ: আমি মৃত্যুর আগে নফল কাজের দ্বারা পরকালের কোন সম্বল সংগ্রহ করতে পারিনি। ফরয নামায ও ফরয রোযা ছাড়া আর কিছু করিনি।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসা

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَى الظَّلَامَ اِلَى
اِنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرَّ مِنْ وَّرَمٍ

অর্থ: : আমি যে মহান নবীর সুন্নত বর্জন করে নিজের উপর জুলুম করেছি। যিনি অন্ধকার রাত্রে জাগ্রত থাকতেন। ফলে পদযুগল ফুলে ব্যথাতুর হয়ে যেত।

وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ اَحْشَاءَهٗ وَطَوٰى
تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُّتْرَفَ الْاَدَمِ

অর্থ: তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার তাড়নায় পেট মোবারক বেঁধে রাখতেন এবং কোমর নিচে চাঁপা দিতেন।

وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ
عَنْ نَفْسِهٖ فَاَرَاهَا اَيَّمَا شَمَمٍ

অর্থ: স্বর্ণের সুউচ্চ পাহাড় তাঁকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাঁর মনের উচ্চতা কতখানি দেখিয়ে দিয়েছেন।

وَاَكَّدَتْ زُهْدَهٗ فِيْهَا ضَرُوْرَتُهٗ
اِنَّ الضَّرُوْرَةَ لَا تَعْدُوْا عَلَى الْعِصَمِ

অর্থ: অভাব অনটন তাঁর খোদাভক্তি আরও জোরদার করে দিয়েছিল। নিশ্চয়ই অভাব অনটন খোদায়ী হেফাজত ভেদ করতে সক্ষম নয়।

وَكَيْفَ تَدْعُوْا اِلَى الدُّنْيَا ضَرُوْرَةُ مَنْ
لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

অর্থ: সেই পবিত্র আত্মাকে কী করে অভাব অনটন দুনিয়ার প্রতি প্রলুব্ধ করতে পারে, যিনি না হলে দুনিয়াও সৃষ্টি হতো না।

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَّ مِنْ عَجَمٍ

অর্থ: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া- আখিরাত, মানব, দানব এবং আরব-আযমের সরতাজ।

نَبِيُّنَا الْاٰمِرُ وَالنَّاهِيْ فَلَا اَحَدٌ
اَبَرَّ فِيْ قَوْلِ لَامِنْهُ وَلَا نَعَمٍ

অর্থ: আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশকারী ও নিষেধকারী। হ্যাঁ বা না বলার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِيْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهٗ
لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمٍ

অর্থ: তিনিই আল্লাহর সেই হাবীব, যাবতীয় সঙ্কটকালে যার সুপারিশের প্রত্যাশা করা যায়।

دَعَا اِلَى اللهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهٖ
مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمٍ

অর্থ: তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, যারা তাঁর আঁচল ধরেছে, তারা যেন এক অটুট শক্তরশি আকড়ে ধরলো।

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِيْ خَلْقٍ وَّفِيْ خُلُقٍ
وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِيْ عِلْمٍ وَّلَا كَرَمٍ

অর্থ: দৈহিক গড়ন ও চারিত্রিক গুণে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নবীকুলশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানে ও দানে তাঁর ধারে-কাছেও কেউ পৌঁছতে পারেনি।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ مُلْتَمِسٌ
غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ

অর্থ: রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সকল রাসূলগণ তাঁর মহাসাগর থেকে এক অঞ্জলি কিংবা অবিরাম বৃষ্টি থেকে এক চুমুক পানি লাভের প্রত্যাশা করেন।

وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ
مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ

অর্থ: তাঁরা তাঁদের মর্যাদানুসারে তাঁর থেকে জ্ঞানভাণ্ডারের এক ফোটা কিংবা হিকমতের সামান্য অংশ লাভের প্রত্যাশায় তাঁর সামনে দণ্ডায়মান।

فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهُ
ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ

অর্থ: তিনি সেই মহামানব, যার যাহেরী বাতেনী পরিপূর্ণ হওয়ার পর মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁকে হাবীব হিসেবে মনোনীত করেছেন।

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِيْ مَحَاسِنِهِ
فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

অর্থ: তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যাবলী শরিকমুক্ত (একক)। তাঁর সৌন্দর্যের মূল উপাদান অবিভক্ত।

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِيْ نَبِيِّهِمْ
وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمِ

অর্থ: খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের নবী প্রসঙ্গে যেসব উক্তি করে, তা থেকে বিরত থেকো এবং তোমাদের নবীরশানে শরিয়তের সীমানায় যত রকমের গুণকীর্তন করতে চাও কর এবং এর প্রতি অবিচল থেকো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَانْسُبْ إِلٰى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ
وَانْسُبْ إِلٰى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ

অর্থ: যত ইচ্ছা তাঁর সত্ত্বার মর্যাদায় সম্পৃক্ত কর এবং যত প্রকার বুজুর্গী ও মহাত্ম্য আছে, তাঁর শানে প্রয়োগ কর।

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَيْسَ لَهُ
حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

অর্থ: কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফজিলতের কোন সীমানা নেই যে কেউ বর্ণনা করে শেষ করতে পারে।

لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ اٰيَاتُهُ عِظَمًا
أَحْيٰى اسْمُهُ حِيْنَ يُدْعٰى دَارِسَ الرِّمَمِ

অর্থ: তাঁর মোযেযা ও অলৌকিকতা যদি তাঁর মর্যাদা মুতাবিক হতো, তাহলে তাঁর নাম নিয়ে ডাক দিলে নিশ্চিহ্ন হাড়গুলো জীবিত হয়ে উঠতো।

لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَى الْعُقُوْلُ بِهِ
حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمِ

অর্থ: তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপর এমন বিধান চাপিয়ে দেননি যা বোধগম্য নয়। আমাদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি করেছেন। তাই আমরা কোন সন্দেহে পতিত হইনি এবং কোন হয়রানির সম্মুখীন হইনি।

أَعْيَى الْوَرٰى فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرٰى
لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْفَحِمِ

অর্থ: তাঁর কামালিয়াত অনুধাবনে সৃষ্টিকুল অপারগ রয়েছে। তাই নিকট বা দূর থেকে তাঁকে দেখে হতবুদ্ধি না হয়ে উপায় নেই।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعُدٍ
صَغِيْرَةً وَّتَكِلُّ الطَّرْفُ مِنْ اَمَمٍ

অর্থ: যেমন সূর্য দূর থেকে চোখের সামনে ছোট মনে হয়। আর সেদিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়।

وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِى الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهٗ
قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلُّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ

অর্থ: সেই জাতি কী করে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাকিকত উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, যে জাতি নিদ্রায় স্বপ্নে বিভোর থাকতে সন্তুষ্ট।

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اَنَّهٗ بَشَرٌ
وَاَنَّهٗ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ

অর্থ: তাঁর সম্পর্কে এতটুকু জানা গেছে যে, তিনি নিশ্চয়ই একজন মানুষ এবং আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সেরা।

وَكُلُّ اٰىٍ اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا
فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُوْرِهٖ بِهِمِ

অর্থ: যত সব মোজেযা নবীগণ প্রদর্শন করেছেন, তারই সব নূর থেকে তাঁদের পৌঁছেছে।

فَاِنَّهٗ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا
يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِى الظُّلَمِ

অর্থ: কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ফজল ও করমের সূর্য আর তাঁরা (নবীগণ) হলেন তারকারাজি, যেগুলো অন্ধকারে সূর্য থেকে আহরিত আলো মানুষের জন্য প্রকাশ করে।

حَتّٰى اِذَا طَلَعَتْ فِى الْكَوْنِ عَمَّ هُدَاهَا
الْعَالَمِيْنَ وَاَحْيَتْ سَائِرَ الْاُمَمِ

অর্থ: শেষ পর্যন্ত যখন নবুয়তের সূর্য উদিত হলো, তখন সারাজাহানে হেদায়াতের আলো ছড়িয়ে পড়লো এবং সমগ্র মানবজাতি নবজীবন লাভ করলো।

اَكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِىٍّ زَانَهٗ خُلُقٌ
بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٌ بِالْبِشْرِ مُتَّسِمٍ

অর্থ: নবীর পবিত্র অবয়ব কী যে সুন্দর! সুন্দর চরিত্রের সংমিশ্রণে আরও অপূর্ব হয়েছে তার চেহারা মুবারক।

كَالزَّهْرِ فِىْ تَرَفٍ وَّالْبَدْرِ فِىْ شَرَفٍ
وَالْبَحْرِ فِىْ كَرَمٍ وَالدَّهْرِ فِىْ هِمَمٍ

অর্থ: তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমলতায় ফুলের মত, মর্যাদায় পূর্ণিমা চাঁদের মত, উদারতায় সাগরের মত এবং সাহসিকতায় মহাকালের মত।

كَاَنَّهٗ وَهُوَ فَرْدٌ فِىْ جَلَالَتِهٖ
فِىْ عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ وَفِىْ حَشَمٍ

অর্থ: তুমি তাঁর সাক্ষাতে গেলে দেখবে যে তিনি একাকিত্বেও যেন সেনাদলের মাঝে এবং খাদেম পরিবেষ্টিত।

كَاَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُوْنُ فِىْ صَدَفٍ
مِنْ مَعْدِنَىْ مَنْطِقٍ مِّنْهُ وَمُبْتَسَمٍ

অর্থ: কথা বলা ও হাসির সময়ে তাঁর পবিত্র মুখের দাঁত মোবারক যেন ঝিনুকের মাঝে সুরক্ষিত মুক্তা।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

لَا طِيْبَ يَعْدِلُ تُرْبًا ضَمَّ اَعْظُمَهٗ

طُوْبٰى لِمُنْتَشِقٍ مِنْهُ وَمُلْتَثِمٍ

অর্থ: যে মাটি তাঁর দেহ মোবারক ধারণ করে আছে (রওযাপাকের মাটি) সেটার মত সুগন্ধ অন্য কিছু নেই। বড় সৌভাগ্যবান সে, যে সেটার ঘ্রাণ নেয় এবং চুমু খায়।

চতুর্থ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলাদত

اَبَانَ مَوْلِدُهٗ عَنْ طِيْبِ عُنْصُرِهٖ

يَا طِيْبَ مُبْتَدَاءٍ مِنْهُ وَمُخْتَتَمٍ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভজন্ম তাঁর বংশের উৎকৃষ্টত্ব ও সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করে। এর সূচনাও পবিত্র, সমাপ্তিও পবিত্র।

يَوْمٌ تَفَرَّسَ فِيْهِ الْفُرْسُ اَنَّهُمْ

قَدْ اُنْذِرُوْا بِحُلُوْلِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَمِ

অর্থ: যে দিন পারসিকরা বুঝতে পেরেছিল যে তারা শীঘ্রই আযাব ও দুর্দশায় পতিত হবে।

وَبَاتَ اِيْوَانُ كِسْرٰى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ

كَشَمْلِ اَصْحَابِ كِسْرٰى غَيْرَ مُلْتَئِمٍ

অর্থ: সে দিন পরাস্য সম্রাটের প্রাসাদ ধসে পড়েছিল। ফলে সৈন্যসাথীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ مِنْ اَسَفٍ

عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِى الْعَيْنِ مِنْ سَدَمٍ

অর্থ: অগ্নিপূজক পারসিকদের আগুন হতাশায় শীতল নিঃশ্বাস ফেলেছিল এবং তাদের প্রবাহমান নদী মনের দুঃখে শুকিয়ে গিয়েছিল।

وَسَاءَ سَاوَةَ اَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا

وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِيْنَ ظَمِ

অর্থ: নদী শুকিয়ে মাওয়াবাসীকে মর্মাহত করলো এবং তৃষ্ণার্তরা ঘাটে এসে পানি না পেয়ে ক্রোধে নিয়ে ফিরে গেল।

كَاَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ

حُزْنًا وَّبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمٍ

অর্থ: যেন দুঃখে আগুনের মধ্যে পানির আদ্রতা আসলো আর আগুনের উত্তাপ পানির মধ্যে আসলো।

وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْاَنْوَارُ سَاطِعَةٌ

وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنًى وَمِنْ كَلِمٍ

অর্থ: তাঁর আগমনে জ্বিনেরা উল্লাস করতে ছিল, উজ্জ্বল আলো চমকাচ্ছিল। আর সেই উল্লাস ও আলোর মাঝে নবুয়তের রবি উদ্ভাসিত হলো।

عَمُوْا وَصَمُّوْا فَاِعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ

تُسْمَعْ وَبَارِقَةُ الْاِنْذَارِ لَمْ تُشَمِ

অর্থ: খোদাদ্রোহীরা অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তাই তারা সুসংবাদ শুনতে পায়নি এবং ভীতিকর বজ্রপাত দেখতে পায়নি।

مِنْ بَعْدِ مَا اَخْبَرَ الْاَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ

بِاَنَّ دِيْنَهُمُ الْمُعْوَجَّ لَمْ يَقُمِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ: গণকেরা আগেই বলে দিয়েছিল যে তাদের বাতিল ধর্ম আর টিকে থাকবে না।

وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا فِي الْأُفُقِ مِنْ شُهُبٍ

مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَنَمِ

অর্থ: খোদাদ্রোহীরা আকাশ হতে অগ্নিশিখা ঝরতে এবং মর্তের মূর্তিগুলো উপর হয়ে পড়তে দেখেও ঈমান আনেনি।

حَتَّى غَدَا عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ مُنْهَزِمٌ

مِنَ الشَّيَاطِينِ يَقْفُوا إِثْرَ مُنْهَزِمِ

অর্থ: শেষ পর্যন্ত শয়তানরা ওহীর পথ ছেড়ে একে একে সব পালিয়ে গেল।

كَأَنَّهُمْ هَرَبًا أَبْطَالُ أَبْرَهَةٍ

أَوْ عَسْكَرٌ بِالْحَصَى مِنْ رَاحَتَيْهِ رُمِي

অর্থ: যেন তারা আবরাহার পলায়ন পর সৈন্যবাহিনী কিংবা তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হাতে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডে আহত সৈন্যবাহিনী।

نَبْذًا بِهِ بَعْدَ تَسْبِيحٍ بِبَطْنِهِمَا

نَبْذَ الْمُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِمِ

অর্থ: ঐ কংকরগুলো তাসবীহ পাঠের পর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যেমন তাসবীহ পাঠের পর হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেট থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীনের দাওয়াত

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً

تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمِ

www.AmarIslam.com

অর্থ: তাঁর আহ্বানে পানি-বিহীন বৃক্ষরাজী সিজদাবনত অবস্থায় হাঁমাগুড়ি দিয়ে চলে এসেছিল।

كَأَنَّمَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِمَا كَتَبَتْ

فُرُوعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطِّ فِي اللَّقَمِ

অর্থ: বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা যেন রাস্তার মধ্যস্থলে এক অদ্ভুত রেখা দ্বারা হুজুরের প্রশংসা অঙ্কিত করে গিয়েছিল।

مِثْلَ الْغَمَامَةِ أَنَّى سَارَ سَائِرَةً

تَقِيهِ حَرَّ وَطِيسٍ لِلْهَجِيرِ حَمِي

অর্থ: তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যেতেন, মেঘের একটি টুকরা তাঁর মাথা মোবারকের উপর ছায়াপাত করতো এবং রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা করতো।

أَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ إِنَّ لَهُ

مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَبْرُورَةَ الْقَسَمِ

অর্থ: আমি দ্বিখণ্ডিত চন্দ্রের সত্যিকার শপথ করে বলছি যে, চন্দ্রের সাথে হুজুরের আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে।

وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ

وكل طرف من الكفار عنه عمي

অর্থ: এবং শপথ করে বলছি সেই গুহার, যেথায় একত্রিত হয়েছিল কল্যাণ ও মহত্ব (হুজুর ও ছিদ্দিক) এবং কাফিরদের চক্ষু তাঁদের দেখতে পায়নি।

فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يَرِيَا

وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرِمِ

অর্থ: সত্যের মূর্তপ্রতীক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু গুহার মধ্যে অদৃশ্য ছিলেন। কাফেররা বলেছিল গুহায় কেউ নেই।

www.AmarIslam.com
Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوتَ عَلٰى
خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُمِ

অর্থ: তারা ধারণা করেছিল, সৃষ্টির সেরা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর কবুতর এসে ডিম পাড়েনি এবং মাকড়সা জাল বুনেনি। আগে থেকেই এরকম ছিল।

وِقَايَةُ اللهِ اَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ
مِنَ الدُّرُوْعِ وَعَنْ عَالٍ مِّنَ الْاُطُمِ

অর্থ: আল্লাহ তায়ালার হেফাজত মজবুত বর্ম ও সুউচ্চ দুর্গ থেকে যথার্থ ছিল।

مَا سَامَنِى الدَّهْرُ ضَيْمًا وَّاسْتَجَرْتُ بِهٖ
اِلَّا وَنِلْتُ جِوَارًا مِّنْهُ لَمْ يُضَمِ

অর্থ: কালচক্রের বিপদ-আপদে পড়ে যখনই তাঁর আশ্রয় চেয়েছি, তখনই তাঁর আশ্রয় পেয়েছি এবং বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি।

وَلَا الْتَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَّدِهٖ
اِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدٰى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمِ

অর্থ: যখনই আমি তাঁর কাছে উভয় জাহানের ধন কামনা করেছি, তখনই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতার দান ও বখশিষ লাভ করেছি।

لَا تُنْكِرِ الْوَحْىَ مِنْ رُّؤْيَاهُ اِنَّ لَهٗ
قَلْبًا اِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَمِ

অর্থ: তাঁর স্বপ্নেপ্রাপ্ত ওহী অস্বীকার করো না। তাঁর চক্ষুদ্বয় ঘুমালেও তাঁর অন্তর ঘুমায় না।

وَذَاكَ حِيْنَ بُلُوْغٍ مِنْ نُبُوَّتِهٖ
فَلَيْسَ يُنْكَرُ فِيْهِ حَالُ مُحْتَلِمِ

www.AmarIslam.com

অর্থ: সেটাতো নবুয়াতে উপনীত হওয়ারকাল। তাই তখনকার স্বপ্ন অস্বীকার করা যাবে না।

تَبَارَكَ اللهُ مَا وَحْىٌ بِمُكْتَسَبٍ
وَلَا نَبِىٌّ عَلٰى غَيْبٍ بِمُتَّهَمِ

অর্থ: আল্লাহ অতি মহান, ওহী কোন শ্রম দ্বারা অর্জিত বিষয় নয়। আর গায়েব বলা প্রসঙ্গে কোন নবীকে দোষারোপ করা যায় না।

اٰيَاتُهُ الْغُرُّ لَا يَخْفٰى عَلٰى اَحَدٍ
بِدُوْنِهَا الْعَدْلُ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

অর্থ: তাঁর মোজেজাসমূহ অতি স্পষ্ট, কারো কাছে গোপন নয়। এগুলো ছাড়া মানুষের মধ্যে সুবিচার কায়েম হতো না।

كَمْ اَبْرَاَتْ وَصِبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهٗ
وَاَطْلَقَتْ اَرِبًا مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَمِ

অর্থ: তাঁর পবিত্র হাতের স্পর্শে কত রোগী আরোগ্যলাভ করেছে এবং কত অভাগা পাপের বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছে।

وَاَحْيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهٗ
حَتّٰى حَكَتْ غُرَّةً فِى الْاَعْصُرِ الدُّهُمِ

অর্থ: তাঁর দোয়ায় ঘোর অন্ধকার যুগ আলোকিত হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষেরকাল (ফলেফুলে) সবুজশ্যামল কালে পরিণত হয়েছিল।

بِعَارِضٍ جَادَ اَوْ خِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَا
سَيْبًا مِّنَ الْيَمِّ اَوْ سَيْلًا مِّنَ الْعَرِمِ

অর্থ: তাঁর রহমতের বর্ষণ যেন সবুজের স্রোত কিংবা বৃষ্টির বাঁধ ভাঙ্গা ঢল।

www.AmarIslam.com
Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

কোরআনশরীফের মর্যাদার বর্ণনা

دَعْنِىْ وَوَصْفِىْ اٰيَاتٍ لَّهٗ ظَهَرَتْ

ظُهُوْرَ نَارِ الْقِرٰى لَيْلًا عَلٰى عَلَمِ

অর্থ: আমাকে তাঁর মুজেযাসমূহ বর্ণনা করতে দাও, যা প্রকাশলাভ করেছিল পাহাড় চূড়ায়, আতিথেয়তার আগুনের মতো সুস্পষ্ট।

فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَّهُوَ مُنْتَظِمٌ

وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرَ مُنْتَظِمِ

অর্থ: মালাগাঁথা অবস্থায় মুক্তার সৌন্দর্য তা–অধিক শোভমান হয়। তবে এমনিতেও মুক্তার মর্যাদা কম নয়।

فَمَا تَطَاوُلُ اٰمَالُ الْمَدِيْحِ اِلٰى

مَا فِيْهِ مِنْ كَرَمِ الْاَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ

অর্থ: প্রশংসাকারী কখনো আশা করতে পারে না তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান চরিত্র ও সদাচরণসমূহের পূর্ণ বিবরণ দিতে।

اٰيَاتُ حَقٍّ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثَةٌ

قَدِيْمَةٌ صِفَةُ الْمَوْصُوْفِ بِالْقِدَمِ

অর্থ: কোরআন পাকের আয়াতসমূহ নতুন শব্দরাজি সম্বলিত কিন্তু অর্থ স্থায়ী। কেননা আল্লাহর বাণী আল্লাহর মতো স্থায়ী।

لَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَانٍ وَهِىَ تُخْبِرُنَا

عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَّعَنْ اِرَمِ

অর্থ: এ আয়াতসমূহ কোন কালের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এগুলো আমাদেরকে পরকাল, ইরাম ও আদ জাতির কথা শোনায়।

دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ

مِنَ النَّبِيِّيْنَ اِذْ جَائَتْ وَلَمْ تَدُمِ

অর্থ: এসব মোজেজা অন্যান্য নবীগণের মোজেযা অপেক্ষা উত্তম। কেননা তাঁদের মোজেযা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এগুলো বিলুপ্ত হওয়ার নয়, চিরকাল থাকবে।

مُحَكَّمَاتٌ فَمَا يُبْقِيْنَ مِنْ شُبَهٍ

لِّذِىْ شِقَاقٍ وَّلَا يَبْغِيْنَ مِنْ حَكَمِ

অর্থ: কোরআনের আয়াতসমূহ এমন অকাট্য যে এতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই এবং যাচাই বাছাই এর কোন প্রয়োজন নেই।

مَا حُوْرِبَتْ قَطُّ اِلَّا عَادَ مِنْ حَرَبٍ

اَعْدَى الْاَعَادِىْ اِلَيْهَا مُلْقِىَ السَّلَمِ

অর্থ: ঘোরতর শত্রু এর সাথে মুকাবেলা করে পারেনি। শেষাবধি চুক্তির পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

رُدَّتْ بَلَاغَتُهَا دَعْوٰى مُعَارِضِهَا

رَدَّ الْغَيُوْرِ يَدَ الْجَانِىْ عَنِ الْحُرَمِ

অর্থ: ভদ্রলোক যেমন দুষ্ট লোককে গলাধাক্কা দিয়ে অন্তঃপুর থেকে বের করে দেয়, তেমনি পাককালামের ভাষার অলংকার স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে রুখে দিয়েছে।

لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِىْ مَدَدٍ

وَفَوْقَ جَوْهَرِهٖ فِى الْحُسْنِ وَالْقِيَمِ

অর্থ: এসব আয়াতের অর্থ সাগরের তরঙ্গরাজির মত সুবিন্যাস্ত এবং দামী মণিমুক্তা থেকে অধিক সুন্দর ও অতি মূল্যবান।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

فَمَا تُعَدُّ وَلَاتُحْصىٰ عَجَائِبُهَا
وَلَا تُسَامُ عَلَى الْاِكْثَارِ بِالسَّأَمِ

অর্থ: এ সব আয়াতের বিস্ময়সমূহ অগণিত, অধিক চর্চার ফলে কোন বিরক্তির উদ্রেক হয় না।

قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيْهَا فَقُلْتُ لَهٗ
لَقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللهِ فَاعْتَصِمِ

অর্থ: এ সব আয়াতের অধ্যায়নকারীর চোখ শীতল হয়েছে। আমি তাকে বললাম, তুমি আল্লাহর রশি ধারণ করে সফলকাম হয়েছ। অতএব এতে অটল থেকো।

اِنْ تَتْلُهَا خِيْفَةً مِنْ حَرِّ نَارِ لَظٰى
اَطْفَأْتَ حَرَّ لَظٰى مِنْ وِّرْدِهَا الشَّبِمِ

অর্থ: যদি তুমি দোযখের আগুনের ভয়ে কালামেপাক তেলাওয়াত কর, তাহলে তুমি আয়াতের শীতল পানি দ্বারা সে আগুন নির্বাপিত করতে পারবে।

كَاَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ بِهٖ
مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَاؤُهٗ كَالْحُمَمِ

অর্থ: এ আয়াতসমূহ যেন হাউজে কাউছার, যা দ্বারা পাপীদের কয়লার মত কালো চেহারা উজ্বল হয়ে উঠে।

وَكَا الصِّرَاطِ وَكَالْمِيْزَانِ مَعْدِلَةً
فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِى النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

অর্থ: এ আয়াতসমূহ যে পুলছিরাত আর মিযানের মত মানদণ্ড, যেগুলো ব্যতীত জগতবাসীর মধ্যে সুবিচার স্থাপিত হতে পারে না।

لَا تَعْجَبَنْ لِحَسُوْدٍ رَّاحَ يُنْكِرُهَا
تَجَاهُلًا وَّهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ

অর্থ: বিস্মিত হয়ো না, যদি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হয়েও কোন হিংসুটে অজ্ঞতা ভান করে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে।

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ
وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ

অর্থ: কেননা রুগ্নচক্ষু সূর্যের কিরণ অপছন্দ করে এবং পীড়িত মুখ পানির স্বাদ বুঝে না।

সপ্তম অধ্যায়

মেরাজের বর্ণনা

يَا خَيْرَ مَنْ يَّمَّمَ الْعَافُوْنَ سَاحَتَهٗ
سَعْيًا وَّفَوْقَ مُتُوْنِ الْاَيْنُقِ الرُّسُمِ

অর্থ: ওগো শ্রেষ্ঠতম, যার দুয়ারে অনুগ্রহ প্রার্থীরা পায়ে হেঁটে ও দ্রুতগামী উষ্টে চড়ে এসে ধর্ণা দেয়।

وَمَنْ هُوَ الْاٰيَةُ الْكُبْرٰى لِمُعْتَبِرٍ
وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمٰى لِمُغْتَنِمِ

অর্থ: যিনি চিন্তাশীলদের জন্য বিরাট নিদর্শন এবং সুভাগ্যবানদের জন্য বড় নেয়ামত।

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلًا اِلٰى حَرَمٍ
كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِىْ دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ

অর্থ: আপনি এক রাত্রে মসজিদুল হারাম থেকে সূদুর বায়তুল মুকাদ্দাস পরিভ্রমণ করলেন, যেমন পূর্ণিমার চাঁদ অন্ধকার রজনীতে ভ্রমণ করে।

www.AmarIslam.com
Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَبِتَّ تَرْقٰى اِلٰى اَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً

مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ

অর্থ: আপনি ক্রমে ঊর্ধ্বগামী হয়ে দুধনুক পরিমাণ দূরত্বের অবস্থানে পৌঁছার মর্যাদা লাভ করলেন, যা অন্য কেউ লাভ করেনি, আশাও করেনি।

وَقَدَّمَتْكَ جَمِيْعُ الْاَنْبِيَاءِ بِهَا

وَالرُّسُلُ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلٰى خَدَمِ

অর্থ: শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি যেমন খাদেমদের আগে থাকেন তেমনি সমস্ত নবী রাসূলগণ আপনাকে সামনে দিয়েছিলেন অর্থাৎ ইমাম মনোনীত করেছিলেন।

وَاَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ

فِيْ مَوْكِبٍ كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ

অর্থ: আপনি মস্ত আসমান ভেদ করে চললেন এমন বাহিনী নিয়ে, যার সেনাপতি ও পতাকাবাহক ছিলেন আপনি।

حَتّٰى اِذَا لَمْ تَدَعْ شَاْوًا لِّمُسْتَبِقٍ

مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْقًى لِّمُسْتَنِمِ

অর্থ: এভাবে যেতে যেতে ঊর্ধ্বারোহণের আর কোন স্তর বাদ রইল না অর্থাৎ একেবারে আল্লাহর সান্নিধ্য পৌঁছে গেলেন।

خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْاِضَافَةِ اِذْ

نُوْدِيْتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ

অর্থ: আপনি অন্য সবার মর্যাদা নিচু করে দিলেন, যখন একক আপনাকে উচ্চ ভ্রমণে আহ্বান করা হলো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كَيْمَا تَفُوْزَ بِوَصْلٍ اَيِّ مُسْتَتِرٍ

عَنِ الْعُيُوْنِ وَسِرٍّ اَيِّ مُكْتَتِمِ

অর্থ: যাতে সর্বদৃষ্টির সগোচরে অত্যন্ত গোপনে শুভ রহস্য অর্জনে ধন্য হন।

فَحُزْتَ كُلَّ فِخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ

وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِ

অর্থ: অতএব আপনি অস্বাভাবিক মর্যাদা লাভ করলেন, যার কোন ভাগী নেই এবং প্রতিটি স্তর এমনভাবে অতিক্রম করলেন, যেখানে অন্য কারো আনাগোনা নেই।

وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُلِّيْتَ مِنْ رُّتَبٍ

وَعَزَّ اِدْرَاكُ مَا اُوْلِيْتَ مِنْ نِّعَمِ

অর্থ: আপনাকে যে পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে, সেটা খুবই উচ্চ এবং যে নেয়ামত আপনাকে দান করা হয়েছে, সেটা খুবই দুঃপ্রাপ্য।

بُشْرٰى لَنَا مَعْشَرَ الْاِسْلَامِ اِنَّ لَنَا

مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ

অর্থ: হে মুসলিম সমাজ! আমাদের জন্য মহা সুসংবাদ যে আমাদের জন্য এমন একটি আশ্রয় স্তম্ভ রয়েছে, যেটা কখনো বিনষ্ট হওয়ার নয়।

لَمَّا دَعَا اللّٰهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهٖ

بِاَكْرَمِ الرُّسْلِ كُنَّا اَكْرَمَ الْاُمَمِ

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা যখন আনুগত্যের প্রতি আমাদের আহ্বানকারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল বলে সম্বোধন করলেন, তখন আমরাও সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে গেলাম।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অষ্টম অধ্যায়

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিহাদের বর্ণনা

رَاعَتْ قُلُوْبُ الْعِدٰى اَنْبَاءُ بِعْثَتِهٖ
كَنَبْاَةٍ اَجْفَلَتْ غُفْلًا مِّنَ الْغَنَمِ

অর্থ: নবুয়াতের খবর শুনে শত্রুদের মন ভয়ে কেঁপে উঠলো যেমন ভয়ার্ত শব্দে আনমনা ছাগল পলায়ন করে।

مَا زَالَ يَلْقَاهُمْ فِىْ كُلِّ مُعْتَرَكٍ
حَتّٰى حَكَوْا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلٰى وَضَمِ

অর্থ: প্রতিটি যুদ্ধে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদগামীদের সম্মুখীন হয়েছেন এবং বর্শার আঘাতে শত্রুপক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন।

وَدُّوا الْفِرَارَ فَكَادُوْا يَغْبِطُوْنَ بِهٖ
اَشْلَاءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرَّخَمِ

অর্থ: শত্রুরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে খুব পটু ছিল। তারা বাজ শকুনের মত উড়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল।

تَمْضِى اللَّيَالِىْ وَلَا يَدْرُوْنَ عِدَّتَهَا
مَالَمْ تَكُنْ مِّنْ لَيَالِى الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ

অর্থ: যুদ্ধে রাতের পর রাত কেটে যায়, কিন্তু নিষিদ্ধ মাসসমূহ না আসা পর্যন্ত তারা এর গণনা থেকে অজ্ঞাত।

كَاَنَّمَا الدِّيْنُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ
بِكُلِّ قَوْمٍ اِلٰى لَحْمِ الْعِدٰى قَرِمِ

অর্থ: দ্বীনে ইসলাম যেন এক মেহমান, যে প্রত্যেক গোত্রপতিকে নিয়ে শত্রুর মাংস খাওয়ার জন্য ওদের আঙ্গিনায়।

يَجُرُّ بَحْرَ خَمِيْسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ
تَرْمِىْ بِمَوْجٍ مِّنَ الْاَبْطَالِ مُلْتَطِمِ

www.AmarIslam.com

অর্থ: তিনি যুদ্ধের সাগরে দ্রুতগামী বাহন নিয়ে এগিয়ে চলেন এবং সেনাবাহিনী সমুদ্রের ঢেউ এর মত শত্রুবাহিনীর উপর ক্রমান্বয়ে আছরে পড়ে।

مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِلّٰهِ مُحْتَسِبٍ
يَسْطُوْ بِمُسْتَاصِلٍ لِّلْكُفْرِ مُصْطَلِمِ

অর্থ: প্রতিটি মুজাহেদ আল্লাহর ডাকে সাড়া দানকারী এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রত্যাশী। তাঁরা কুফুরীর মূলৎপাটনে সদা অগ্রগামী।

حتى غدت ملة الإسلام وهى بهم
من بعد غربتها موصولة الرحم

অর্থ: মিল্লাতে ইসলাম শেষ পর্যন্ত জিহাদের পর পরস্পর আপন জনের মত শক্তিশালী হয়ে উঠে।

مكفولة ابدا منهم بخير اب
وخير بعل فلم تيتم ولم تئم

অর্থ: তাদের মধ্য হতে কেউ শ্রেষ্ঠ পিতা, কেউ শ্রেষ্ঠ স্বামীরূপে মিল্লাতে ইসলামের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ফলে এ জাতি কখনো এতিম বা বিধবা হবে না।

هم الجبال فسل عنهم مصادمهم
ماذا رائ منهم فى كل مصطدم

অর্থ: তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র পাহাড়ের মত অনড় ছিলেন, প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁরা বীরত্ব দেখিয়ে ছিলেন।

فسل حنينا وسل بدرا وسل احدا
فصول حتف لهم ادهى من الوخم

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ: জংগে হোনাইন, জংগে বদর ও জংগে ওহুদের হালত জিজ্ঞেস করুন, তাদের (শত্রুদের) কাছে মহামারি থেকে মারাত্মক।

اَلْمُصْدِرِى الْبِيْضِ حُمْرًا بَعْدَ مَاوَرَدَتْ

مِنَ الْعِدٰى كُلَّ مُسْوَدٍّ مِنَ اللِّمَمِ

অর্থ: তাঁরা শত্রু পক্ষের কালো চুলের মাথায় ঝকঝকে সাদা তলোয়ার ঢুবিয়ে রক্ত রঞ্জিত করে টেনে আনতেন।

وَالْكَاتِبِيْنَ بِسُمْرِ الْخَطِّ مَا تَرَكَتْ

اَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرَ مُنْعَجِمِ

অর্থ: এবং তাদের কলম সদৃশ বল্লম দ্বারা শত্রু পক্ষের শারিরীক কোন অংশ অলিখিত (আঘাত বিহীন) রাখতেন না।

شَاكِى السِّلَاحِ لَهُمْ سِيْمَا تُمَيِّزُهُمْ

وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيْمَا مِنَ السَّلَمِ

অর্থ: তারা সশস্ত্রবস্থায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন কাঁটাদার বৃক্ষে গোলাপ ফুলের মতো।

تُهْدِى اِلَيْكَ رِيَاحَ النَّصْرِ نَشْرُهُمْ

فَتَحْسِبُ الْوَرْدَ فِى الْاَكْمَامِ كُلَّ كَمِ

অর্থ: বিজয়ের বাতাস আপনার কাছে সুখবর নিয়ে আসে। সমস্ত মুজাহিদকে গোলাপ ফুল মনে করুন যুদ্ধের ময়দানে।

كَاَنَّهُمْ فِىْ ظُهُوْرِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُبًا

مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ الْحُزُمِ

অর্থ: অশ্বপৃষ্টে তাঁরা যেন টিলার গাছপালা। এটা তাঁদের দৃঢ় মনোবলের কারণে শক্ত রশির বন্ধনে নয়।

طَارَتْ قُلُوْبُ الْعِدٰى مِنْ بَاْسِهِمْ فَرَقًا

فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَهْمِ وَالْبُهُمِ

অর্থ: তাঁদের বাহাদুরি দেখে শত্রুদের মন দুরুদুরু করে কেঁপে উঠতো। ফলে পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতো না।

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُوْلِ اللهِ نُصْرَتُهُ

اِنْ تَلْقَهُ الْاُسْدُ فِىْ اٰجَامِهَا تَجِمِ

অর্থ: যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুনজর লাভ করেছে, তাদের দেখলে বনের বাঘেরাও নতশীর হয়ে থাকে।

وَلَنْ تَرٰى مِنْ وَلِيٍّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ

بِهٖ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَصِمِ

অর্থ: তুমি রাসূলে খোদার এমন কোন প্রিয় বান্দাকে দেখবে না, যিনি সাহায্যপ্রাপ্ত নন এবং তাঁর এমন কোন শত্রু কে দেখবে না, যে অধপতিত নয়।

اَحَلَّ اُمَّتَهُ فِىْ حِرْزِ مِلَّتِهٖ

كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْاَشْبَالِ فِىْ اَجَمِ

অর্থ : তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে স্বীয় কিল্লায় হেফাযতে রেখেছেন যেমন সিংহ তার শাবকদের নিয়ে ঝোঁপে নিরাপদে রাখে।

كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ اللهِ مِنْ جَدَلٍ

فِيْهِ وَكَمْ خَصَّمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِمِ

অর্থ: আল্লাহর বাণী প্রতিপক্ষের সাথে কতইনা লড়েছে এবং সত্য প্রমাণিত হয়ে বিপক্ষকে কতবার হারিয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِى الْاُمِّيِّ مُعْجِزَةً

فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّادِيْبِ فِى الْيُتُمِ

অর্থ: অজ্ঞতার যুগে একজন উম্মীর মধ্যে এত অগাধ জ্ঞান এবং একজন অনাতের মধ্যে এত মনমুগ্ধবার আদব-আখলাক এক মহান মোজেযা।

নবম অধ্যায়

আল্লাহর সমীপে মাগফিরাত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সমীপে সুপারিশ ভিক্ষা

خَدَمْتُهٗ بِمَدِيْحٍ اَسْتَقِيْلُ بِهٖ

ذُنُوْبَ عُمْرٍ مَّضٰى فِى الشِّعْرِ وَالْخَدَمِ

অর্থ: আমি কাব্য রচনা করে বিত্তবানদের খিদমত করাতঃ জীবনে যে পাপ করেছি, এর থেকে মুক্তিলাভের আশায় নবীর প্রশংসা কাব্যে হাত দিলাম।

اِذْ قَلَّدَانِىْ مَا تُخْشٰى عَوَاقِبُهٗ

كَاَنَّنِىْ بِهِمَا هَدْىٌ مِّنَ النَّعَمِ

অর্থ: কেননা আমার গলায় আমার হস্তদ্বয় পাপরাশির হার পরিয়ে দিয়েছে, যার পরিণাম ভয়ঙ্কর। আমি যেন এক চতুষ্পদ জন্তু হয়ে গেলাম।

اَطَعْتُ غَىَّ الصِّبَا فِى الْحَالَتَيْنِ وَمَا

حَصَّلْتُ اِلَّا عَلَى الْاٰثَامِ وَالنَّدَمِ

অর্থ: আমি সুদিনে দুর্দিনে শৈশবে ভুলভ্রান্তির আনুগত্যে করেছি। ফলে অনুতাপ ও পাপ ছাড়া আর কিছুই অর্জন করিনি।

فَيَا خَسَارَةَ نَفْسِىْ فِىْ تِجَارَتِهَا

لَمْ تَشْتَرِ الدِّيْنَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسُمِ

www.AmarIslam.com

অর্থ: হায় দুঃখ! আমার কারবার ভীষণ লোকসানের শিকার। দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত খরিদ করতে পারলাম না।

وَمَنْ يَّبِعْ اٰجِلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهٖ

يَبِنْ لَهُ الْغَبْنُ فِىْ بَيْعٍ وَفِىْ سَلَمِ

অর্থ: যে ব্যক্তি পরকাল ইহকালের বিনিময়ে বিক্রি করে, এ ব্যবসায় ওর ক্ষতি নিশ্চয় প্রকাশ পাবে।

اِنْ اٰتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِىْ بِمُنْتَقِضٍ

مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَبْلِىْ بِمُنْصَرِمِ

অর্থ: যদিওবা আমি গোনাহ করেছি, আমার সাথে নবীজীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না। এবং আমার প্রত্যাশার রজ্জু অবিচ্ছিন্ন থাকবে।

فَاِنَّ لِىْ ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِىْ

مُحَمَّدًا وَّهُوَ اَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

অর্থ: কেননা, আমার নাম মুহাম্মদ হওয়ায় আমার দায়ভার তাঁর হাতে আর তিনিতো সৃষ্টিকোলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণকারী।

اِنْ لَّمْ يَكُنْ فِىْ مَعَادِىْ اٰخِذًا بِيَدِىْ

فَضْلًا وَّاِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ

অর্থ: তিনি যদি পরকালে মেহেরবাণী করে আমার হাত ধরে না রাখেন, তাহলে আমার কী পদস্খলন হবে বলতে পারছিনা।

حَاشَاهُ اَنْ يُّحْرَمَ الرَّاجِىْ مَكَارِمَهٗ

اَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ

অর্থ: এটা তাঁর শান নয় যে, তাঁর করুণা প্রত্যাশীকে তিনি বঞ্চিত করবেন অথবা তাঁর আশ্রয়প্রার্থীকে অপমানিত করে ফিরিয়ে দিবেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

وَمُنْذُ اَلْزَمْتُ اَفْكَارِىْ مَدَائِحَهُ
وَجَدْتُهُ لِخَلَاصِىْ خَيْرَ مُلْتَزِمٍ

অর্থ: যখন থেকে আমি তাঁর প্রশংসাগীতি রচনায় আমার চিন্তা চেতনা নিয়োজিত করি, তখন থেকে আমি তাঁকে আমার মুক্তির শ্রেষ্ঠ উছিলা হিসেবে পেয়েছি।

وَلَنْ يَّفُوْتَ الْغِنٰى مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ
اِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الْاَزْهَارَ فِى الْاَكَمِ

অর্থ: নিকৃষ্টতম ব্যক্তি ও তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলে কখনো নৈরাশ হয় না। বারিধারা পাহাড় পর্বতেও শাক সবজি জন্মায়।

وَلَمْ اُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِى اقْتَطَفَتْ
يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا اَثْنٰى عَلٰى هَرَمِ

অর্থ: আমি দুনিয়ার ধন-দৌলত চাইনা, যা হারিস বিন হেশামের প্রশংসা করে কবি যোহাইর দু'হাতে লুটে নিয়েছিল।

দশম অধ্যায়
মোনাজাত ও হাজত তলব

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِىْ مَنْ اَلُوْذُ بِهٖ
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

অর্থ: ওগো সৃষ্টির সেরা দয়ালু! মহাসঙ্কট মুহূর্তে আপনি ছাড়া আমার আর কেউ আশ্রয়দাতা নাই।

وَلَنْ يَّضِيْقَ رَسُوْلَ اللهِ جَاهُكَ بِىْ
اِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلّٰى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

অর্থ: যখন আল্লাহ শাস্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হবেন, হে রাসূলুল্লাহ! তখন আমার প্রসঙ্গে সুপারিশে আপনার সম্মান ম্লান হবে না।

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا
وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

অর্থ: দুনিয়া-আখেরাত তো আপনার দান এবং লওহ-কলম আপনার জ্ঞানভাণ্ডারের আওতায়।

يَا نَفْسُ لَاتَقْنَطِىْ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ
اِنَّ الْكَبَائِرَ فِى الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

অর্থ: ওহে মন! বড় গোনাহের জন্য নিরাশ হয়ো না। কেননা ক্ষমার সামনে বড় গোনাহও নগণ্য হয়ে যায়।

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّىْ حِيْنَ يَقْسِمُهَا
تَأْتِىْ عَلٰى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِى الْقَسَمِ

অর্থ: আল্লাহ যখন রহমত দান করবেন, আশা করা যায় তা গোনাহের পরিমাণ মত হবে। অধিক পাপের জন্য অধিক রহমত জুটবে।

يَا رَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِىْ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ
لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِىْ غَيْرَ مُنْخَرِمِ

অর্থ: হে পরওয়ার দিগার। অধমের অভিপ্রায় পরিপূর্ণ করিও এবং আমাকে হিসেবনিকাশকালে ব্যর্থ মনোরথ করিও না।

وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِى الدَّارَيْنِ اِنَّ لَهٗ
صَبْرًا مَتٰى تَدْعُهُ الْاَهْوَالُ يَنْهَزِمِ

অর্থ: এবং তোমার বান্দাকে দু'জাহানে অনুগ্রহ কর। যে ধৈর্য হারিয়ে ফেলো, বিবিধ মুসিবত তাকে ঘেরাও করে।

وَائْذَنْ لِسُحْبِ صَلٰوةٍ مِّنْكَ دَائِمَةً
عَلَى النَّبِىِّ بِمُنْهَلٍ وَّمُنْسَجِمِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ: এবং তোমার শাশ্বত দরুদ সালামের মেঘরাশিকে নবীজীর উপর অবিরাম বারিপাতের নির্দেশ দাও।

وَالْاٰلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
اَهْلِ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

অর্থ: এবং তাঁর বংশধর, সাহাবী ও তাবেয়ীদের প্রতি সালাম, যাহা ছিলেন তাকওয়া সহনশীল ও উদারতার মূর্তপ্রতীক।

ثُمَّ الرِّضَا عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعَنْ عُمَرٍ
وَعَنْ عَلِيٍّ وَّعَنْ عُثْمَانَ ذِى الْكَرَمِ

অর্থ: অতঃপর হযরত আবু বরক, হযরত ওমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনাহু এর প্রতি সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক।

مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيْحُ صَبَا
وَاَطْرَبَ الْعِيْسَ حَادِى الْعِيْسِ بِالنَّغَمِ

অর্থ: যতদিন বান গাছের ডালে প্রভাতী বাতাস দোলা দিতে থাকবে এবং উটের চালক গান গেয়ে উটকে মত্ত রাখবে, ততদিন রহমতের বারিধারা নাজিল কর।

فَاغْفِرْ لِنَا شِدِهَا وَاغْفِرْ لِقَارِئُهَا
سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ

অর্থ: হে আল্লাহ! কাসিদার রচয়িতা ও এর পাঠককে ক্ষমা করে দাও। হে দয়াময় ও দানশীল! তোমার দরবারে কল্যাণ প্রার্থনা করি।

www.AmarIslam.com

মিলাদশরীফ পাঠ করার নিয়ম

আমাদের দেশে ওলি, আউলিয়া, পীর, বুজুর্গ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামায়ে কেরামগণ মিলাদশরীফে বিভিন্ন রকম শের কাসিদা ও দরূদশরীফ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পাঠ করে থাকেন। নিম্নে মিলাদশরীফ পাঠ করার কতিপয় নিয়ম পেশ করা হল।

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ○ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

দরূদ শরীফ উর্দু (১ম প্রকার)

جلوه گر هو يا امام المرسلين
جلوه گر هو رحمة للعالمين
جلوه گر هو انبياء كى مقتداء
جلوه گر هو اولياء كى پيشوان
جلوه گر هو غمزدون كى دستگير
جلوه گر هو هادى روشن ضمير
جلوه گر هو اىٔ جلوه خير البشر
جلوه گر هو اىٔ ميرى نور نظر
جلوه گر هو اىٔ جلوه نور خدا
جلوه گر هو اىٔ محمد مصطفى

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

দরূদ শরীফ বাংলা (২য় প্রকার)

আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সায়্যিদিনা মাওলানা মোহাম্মাদ
ওয়ালা আলি সায়্যিদিনা মাওলানা মোহাম্মাদ

১. বিশ্বনবীর আগমনে জগৎ হইল উজালী
মধুর নামটি জপন কর ওহে মোমিন নিরালা।ঐ

২. অজ্ঞতারই অন্ধকারে ছিল যখন এই ধরা
আসলেন তখন নিয়ে কোরআন নূর নবী মোস্তফা।ঐ

৩. না হয়ে ফিরিশতা খোদার মানব কূলে আসিয়া
হয়েছি নবীজীর উম্মত তার তরে লাখ শোকরিয়া।ঐ

৪. আউয়াল আখের জাহের বাতেন তার সমান আর কেহ নাই
যার কদমের ধুলি পেয়ে আরশ ধন্য হল ভাই।ঐ

৫. মক্কা ও মদীনাবাসি তারা কত ভাগ্যবান
নবীজীর ও রূপ দেখিয়া যারা হলো মুসলমান।ঐ

৬. আবু জেহেল কুফ্‌ফারেরা দেখল আমার নবীকে
উম্মত হয়ে দেখলাম না তাই দুঃখ রইল মনেতে।ঐ

৭. ইচ্ছা করলে দয়াল নবী থাকতে পারতেন আরশেতে
উম্মতের মায়ায় নবীজী মদীনাতে শুইয়াছেন।ঐ

৮. দিবানিশি বলিরে মন আর দিওনা যন্ত্রণা
ধনে যদি হইতাম ধণী যাইতাম সোনার মদিনা।ঐ

৯. মন পাখিরে বলি তোরে উড়ে যা তুই মদিনা
মদীনাতে গেলে পরে মিটবে মনের বেদনা।ঐ

১০. আল্লাহ তুমি দয়া কর নসিব কর মদিনা
ধনে যদি হইতাম ধণী যাইতাম সোনার মদিনা।ঐ

১১. যাইতে যদি চাওরে আশিক নবীরবাড়ি মদিনা
সদায় তুমি পড় দরূদ হয়ে নবীর দেওয়ানা।ঐ

১২. আমার বাড়ি বাংলাদেশে নবীরবাড়ি মদিনা
মন ও কান্দে প্রাণ ও কান্দে যেতে সোনার মদিনা।ঐ

দরূদ শরীফ (৩য় প্রকার)

ছালাতুন ইয়া রাসূলাল্লাহ আলাইকুম
ছালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম

১. খবর লও ইয়া রাসূলাল্লাহ খবর লও
মেরে আক্বা মেরে মাওলা খবর লও।ঐ

২. বুলা লও ইয়া রাসূলাল্লাহ বুলা লও
মদীনামে গোলামুকো বুলা লও। ঐ

৩. কাহাহো ইয়া রাসুলাল্লাহ কাহাহো
তেরে উম্মত মুসিবত মে ঘেরা হো।ঐ

৪. বানাদেও মেরে সিনাকো মদিনা
নিকা লও বাহরে গমসিয়ে সফিনা।ঐ

৫. কহেংগে আম্বিয়া মাহশার মে নাফসি
উঠিংগে উম্মতি গো ইয়া মোহাম্মাদ।ঐ

৬. মাকিনে লা মুকাবাশদ মোহাম্মাদ
নিশানে বে নিশা বাশদ মোহাম্মদ।ঐ

৭. যে মাজহুরে বরা মুদ জানে আলম
তারাহহাম ইয়া নবী আল্লাহ তারাহহাম।ঐ

৮. মস্তফা নূরে জনাবে আমরে কুন
আফতাবে বুরজে ইলমে মিল্লাদুন।ঐ

৯. আবু বকর ও ওমর ওছমান হায়দার
বেলা শক চার হে ইয়ারে মোহাম্মদ।ঐ

১০. ইয়া রাসূলাল্লাহি উনযুর হালানা
ইয়া হাবিবাল্লাহি ইছমা ক্বালানা।ঐ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

১৩. খেয়ালে মা ছেওয়া দিলছে মিঠাদো ইয়া রাসূলাল্লাহ
হেজাবে জুলমাতে বশরি উঠাদো ইয়া রাসূলাল্লাহ।ঐ

১৪. হাবিবে কিবরিয়া তুমহো শাফিয়ে আঁছিয়া তোমহো
তুমে ছুর কর কাহা জাওঁ বাতাও ইয়া রাসূলাল্লাহ।ঐ

১৫. জাহাযে উম্মত কা হকুনে কর দিয়া হে আপকে হাতো
বছ তুম আপ চাহো ডুবাও ইয়া তরাও ইয়া রাসূলাল্লাহ। ঐ

বাংলা তাওয়াল্লুদ শরীফ (১ম প্রকার)

আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহু (৩বার)

১. আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব মোহাম্মাদ রাসূল
হলেন তিনি সবার আদি সৃষ্টিকুলের মূল- নবীজী।ঐ

২. আদমেরে গড়ার আগে কাঁদা মাটি দিয়া
নিজে খোদা দিলেন খেতাব খাতামুল আম্বিয়া- নবীজী।ঐ

৩. দেখা দিয়া শান্তি কর নবী কলিজা আমার
তোমারই দর্শনের লাগি আছি ইন্তেজার-নবীজী।ঐ

৪. মওতের তোফান আসবে যখন নবী গো আমার
দেখা দিয়া বাঁচাইও ঈমান আমার-নবীজী।ঐ

৫. ধন ভাণ্ডারের কাছিম তুমি কাওছারের মালিক
আপন হাতে পিলাইও রহমতের কাওছার-নবীজী।ঐ

৬. যা হোক যবে নূর আসিল ভালে আব্দুল্লার
হইল সৃষ্টি আসমান জমিন তামাম ও সংসার-নবীজী।ঐ

৭. আসমান হইতে আসল নেমে হুর চেহেলীর দল
ফেরেশতাকুল জানায় সালাম নামল খুশির ঢল-নবীজী।ঐ

৮. জ্বলল না সে নূরের উছিলায় ইব্রাহিম খলিল
তাঁর পরে সে নূর পাইল পুত্র ইসমাইল-নবীজী।ঐ

৯. আদম হয়ে শীষ হয়ে ক্রমে আসে নূর
মা আমেনার রেহেমেতে হইল তা জহুর-নবীজী।ঐ

১০. কুরাইশ বংশ সেরা বংশ উচ্চ তাহার শান
তাহার উপর সেরা আবার হাশেমী খান্দান-নবীজী।ঐ

১১. সেই খান্দানে জন্ম নিলেন মোহাম্মাদ রাসূল
কেহ নাই বংশ গুণে তাহার সমতুল-নবীজী।ঐ

১২. শান্তিদাতা মুক্তিদাতা আসলেন দুনিয়ায়
আসুন সবাই দাঁড়াইয়া সালাম ও জানাই-নবীজী।ঐ

(১২ নং পংক্তির 'শান্তিদাতা মুক্তিদাতা এলেন দুনিয়ায়...-নবীজী পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে কিয়াম করবেন)

তাওয়াল্লুদ শরীফ (২য় প্রকার)

আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহু (৩বার)

১. দরদে মনদু উকে ছুন্নে ওয়ালা বে কাছ কা গমখার
দুখিয়া দিল কা হায় ওহ ছাহারা হামিয়ে রোজে শুমার-নবীজী।ঐ

২. হুছনে পিয়ারা জাতকা মুজহার আল্লাহ কি বুরহান
মুহছিনে আ'জম রহমতে আলম হায় ওহ ঈমান কি জান-নবীজী।ঐ

৩. দূর বালায়ে করণে ওয়ালা উম্মত কি গমখার
হাফিজ হামে শাফে ও নাফে রহমত কি ছরকার-নবীজী।ঐ

৪. ছবছে আকরম ছবছে আফজল ছবছে হায় ওহ আ'লা
মালিকে জান্নাত কাছিমে নি'য়মাত ছবছে হায় ওহ বালা-নবীজী।ঐ

৫. পিয়ারী ছুরত হাস্তা চেহরা মুহছে ঝরতে ফুল
নূরকা পুতলা চান্দছা টুকরা হক্কা পিয়ারা রাসূল-নবীজী।ঐ

৬. আওয়াল আখের ছবকুচ জানে দেখে বাঈদ ও কারীব
গায়েব কি খবর দেনে ওয়ালা আল্লাহ কা হাবিব-নবীজী।ঐ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭. বাহারে ছালামী ছারে ফিরিশতো আছমানোছে আয়ে
ছুবেহ্ বেলাদত পিয়ারে নবী পর ছালাতু ছালাম পৌছায়ে-নবীজী ।ঐ
(৭ নং পংক্তির 'ছুবেহ বেলাদত পিয়ারি নবী পর ছালাতু ছালাম পৌছায়ে-নবীজী পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে কিয়াম করবেন)

তাওয়াল্লুদ শরীফ (৩য় প্রকার)

আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহু (৩বার)

১. আমেনা বিবিকে গোলশানছে আয়া হায় তাজ বাহার
পড়তেহো ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আজদার ও দেওয়ার-নবীজী ।ঐ

২. বারাহ রবিউল আউয়াল কো আয়া দুররে এতিম
মুহরে নবুয়ত মাহে রেছালাত ছাহেবে খুলকিন আ'জিম-নবীজী ।ঐ

৩. আয়া ওলি দুজাহানকা আওর আল্লাহকা মকবুল
শাফিয়ে মাহশার ছাকিয়ে কাওছার পিয়ারা মুহাম্মদ রাসূল-নবীজী ।ঐ

৪. হামেদ মাহমুদ আওর মুহাম্মদ দুজাহানকা ছরকার
জানছে পিয়ারা রাজদুলারা রহমতকা ছরকার-নবীজী ।ঐ

৫. ইয়াছিন তোহা কামলি ওয়ালা কোরআন কি তাফসীর
হাজির ও নাজির শাহীদ ও কাছিম আয়া ছিরাজুম মুনীর-নবীজী ।ঐ

৬. সায়্যিদ মক্কী শাহে মদীনা পিয়ারে নবীজি আয়ে
চিনলিয়া দেল মন মোহন মে ছাদছা মুখরা দেখায়ে-নবীজী ।ঐ

৭. কুফুর শিরিক কালি গাটিয়ে হুগায়ি ছারি দূর
মাশরিক মাগরিব দুনিয়া আন্ধার হুগায়ি নূরহি নূর-নবীজী ।ঐ

৮. জিবরীল আয়ে ঝুলা ঝুলানে লহরি দিজিয়ে শান
ছুজা ছুজা রহমতে আলম দুজাহানকা ছুলতান-নবীজী ।ঐ

৯. বাহারে ছালামী ছারে ফিরিশতে আছমানোছে আয়ে
ছুবেহ বেলাদত পিয়ারে নবী পর ছালাতু ছালাম পৌছায়ে-নবীজী ।ঐ
(৯ নং পংক্তির 'ছুবেহ বেলাদত পিয়ারি নবী পর ছালাতু ছালাম পৌছায়ে-নবীজী পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে কিয়াম করবেন)

www.AmarIslam.com

দরূদ শরীফ ও সালাত ও সালাম পাঠ করার পর নিম্নে লিখিত আরবি তাওয়াল্লুদ শরীফ পাঠ করবেন।

تولد شريف

وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَانِ عَلٰى اَشْهُرِ
الْاَقْوَالِ الْمَرْوِيَّةِ – تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ الشَّرِيْفَةِ اَبُوْهُ عَبْدُ اللهِ –
وَكَانَ قَدِ اجْتَازَ بِاَخْوَالِهٖ بَنِىْ عَدِيٍّ مِّنَ الطَّائِفَةِ النَّجَّارِيَّةِ –
وَمَكَثَ فِيْهِمْ شَهْرًا سَقِيْمًا يُعَانُوْنَ سُقْمَهٗ وَشَكْوَاهُ –
وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهٖ عَلَى الرَّاجِعِ تِسْعَةُ اَشْهُرٍ قَمَرِيَّةٍ وَاٰنَ لِلزَّمَانِ
اَنْ يَنْجَلِيَ عَنْهُ صَدَاهُ حَضَرَتْ اُمَّهٗ لَيْلَةَ مَوْلِدِهٖ اٰسِيَةُ وَمَرْيَمُ فِىْ
نِسْوَةٍ مِّنَ الْحَضِيْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ وَاَخَذَهَا الْمَخَاضُ فَوَلَدَتْهُ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْرًا يَتَلَالَاُ سَنَاهُ –

আর যখন তাওয়াল্লুদ শরীফে فَوَلَدَتْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পড়বেন তখনই (কেয়াম) দাঁড়িয়ে যাবেন এবং নিম্নলিখিত কাসিদাগুলো পাঠ করবেন।

আরবি কিয়াম (১ম প্রকার)

يَانَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ — يَا رَسُوْلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبْ سَلَامٌ عَلَيْكَ — صَلَوَاةُ اللهِ عَلَيْكَ
طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا — مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا — مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعِىْ

اَشْرَقَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا — وَاخْتَفَتْ مِنْهُ الْبُدُوْرُ
مِثْلَ حُسْنِكَ مَارَاَيْنَا — قَطُّ يَا وَجْهَ السُّرُوْرِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَنْتَ شَمْسٌ اَنْتَ بَدْرٌ — اَنْتَ نُوْرٌ فَوْقَ نُوْرٍ

اَنْتَ اِكْسِيْرٌ وَّغَالِيْ — اَنْتَ مِصْبَاحُ الصُّدُوْرِ

يَا حَبِيْبِيْ يَا مُحَمَّدْ — يَا عَرُوْسَ الْخَافِقَيْنِ

يَا مُؤَيَّدْ يَا مُمَجَّدْ — يَا اِمَامَ الْقِبْلَتَيْنِ

مَنْ يَّرٰى وَجْهَكَ يُسْعَدْ — يَاكَرِيْمَ الْوَالِدَيْنِ

حَوْضُكَ الصَّافِى الْمُبَرَّدْ — وِرْدُنَا يَوْمَ النُّشُوْرِ

مَا رَاَيْنَا الْعِيْسَ حَنَّتْ — بِالسُّرٰى اِلَّا اِلَيْكَ

وَالْغَمَامَه لَكَ اَظَلَّتْ — وَالْمَلَا صَلّٰى عَلَيْكَ

وَصَلٰوةُ اللهِ عَلٰى اَحْمَدْ — عِدَّةَ اَحْرُفِ السُّطُوْرِ

اَحْمَدُ الْهَادِىْ مُحَمَّدْ — صَاحِبُ الْوَجْهِ الْمُنِيْرِ

তারপর নিম্নোক্ত পংক্তি পাঠ করতে করতে বসে পড়বেন।

يا رب صل وسلم دائما – على نبيك وحبيبك خير خلق كلهم

هزاروں درود اور هزاروں سلام – برگزیده نبی پر اپنی مدام

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ – كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ – صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

উর্দু কিয়াম (২য় প্রকার)

ইয়া নবী সালামু আলাইকা- ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা- সালাওয়া তুল্লা আলাইকা।

১. নাইয়ারে বুরজে রিসালত-গাওহারে দরজে নবুয়্যাত
মোজায়ে বাহ্‌রে হাকিকত-শাফীয়ে রোজে কিয়ামত।ঐ

২. সায়্যিদ ও ছরদারে আলম-মোনেছ ও গমখারে আলম
মালেক ও মুখতারে আলম- রৌওনকে বাযারে আলম।ঐ

৩. মাখঝানে আছরারে ছীনাহ- ইলম ও হেকমত কা খাঝিনাহ
নূরছে মা'মুরে ছীনাহ- মেশ্‌কছে বেহ্‌তর পছীনাহ।ঐ

৪. লায়েজু ঈমান তোমপর- কেউনা দে ওহ্ জান তোমপর
মেহেরবান রহমান তোমপর- খলক ছব কোরআন তোমপর।ঐ

৫. হকুনে দি মে'রাজ তোমকো- আওর বখশা তাজ তোমকো
দুজাহান কা রাজ তোমকো-দি ছালাতিন রাজ তোমকো।ঐ

৬. হুগী যব বরপা কিয়ামত- উছঘরি জব মেরে হযরত
পেহেন কর তাজে শাফায়াত-দেহেঙ্গে ফেরছুয়ে উম্মত।ঐ

৭. বখ্‌তকা ছমকে ছিতারা-হাজেরী কাহো ঈশারা
দেখ কর রওজা পিয়ারা-ফের কহে খাদেম তোমহারা।ঐ

৮. বাহরে ইছ ইয়ামে ছফিনা- আ গেয়া মুশকিল হ্যায় জিনা
পারহনেকা ক্বারিনা-হো আতা শাহে মদিনা।ঐ

৯. আরশকা কা'বা মদিনা-ফরশকা কা'বা মদিনা
কা'বা কা কা'বা মদিনা- জান্নাতুল মাওয়া মদিনা।ঐ

১০. জলওয়ায়ে খাইরিল বাশার হো-উনদর আওর মেরা ছের হো
ইছ জাহাছে জব ছফর হো-ছবজে গম্বদপর নজর হো।ঐ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাংলা কিয়াম (৩য় প্রকার)

ইয়া নবী সালামু আলাইকা- ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা- ছালাওয়া তুল্লা আলাইকা।

১. ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ
সাধ্য নাই যেতে মদীনা-দিন ও রাত এই ভাবনা
দেখা দাও নবী স্বপনে এই আরজ তব চরণে।ঐ

২. ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ
হে নবী মদীনা হইতে-সব কিছু পারেন দেখিতে
মোদের লাশ কবরে রাখিলে, লইও আপন কোলে।ঐ

৩. ইয়া রাসূলল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ
আপনি যে হাজির ও নাজির-সালাম লও অধম পাপীর
পাপী কান্দি যে দিনে ও রাতে শুধু যে আপনায় দেখিতে।ঐ

৪. ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ
হে নবী রহমতের ছরকার-মোরা যে উম্মত গোনাহ্গার
কে আছে মোদের তরাইবার হাশরে পিলাইও কাওছার।ঐ

৫. ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ
এলেম নাই ডাকি আপনাকে-আমল নাই বিপদ হাশরে
সুপারিশ করিও আমার দরবারে মালিক ও মাওলার।ঐ

৬. ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ
আপনি যে দয়ার ও সাগর-নিওগো উম্মতের খবর
মোরা যে বড় অসহায় কেমনে তরিব হাশর।ঐ

৭. ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ
মরণের কঠিন ও কালে-শয়তানের ধোঁকারই জালে
বাঁচাতে ঈমান রতন নিওগো আপনও কোলে।ঐ

ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ

৮. আমাদের মনের বেদনা-বুঝাইলে কেহ বুঝেনা

শুনাইলে কেহ শুনে না শুনগো শাহে মদিনা।ঐ

৯. ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ
আমাদের মনের বেদনা-আমরা কি মদিনা যাব না?
কোন পথে হব রওয়ানা বলে দাওগো শাহে মদিনা।ঐ

১০. ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ
আপনি সম্রাট সাজিয়া-আসিলেন ধরায় নামিয়া
ইসলামের তরি ভাসাইয়া মদিনায় রইলেন শুইয়া।ঐ

কেয়ামরত অবস্থায়- লাখো ছালাম

মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো ছালাম
শময়ে বজমে হেদায়ত পে লাখো ছালাম

১. মুহরে ছরখে নবুয়ত পে রওশন দরূদ
গোলেবাগে রিছালাত পে লাখো ছালাম।ঐ

২. শবে আছরা কি দুলহা পে দায়েম দরূদ
নওশায়ে বজমে জান্নাত পে লাখো ছালাম।ঐ

৩. শহরে ইয়ারে এরেম তাজেদারে হেরেম
নো বাহারে শাফায়াত পে লাখো ছালাম।ঐ

৪. জিনকো ছিজদৌকো মিহরাবে কাবা ঝুকি
উনবহুকি লাতাফেত পে লাখো ছালাম।ঐ

৫. দূর ও নজদিক কি ছুন্নে ওয়ালে ওহ্ কান
কানে লালে কেরামত পে লাখো ছালাম।ঐ

৬. কামেলানে তরিকত পে কামেল দরূদ
হামেলানে শরিয়ত পে লাখো ছালাম।ঐ

৭. গাউছে আ'জম ইমামত তুকা ওয়ান নুকা
জলওয়ায়ে শানে কুদ্রত পে লাখো ছালাম।ঐ

www.AmarIslam.com

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

৮. শাফেয়ী মালেক ইমাম আহমদ ও হানিফ
চার বাগে ইমামত পে লাখো ছালাম।ঐ

৯. আওলাদে নবী আছহাবে নবী শোহাদায়ে কেরাম
গুলেবাগে রিছালাত পে লাখো সালাম।ঐ

১০. খাজায়ে খাজেগান খাজা গরিবে নাওয়াজ
উছ মঈনুদ্দিন ও মিল্লাত পে লাখো সালাম।ঐ

১১. শহীদে কারবালা হুছাইনে মজতুবা
বে-কছে দশ্‌ত গোরবত পে লাখো সালাম।ঐ

১২. নকশায়ে নকশ্‌বন্দ খাজা বাহাউদ্দিন
আওর মোজাদ্দেদে আলফেসানী পে লাখো সালাম।ঐ

১৩. ডাল দি কূলবমে আজমতে মোস্তফা
হেকমতে আলা হযরত পে লাখো সালাম।ঐ

১৪. জিনকি হর হর আদা কিয়া ছুন্নাতে মোস্তফা
এইছি পীরে তরিকত পে লাখো সালাম।ঐ

তারপর দাঁড়ানো অবস্থায়ই নিম্নোক্ত সালাম পড়বেন।

১. আছ ছালাম আয় ছবজে গম্বোদ কে মকীন
আছ ছালাম আয় রাহমাতাল্লিল আলামীন।

২. আছ ছালাম আয় মীম ও হাও মীম দাল
আছ আলাম আয় বেনজির ও বেমিছাল।

৩. আছ ছালাম আয় দস্তেগীরে বে কাছা
আছ ছালাম আয় চারায়ে দরদে নেহা।

৪. তু ছখী তেরা ছখী দরবার হায়
গর করম কি জিও তু বেড়া পার হায়।

৫. দস্ত বছ্‌তা হ্যায় খাড়ে হাজের গোলাম
পেশ করতে হো গোলামানা ছালাম।

৬. ইয়া এলাহী ছদকায়ে আলে রাছুল
ইয়ে ছালামী আশেকানা হো কবুল।

৭. আয় খোদাকে লাডলে পেয়ারে রাছুল
ইয়ে ছালামী আজেজানা হো কবুল
(ইয়ে মিলাদ, কিয়াম, ও দরূদ হো কবুল)

সবাই মিলে পড়বেন-

মদিনে কে চাঁন্দ ! হাজারো ছালাম
মদিনে কে চাঁন্দ ! লাখো ছালাম
মদিনে কে চাঁন্দ ! করুর ছালাম
মদিনে কে চাঁন্দ ! বেহদ্‌ ছালাম।
বালাগাল উলা বি কামালিহী
কাশাফাদ দুজা বিজামালিহী
হাছুনাত জামিউ খিছালিহী
ছাল্লু আলাইহি ওয়ালিহী।

এরপর বসে বসে অন্যান্য দোয়া দরুদ বিশেষ করে একবার সূরা ফাতিহা ও তিনবার সূরা এখলাস পাঠ করে মোনাজাত করবেন।

www.AmarIslam.com
Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com